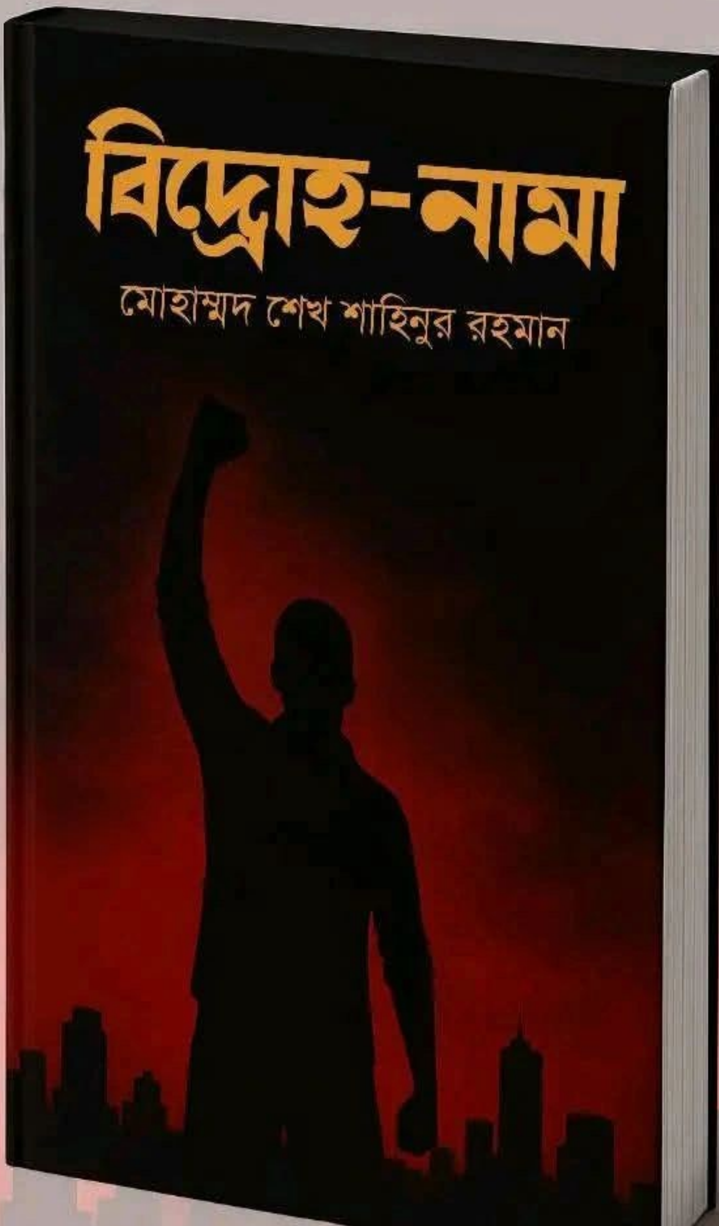

বিদ্রোহ-নামা
মোহাম্মদ শেখ শাহিনুর রহমান

বিদ্রোহ-নামা

"সত্য, ভালোবাসা ও শহীদ স্মৃতির অক্ষয় দলিল"

মোহাম্মদ শেখ শাহিনুর রহমান

বিদ্রোহ-নামা।

মোহাম্মদ শেখ শাহিনুর রহমান

এই সাহিত্যকর্মটি বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে নিবন্ধিত।

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০২৫

প্রকাশক: **আমাদের সমাজ প্রকাশনী**

ISBN: 978-984-000-000-0

উৎসর্গ

যারা সত্যের পথে প্রাণ দিয়েছেন,

তাঁদের প্রতি।

- যাদের চোখে স্বপ্ন ছিল, অথচ বুলেটে নিভে গেছে।
- যাদের বুকের রক্তে তৈরি হয় আন্দোলনের মানচিত্র।
- মা, যিনি সন্তান হারিয়েও বিচার পাননি।
- প্রেমিকা, যে অপেক্ষায় থেকেও রাষ্ট্রীয় নিঃশব্দতার শিকার।
- প্রতিটি অচেনা মুখ, যাদের আত্মদান রাষ্ট্র অস্বীকার করে—

এই বই তোমাদেরই জন্য।

ভূমিকা

‘বিদ্রোহ-নামা’ কোনো সাধারণ
কাব্যগ্রন্থ নয়—
এটি শব্দে রচিত এক বিদ্রোহচিত্র।

প্রতিটি কবিতা যেন রাষ্ট্রের বুকে একটি
প্রশ্নচিহ্ন,
প্রতিটি অনু কবিতা যেন স্রোতের
বিপরীতে হেঁটে যাওয়া এক কঠিন
চরণ।

এখানে প্রেম আছে, কিন্তু প্রেমে কোনো
ভয় নেই।
বিরহ আছে, কিন্তু সে বিরহ রাষ্ট্রপতি
নয়—একজন প্রতিবাদীর বিরহ।

মোহাম্মদ শেখ শাহিনুর রহমান শুধু
একজন কবি নন,
তিনি এই সময়ের সরাসরি
সাক্ষ্যদাতা।

এই কবিতাগুলো তাই শুধু সাহিত্য নয়,
এগুলো ইতিহাসের বাণী।
এই বই কারো মনোরঞ্জনের জন্য নয়,

কাউকে কোনো সরকার পতনের
হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার
জন্যও নয়।

এটি সত্যকে, ভালোবাসাকে, ও শহীদ
স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখার একটি
অকুতোভয় প্রয়াস।
প্রতিটি কবিতা লিখিত নিপীড়িত
হৃদয়ের রক্তাক্ষরে—
যেন চোখের ভাষা আর ঠোঁটের
চিৎকার।

কবিতা দিয়ে কী হবে?

🔥 **এই কবিতাগুলো কারও মনোরঞ্জনের জন্য নয়।**
এটা কারও সরকার পতনের হাতিয়ারও নয়।

এটি কেবল—
সত্যকে, ভালোবাসাকে, শহীদ স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখার এক প্রচণ্ড প্রয়াস।
এটি সেই ভাষা, যা গুলি থামাতে পারে না,
কিন্তু ইতিহাস থামতে দেয় না।

📖 *"বিদ্রোহ-নামা"*— ১০০০টিরও বেশি অনু কবিতার এক ভয়হীন কাব্যগ্রন্থ।
প্রতিটি কবিতা যেন নিপীড়িত হৃদয়ের রক্তে লেখা,
যেন চোখের ভাষা আর ঠোঁটের চিৎকার।
এই বই শুধু রাষ্ট্রের মুখোশ খোলে না—
নিজের ভেতরেও প্রশ্ন তোলে—

➤ আমি কতটা নীরব?
➤ আমি কতটা দায়ী?
➤ আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?

💬 কেউ হয়তো বলবে— কবিতা দিয়ে কী হবে?

আমি বলি—
যে জাতি তার ক্ষতকে কবিতায় ধরে রাখতে

পারে,
সেই জাতিই একদিন মুক্তি পায়।

📘 যারা এখনো বিশ্বাস করেন
প্রেম, প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ একই অস্ত্রে বাঁধা যায়—
তাদের জন্যই এই বই।

সূচিপত্র

লেখকের বক্তব্য

আমি যখন প্রথম "বিদ্রোহ" শব্দটা
লিখেছিলাম,
তা ছিল না কোনো রাজনৈতিক
স্লোগান—
ছিল এক অদৃশ্য যন্ত্রণার প্রকাশ,
যেখানে প্রেম, মৃত্যু, নিপীড়ন আর
প্রতিরোধ একাকার হয়ে গেছে।

আমি কোনো দল করি না,
তবে প্রতিটি নিপীড়িতের পাশে
দাঁড়ানোই আমার ধর্ম।

এই কবিতাগুলো কারও মনোরঞ্জনের
জন্য নয়।
এটা কারও সরকার পতনের
হাতিয়ারও নয়।

এটি কেবল—
সত্যকে, ভালোবাসাকে, ও শহীদ
স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখার একটি
প্রয়াস।

বিদ্রোহ-নামা’র প্রতিটি কবিতা যেন
নিপীড়িত হৃদয়ের রক্তাক্ষরে লেখা,
যেন চোখের ভাষা আর ঠোঁটের
চিৎকার।

কেউ হয়তো বলবে— কবিতা দিয়ে
কী হবে?
আমি বলি—
যে জাতি তার ক্ষতকে কবিতায় ধরে
রাখতে পারে,
সেই জাতিই একদিন মুক্তি পায়।

এই বই শুধু রাষ্ট্রের মুখোশ খুলে দেয়
না,
নিজের মধ্যেও প্রশ্ন তোলে—
আমি কতটা নীরব?
আমি কতটা দায়ী?
আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?
এই লেখা যারা পড়বেন, তারা যদি
একটিবারের জন্যও প্রশ্ন তোলেন—
তাহলে আমার এই বিদ্রোহ সফল।

— মোহাম্মদ শেখ শাহিনুর রহমান

বিদ্রোহের শপথ

- আমি জন্মাইনি চুপ থাকার শপথ নিয়ে,
  আমার কণ্ঠে আগুন, আমার চোখে বিদ্রোহ,
  যেখানে অন্যায় সিংহাসন গাঁথে গরিবের হাড়ে—
  সেখানে আমার কলমই প্রথম তলোয়ার।

- আমি দেখেছি রক্ত, কিন্তু ভয় পাইনি,
  আমার দেহে পুড়ে ছাই হয়েছে অভিমান,
  যে রাষ্ট্র ঘুম পাড়ায় অন্যায়ের লালন সুরে—
  তার বুকেই গেয়ে উঠেছি ঘুমভাঙানো গান।

- না, আমি কোনো কবি নই শুধু—
  আমি ইতিহাসের মুখে লেখা বিদ্রোহী পঙক্তি।
  আমার শব্দগুলো গান নয়,
  তারা বিপ্লবের নির্দেশ।

- শিকল ভাঙি না, জ্বালিয়ে দেই পুরো কারাগার,
  অন্ধকারে নয়, আলোতেই হোক বিস্ফার।
  যা কিছু অন্যায়—তার সাথেই যুদ্ধ,
  আমি নই চুপ, আমি নিজেই প্রলয়-সৃজিত শব্দ।

- যে দিন এই শহরে শিশুরা না খেয়ে ঘুমাবে না,
  যে দিন নারীর চুলে খালি ফুল গুঁজবে প্রেমিক,
  সে দিন আমি থামব।
  তার আগে—আমি জ্বলব, জাগাব, জাগবো।

প্রেমেও বিপ্লব আছে

- সে বলেছিল, "ভালোবাসি"—
  কিন্তু আমি চেয়েছিলাম স্বাধীনতা।
  সে চাইছিল বেঁধে রাখতে,
  আর আমি—ভালোবাসতে চেয়েছিলাম মুক্ত পাখির মতো।

- ভালোবাসা মানেই তো কাঁটা নয়,
  তবু কেন প্রতিবার প্রেমে রক্ত ঝরে?
  কেন চাও, আমি বদলাই তোমার মতো হয়ে—
  আমি কি নিছক প্রেমিক, নাকি মানুষ?

- আমি বিদ্রোহ করেছি তার চোখের গভীরতায়—
  যেখানে আমার অস্তিত্বকে মুছে দিতে চেয়েছিল সে,
  আমি বলেছি—
  ভালোবাসি, তবে নিজেরে হারিয়ে নয়।

- প্রেম যদি দাবী হয় কেবল একজনের,
তাহলে সেটাও একতরফা শাসন,
আর আমি শাসনের বিরুদ্ধে,
হোক সেটা ভালোবাসার ছদ্মবেশেও।

- সে চলে গেছে, আমি থেকেছি—
ভাঙা প্রেমের গায়ে ব্যান্ডেজ না বেঁধে,
কারণ সব প্রেম টিকে থাকলে
বিদ্রোহ শেখা যেত না কোনোদিন।

নির্বাক সমাজ ও শূন্য চোখের বিচার

- কেউ চিৎকার করে না আর,
  বুক চিরে কান্না আসে না,
  শুধু খবর হয়: “নিহত একজন”,
  আর সমাজ মুচকি হেসে বলে— "পরবর্তী সংবাদ"।

- শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে মানুষ,
  কারো মৃত্যু—খবর নয়, কনটেন্ট এখন।
  শোক নেই, কেবল রিঅ্যাক্ট ইমোজি—
  মানবতা ডুবে গেছে লাইকের দরিয়ায়।

- ছেলেটা ধর্ষকের বিরুদ্ধে বলেছিল,
  এখন সে পাগলের খাতায় নাম—
  কারণ সত্য বললেই আজ "বিপদজনক",
  আর চুপ থাকলেই তুমি “সভ্য নাগরিক”।

- বিচার আজ নিঃশব্দ আদালতের কল্পনায়,
  যেখানে আসামির চেয়ে বেশি দোষী ভিকটিম,
  বিচারপতির চোখেও ক্লান্তি—
  কারণ সেও জানে, সত্য জিতবে না এ মামলায়।

- আমার প্রশ্ন—
  কেন এই সমাজ বোবা হলো?
  কেন কারো লাশ দেখে আর আগুন জ্বলে না?
  কেন রক্ত দেখে শুধু ক্যামেরা ফ্ল্যাশ হয়?

- আমার কলম আজ আর কবিতা চায় না,
  সে চায় জবাব, চায় বজ্রের মতো প্রতিবাদ।
  তুমি কি শুনছো, সমাজ?
  তোমার নীরবতাই আমাদের মৃত্যুর হুইসেল।

মাঝরাতের জবানবন্দি

- রাত বারোটার পর শহর নীরব হয় না—
শুধু শব্দ বদলায়,
টিনের ঘরে স্ত্রীর কান্না,
আরেক পাশের ছেলেটা ডায়রিতে লেখে: "বাঁচতে ইচ্ছে করে না"।

- এই রাত গোপন কণ্ঠে সত্য বলে—
যা দিনে বলা যায় না,
বাবার ব্যর্থতার বোঝায় ছেলের শ্বাস থামে,
আর মা, সবার অগোচরে চোখ মোছে জামার কোণে।

- মাঝরাতে আমার ছাদে চাঁদ আসে না,
আসে প্রশ্ন—
"কেন এত অন্যায় দেখেও চুপ তুমি?"
আমি উত্তর খুঁজি, সিগারেটের ধোঁয়ায়।

- বিলাসী রাষ্ট্র ঘুমায় শান্তিতে—
অথচ নিম্ন তলার লোকেরা স্বপ্নে হুমকি পায়,

“ভাড়াটা কাল না দিলে বের করে দেব!”
এইও এক যুদ্ধ—যেখানে সৈনিক কেবল দরিদ্র।

- আমি আজ কবি নই—
  আমি একজন সাক্ষী,
  যে রাতের অন্ধকারে শপথ করে—
  আর চুপ থাকবে না, আর সহ্য করবে না।

- এই জবানবন্দি, ইতিহাস রাখবে না,
  তবুও আমি লিখি—
  কারণ ভবিষ্যতের কোনো এক বিদ্রোহী
  হয়তো এই অক্ষরে খুঁজে নেবে আগুন।

যুদ্ধের আগের নীরবতা

➢ নিঃশব্দ যেন বাতাসও ফিসফিস করে,
চাঁদ হঠাৎ গা ঢাকা দেয় মেঘের চাদরে—
মানুষ হাঁটে, কিন্তু চোখে ভয়, মুখে চুপ,
এ যেন অন্ধকারে কিছুর অপেক্ষা—না বলা, না শোনা।

➢ পথের পাশের কুকুরটা আজ ঘেউ ঘেউ করছে না,
মসজিদের মিনারে আজ বেজে ওঠেনি মাইক,
প্রতিদিনের ঠেলাগাড়িও নেই,
শুধু দেয়ালে লেখা: “বিপ্লব আসছে।”

➢ এ নীরবতা কোনো ছুটি নয়—
এটা এক গোপন প্রস্তুতির ডাক,
যেখানে মানুষ নিজেরাই বোঝে
এই নিস্তব্ধতা মানে—ঝড় আসছে।

- আমি দেখেছি বৃদ্ধ লোকটা
  হঠাৎ সিন্দুকের চাবি খুঁজছে,
  যেন আজ রাতেই
  কোনো কিছু চিরতরে হারানোর আশঙ্কা।

- রাস্তায় যে পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল রোজ,
  সে আজ নেই,
  আর ব্যারিকেডগুলো—
  তাদের রং নতুন করে করা হয়েছে কালোতে।

- এই শহর জানে,
  যুদ্ধ কেবল কামানের শব্দ নয়,
  যুদ্ধ আসে ধীরে ধীরে—
  প্রথমে কিছু নীরবতা, কিছু গুজব, তারপর ধ্বংস।

- আমি প্রস্তুত, আমার কলম প্রস্তুত,
  আমার ঘুম হারিয়ে গেছে যুদ্ধের আভাসে।
  কারণ আমি জানি,
  এই নীরবতার ভেতরেই লুকিয়ে আছে মুক্তির দামামা।

একজন মা ও রাষ্ট্রের সংলাপ

- ১।
  মা:
  আমার ছেলে কোথায় রাষ্ট্র? তিন দিন হলো নিখোঁজ।
  তুমি বলো—"তদন্ত চলছে"...
  কিন্তু আমার কোল তো খালি,
  তোমার রিপোর্টে বুক ভরে না!

- ২।
  রাষ্ট্র:
  আমরা চেষ্টা করছি, মা।
  আইন তার নিজস্ব পথে চলে।
  আপনার আবেগ বুঝি,
  তবে বিচার পেতে সময় লাগে।

- ৩।
  মা:
  সময়? আমার দুধের দাম জানো রাষ্ট্র?
  ছেলেকে বড় করেছি সত্যের পাঠ দিয়ে,

তবু কেন গুম হলো সে?
তোমার নীরবতাই তো সন্দেহের দাগ!

- ৪।

রাষ্ট্র:
মা, আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন...
আমাদের প্রক্রিয়া আছে,
আর আপনার ছেলেও হয়তো জড়িত ছিল
কোনো উসকানিমূলক কথায়?

- ৫।

মা:
তুমি ওকে “উসকানি” বলো?
সে তো বই পড়ত, প্রতিবাদ করত অন্যায়ের—
তোমার চোখে সেটাই কি অপরাধ?
তবে বলতে পারো রাষ্ট্র, “ভয় পায় তোমার ছেলেরা”।

- ৬।

রাষ্ট্র:
দুঃখিত মা, আমি কেবল কাঠামো, নিয়মের দাস।
আমি অনুভব করি না, কাঁদি না, ভালোবাসি না—
আমার আছে কেবল ফাইল,
যেখানে নাম থাকে, মানুষ নয়।

- ৭।

  মা:

  তুমি মানুষ না জানি,

  তাই তো মায়ের কান্না শুনতে পাও না!

  তোমার টেবিল ঝকঝকে,

  আমার হৃদয় জ্বলছে।

- ৮।

  রাষ্ট্র (নীরব):

  (শুধু বাতাসে উড়ে যায় কাগজের এক টুকরো—

  যেখানে লেখা: “মৃত্যু অনির্দিষ্ট”)

  আর মা দাঁড়িয়ে থাকেন, চোখে শূন্যতা নিয়ে…

  কারণ রাষ্ট্রের উত্তর আসেনি, আসবেও না।

বারুদের গন্ধ ও বেঁচে থাকার মানে

- ১।

  বারুদের গন্ধ ফাঁদ গেঁথে দেয় বাতাসে,
  শহরের কাঁধে ওঠে অজানা দমকা ধোঁয়া—
  হাঁটি আমি ছন্দভঙ্গা করেই,
  কারণ বেঁচে থাকার মানে লুকিয়ে আছে লড়াইয়ের পেছনে।

- ২।

  বন্ধু আমার হাতে রক্ত, চোখে অন্ধকার,
  তবুও হাসি ফোটে, কারণ আমরা জানি—
  অন্ধকারেও সূর্য অপেক্ষা করে,
  আর বারুদের গন্ধ আমাদের হতোৎসাহ।

- ৩।

  বেঁচে থাকা মানে কেবল শ্বাস নেওয়া নয়,
  এটা চিৎকারে গর্জন করা, গর্জনে জেগে ওঠা,
  আমরা যারা ভয় দেখেছি নূন্যতম সম্মানের জন্য,
  তাদেরই তো বেঁচে থাকার কবিতা লিখতে হয়।

- ৪।

  বোমার শব্দে পিছু হটিনি, পিছু হটব না,
  কারণ বেঁচে থাকার মানে আজ বিদ্রোহের শপথ,
  যে শপথে জ্বলবে স্বপ্ন, মুছে দেবে হিম,
  আমাদের পথে পথিক হোক আমাদের বিজয়।

স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে শেষ চিঠি

➢ ১।

প্রিয়,
তোমার চোখে আমি খুঁজেছি আগুন,
তোমার হাসিতে ছিলো পৃথিবীর আলো—
এখন শুধু স্মৃতিস্তম্ভের ছায়ায়,
আমি লিখছি বিদায়ের চিঠি।

➢ ২।

স্মৃতিস্তম্ভগুলো দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ,
যেন কষ্টের সাক্ষী,
তার পাদদেশে আমার লেখা চিঠি
ফুলের নিচে হারিয়ে যায় বেদনায়।

➢ ৩।

আমি বলেছিলাম—"বেঁচে থাকো, স্বপ্ন দেখো",
তুমি শোনোনি, কিংবা শোনার সময় ছিলো না,
এখন আমি জানি—সব বিদ্রোহের পরে
শুধু একটাই কথা থেকে যায়: ভালোবাসা।

- ৪।

আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়নি, শুধু থেমে গেছে,
শব্দগুলো দাঁড়িয়ে আছে বাতাসে,
এই স্মৃতিস্তম্ভ, এই শেষ চিঠি—
আমাদের রক্তের গানের শেষ কথা।

- ৫।

তুমি যদি পড়ো এই পত্র,
তবে জানবে—আমরা হারাইনি,
আমরা গড়েছি নতুন পথ,
যেখানে আর্তনাদের গান চিরকাল বেজে উঠবে।

- ৬।

প্রিয়,
তোমার চোখে জ্বলত যে আগুন,
তার শেষ ছটায় আমি লিখি আজ বিদায়ের গান—
স্মৃতিস্তম্ভের ছায়ায়, নিঃশব্দ বেদনায় ভরা।

- ৭।

শক্ত ইটের স্মৃতিস্তম্ভ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে,
বিষাদের সাক্ষী, লুকিয়ে ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষ,
তার পাদদেশে লেখা আমার শেষ চিঠি,
যা মিশে যায় নীরব ফুলের আঙিনায়।

➢ ৮।

আমি বলেছিলাম—"বেঁচে থাকো, স্বপ্নের পাখি হও",
তুমি হয়তো শুনোনি, কিংবা শোনার সময় ছিল না,
এখন বুঝি, সব বিদ্রোহের শেষে
শুধু ভালবাসা থেকে যায়।

➢ ৯।

আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়নি, শুধু থেমে গেছে,
শব্দগুলো বাতাসে ভাসে, সুর হয়ে বাজে,
এই স্মৃতিস্তম্ভ, এই শেষ চিঠি—
আমাদের রক্তের গান, চিরন্তন বাণী।

➢ ১০।

যদি পড়ো এই চিঠি, জানবে—আমরা হারাইনি,
আমরা গড়েছি নতুন পথ,
যেখানে আর্তনাদের সুর চিরকাল বাজে।

আলো যখন আসবে

- আলো যখন আসবে, অন্ধকার ছেঁড়ে যাবে,
  শহরের প্রতিটি কোণায় জ্বলবে নতুন আশার প্রদীপ—
  যেখানে বেঁচে থাকবে মানুষের গানে,
  সেই ভোরের গান, যা কখনো নীরব নয়।
- তবুও বুঝতে হবে, আলো আসবে ধীরে ধীরে,
  যুদ্ধের আগুন আর বোমার ধোঁয়ায় আঁধার ছিলো গাঢ়,
  তবু বিশ্বাস রাখতে হবে—শক্তি আসবে আলো থেকে,
  যা ভেঙে দেবে সব বন্দিশালার জঞ্জাল।
- আমি দেখি চোখে চোখে সেই স্বপ্নের ছবি,
  যেখানে শিশুরা হাসে নির্বিঘ্নে,
  মায়ের বুক থেকে নামায় শঙ্কা,
  আর পথ হাঁটে নির্ভয়ে, আশায়।
- আসবে সেই আলো—বিদ্রোহের ছায়া মুছে,
  জাগ্রত হবে মানুষ, পাবে স্বাধীনতার গান,
  আমাদের রক্তের বিনিময়ে গড়া এই পৃথিবী,
  অবশেষে পাবে মুক্তির দিন।

অগ্নিগর্ভ রাতের স্বপ্ন

- ১।

অগ্নিগর্ভ রাত, যেখানে চাঁদও লাজায়,
আগুন জ্বলে শহরের ধুলায়—আমাদের স্বপ্নের আঁধারে,
কেউ কেউ ঘুমায় না, কারো চোখে জ্বলছে জ্বালা,
স্বপ্ন যেখানে হারায় নিঃশব্দ যন্ত্রণার মাঝে।

- ২।

রক্তাক্ত আকাশের নিচে জন্ম নেয় নতুন সকাল,
যেখানে প্রতিটি ছায়া বলবে বীরত্বের গান,
অগ্নিগর্ভ রাতে জন্ম নেয় সে স্বপ্ন,
যা জ্বলবে না কখনো, ছড়িয়ে পড়বে বায়ুতে।

- ৩।

আমাদের কন্ঠস্বর বাজে অন্ধকারের মাঝখানে,
যেন শিহরিত করে গাছ-পালা, পাহাড়-তীর,
স্বপ্নেরা বলবে, “আমরা হারাইনি কখনো”,
অগ্নিগর্ভ রাতে জন্ম নেয় মুক্তির আলো।

- ৪।

অগ্নিগর্ভ রাত, তুমি আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র,
তবু তুমিই আমাদের মুক্তির পথের প্রথম ধাপ,
স্বপ্নের আলো জ্বালো, জ্বালো চিরকাল,
অগ্নিগর্ভ রাতে বেঁচে থাকার গান।

নীরব বিপ্লব

- ১।

  নীরব বিপ্লব, যেখানে শব্দ লাগে না,
  শুধু চোখের ভাষা বলে হাজার কথা,
  চুপ থাকা মুখে লুকানো শক্তি,
  যা কাঁপায় পাহাড়, ঝড়ায় সমুদ্র।

- ২।

  গোধূলির মায়ায় নীরবতায় গড়ে উঠে সেতু,
  যে সেতু পার হবে হাজার প্রাণ,
  বাতাসে ভাসে অদৃশ্য কারিগরির হাত,
  যা গড়ে দেয় মুক্তির নতুন দিগন্ত।

- ৩।

  বিপ্লব হয় শব্দহীন, কিন্তু গর্জনে ভরপুর,
  যেখানে দমন হয় না শেকড়ের স্পন্দন,
  নীরবতা সে পাখি, ডানা মেলে যায় দূরে,
  বুকের ভিতর সুরে বাজে মুক্তির গান।

- ৪।

নীরব বিপ্লব, তুমি যে শুধু সময়ের অপেক্ষা,
একদিন উঠবে তুমি তুফান হয়ে,
তারপর বদলে যাবে পৃথিবীর রূপ,
নীরবতা হয়ে যাবে বিজয়ের ধ্বনি।**অচেনা পথে**

- ১।

হাতে নেই কোনো মানচিত্র,
অচেনা পাথেয় নিয়ে আমরা যাই,
কখনো ভুলে না যে স্বপ্নের মিশন,
বাতাসে ভাসে নতুন দিনের কাহিনি।

- ২।

পথ হারাই, কিন্তু থামি না কখনো,
অজানার ভেতর লুকানো থাকে আলোর ধ্বনি,
অচেনা পাথেয় বুকে নিয়ে আমরা চলে,
হাতে হাত রেখে, অজানার পথে।

- ৩।

যুদ্ধ হয় মাঝরাতে, স্বপ্ন হয় দিনের আলো,
অচেনা পাথেয় গড়ায় মুক্তির মন্দির,
যেখানে গর্জে আকাশ, ফেটে যায় ঘুম,
আর শোনায় নতুন বাণী জীবনের।

- ৪।

অচেনা পাথেয় হাতে, হৃদয়ে সাহস,
আমরা লড়াই চালাই, ভাঙি সব সীমানা,

এই পথই আমাদের—অজানায় যাত্রা,
অচেনা পাথেয় হয়ে বাঁচার গান।

শিকল ভাঙার গান

- ১।

শিকল ভাঙার গান, বেজে ওঠে নিস্তব্ধ রাতে,
দূরে থেকে শোনা যায় মুক্তির ডাক,
হাতের বাঁধন কাঁপে, মনের জোরে,
আসছে সেই দিন, যখন মুক্তি হবে পাকা।

- ২।

অন্ধকার ভেদ করে শিকল ছিঁড়ে যায়,
আকাশে লাফায় চাঁদের হাসি,
মুক্তির সুর বাজে হৃদয়ের গভীরে,
যেখানে আর নেই কোনো বন্দি।

- ৩।

শিকল ভাঙার সেই গান, গর্জন করে বেদনায়,
তবু আশার আলোয় ভাসে সমস্ত মন,
আসবে দিন, যখন সবাই বাঁচবে একসাথে,
মুক্তি ছড়িয়ে যাবে দেশের কোণে কোণে।

➢ ৪।

শিকল ভাঙার গান, তুমি যে আগুনের ঢেউ,
বাজিয়ে দাও সর্বত্র বিদ্রোহের সুর,
আমরা জাগব, আমরা লড়ব, আমরা বাঁচব,
শিকল ভাঙার সেই গানই হবে আমাদের বিজয়।

অগ্নিস্মৃতি – অতীতের জ্বালা

- ১।

অগ্নিস্মৃতি, পোড়া অতীতের ছোঁয়া,
যেখানে বেদনার আগুন ঝলসে ওঠে,
মুছে না যায় সেই জ্বালা কোনোদিন,
হৃদয়ে গোপনে জ্বলে আজও অগ্নিপথ।

- ২।

জ্বলছে স্মৃতির আকাশ, ভেঙে পড়ছে দেয়াল,
অতীতের ধোঁয়ায় ঢেকে থাকে চোখের জল,
তবু জ্বলতে থাকে মন, অগ্নিস্মৃতির তাপে,
যেন মুক্তির আগুন ছুঁয়ে গেছে রক্তের রাশি।

- ৩।

অগ্নিস্মৃতি বলে—হে প্রহরী,
ভুলে যেও না যে যুদ্ধের গান,
প্রতিটি পাথর, প্রতিটি চিহ্ন,
হয়েছে মুক্তির সোনালী ভিত্তি।

- ৪।

  অগ্নিস্মৃতির জ্বালা আমাদের শিখিয়েছে,
  অন্ধকারের মাঝেও দীপ জ্বালাতে হয়,
  অতীতের বেদনা দিয়ে গড়া হয় ভবিষ্যৎ,
  যেখানে জ্বলবে মুক্তির অমল দীপ।তুমি এক পলক
  চোখের আড়াল হইলে

১.

তুমি না থাকলে চোখের পাতায় নামে বিষাদ,
চাঁদের আলোও হয়ে যায় ধোঁয়াশার আবহ,
নিঃশব্দ রাত বলে, "সে তো ছিলো স্বপ্নময়",
তবু ঘুম আসে না—তোমায় ছাড়া কিছুই পূর্ণ নয়।

- ২.

  তোমার নামটি বাতাসে লিখে দিলে,
  আকাশ কান পেতে শোনে সে আরাধনা,
  এক বিন্দু অভিমানই ভাসিয়ে নেয় হৃদয়,
  তবু ভালবাসা থেকে যায়—নিঃশব্দে, নীরবে।

- ৩.

  তুমি একবার চোখ ফিরালে,
  পৃথিবীর দিক হারায় মানচিত্রহীন,
  সে দৃষ্টিতে ছিলো যে ঘূর্ণিঝড়,
  ভালোবাসা, না বেদনা—জানা হয়নি আজও।

- ৪.

  তোমার অভিমানে কেঁপে ওঠে রাত,
  জোছনায় জ্বলে চুপচাপ কান্না,
  চিঠি লেখা হয়নি আর কোনোদিন,
  তবু প্রতিটি শব্দে ছিলে 'তুমি'।

- ৫.

  তোমার এক নিঃশ্বাসই যদি হয়ে ওঠে বিদায়,
  আমি তবে থেমে যাব সব গানের আগে,
  প্রেম লিখে রাখবো অক্ষরহীন ভাষায়,
  যেখানে শুধু তুমি, আর আমি নই।

কম কথায় অনেক বলে

- ১.

  তোমার মতো করে আর কেউ ভালোবেসেছে কি?
  তাইতো আজও সবাই এলেও,
  তুমি ছাড়া কেউ মনে ঠাঁই পায় না...

- ২.

  তোমায় হারানোর পর যাকে পেয়েছি,
  সে কি আমাকে পেয়েছে?
  নাকি কেবল তোমার ছায়ায় আমায় খুঁজে...

- ৩.

  তুমি যেদিন চলে গেলে,
  আমি ওই দিন থেকে আর ফিরিনি—
  শুধু হাঁটছি একা, অভিমানের পথ ধরে।

- ৪.

  ভালোবাসা ভুলিনি, ভুলেছি তুমি বলেছিলে—
  "চিরদিন পাশে থাকবো..."
  কথাগুলো আজো কানে বাজে, কিন্তু তুমি বাজো না।

- ৫.

যে মানুষটা একদিন সব ছিল,
আজ সে-ই সব কিছু জানে, তবুও চুপ...
তোমাকে ভুলিনি, শুধু বলে যাই—"ভালো আছি।"

- ৬.

তোমার চোখে একবার যদি আমি ‘আমার মতো’
দেখতাম—
তাহলে হয়তো আজ অন্য কোনো গল্প হতো...

- ৭.

যে চলে যায়, সে ফিরেও আসে মাঝে মাঝে...
তবে মানুষ হয়ে না—
স্মৃতি হয়ে।

- ৮.

তোমার চোখে নিজেকে দেখে
একদিন নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছিলাম...
এখন আয়নায় তাকালেও—তুমি ছাড়া কিছু দেখি না।

- ৯.

একদিন বলেছিলে—
"তোমাকে ছাড়া বাঁচা যাবে না!"
আজ তুমি বেঁচে আছো,
আমি শুধু সেই কথাটার মৃত্যুদর্শন করছি।

- ১০.

যে মানুষটা আমাকে না বুঝেই ছেড়ে গেল—
তাকে আমি আজও বুঝি না,
তবু ভালোবাসি, যেমনটা সে কখনও বোঝেনি।

- ১১.

ভালোবাসা কোনোদিন হারায় না,
সে কেবল নতুন নাম পায়...
আর পুরোনো চোখে জল।

- ১২.

তুমি ফিরে আসো না জানি,
তবু রাতভর দরজা খোলা রাখি—
ভুলেও যদি হাওয়া তোমার গন্ধ নিয়ে আসে।

- ১৩.

সব কিছুই ছিল,
শুধু তুমি ছিলে না...
আর সেই ‘না’-তেই সব হারিয়ে গেল।

- ১৪.

তোমার "ভালো থেকো" কথাটা—
সবচেয়ে কমন, সবচেয়ে মিথ্যে,
আর সবচেয়ে বেশি হৃদয় বিদীর্ণ করা বিদায়।

- ১৫.

আমি আজও তোমার প্রোফাইলে ঢু মারি,
তুমি না জানলেও...
তোমার আপডেটগুলোতে আমি প্রতিবার হারিয়ে যাই।

- ১৬.

তুমি ছিলে অভ্যাস,
ভুলে যাওয়ার নয়—
বাঁচতে শেখার মতো কিছু।

- ১৭.

  প্রতিদিন ভাবি, ভুলে গেছি...
  তারপর এক গানের লাইনে,
  তোমাকে আবার খুঁজে পাই।

- ১৮.

  চাইনি বিদায়, চাইনি ব্যথা—
  তবু জীবন শিখিয়ে দিল,
  যা সবচেয়ে আপন,
  সেটাই একদিন সবচেয়ে অনাত্মীয় হয়।

- ১৯.

  তোমার নীরবতাও
  একদিন আমার গলার কাঁটা হয়ে উঠল—
  ভালোবাসার শেষ প্রমাণ।

- ২০.

  "ভালোবাসি" বলাটা কঠিন ছিল না,
  কঠিন ছিল—
  তোমার মুখে সেটা শেষবার শুনে চুপ থাকা।

- ২১.

    হঠাৎ একদিন নিজেকে চিনলাম না,
    তুমি ছাড়া এতটা শূন্য আমি কখনো ছিলাম না।

- ২২.

    ভালো থেকো বলেছিলে শেষবার,
    তবে বলোনি—
    তোমার ছাড়া কীভাবে ভালো থাকতে হয়।

- ২৩.

    তুমি ফিরো না, জানি—
    তবু প্রতিটা মেঘলা বিকেল
    আমায় বোঝায় তুমি কাছেই আছো,
    ছোঁয়ার বাইরে।

- ২৪.

    আজও তোমার নামটা লিখতে গেলেই,
    কলম থেমে যায়...
    শব্দ পায় না অতটা ভালোবাসা বোঝাতে।

- ২৫.

  যার জন্য রাত জাগতাম,
  আজ সে-ই ঘুমের ভেতরেও স্বপ্নে আসে না।

- ২৬.

  তুমি ছিলে গল্পের শেষ পাতায়,
  আমি শুরুতেই হারিয়ে গেছি—
  তোমার অজান্তে।

- ২৭.

  ভালোবাসি এখনো,
  তবে মুখে বলি না—
  কারণ তুমি এখন আর শোনো না, বোঝো না, বুঝতেও চাও না।

- ২৮.

  সবাই জানে তোমার নতুন গল্প,
  শুধু আমি জানি—
  পুরোনো গল্পটা কখনো শেষ হয়নি।

➢ ২৯.

যাকে ভুলে যেতে চেয়েছি বহুবার,
সে-ই এখনো
ভালো থাকার প্রার্থনায় উঠে আসে বারবার...

➢ ৩০.

তোমার চলে যাওয়া যতটা না হঠাৎ ছিল—
তার চেয়েও বেশি ছিল
আমার কাঁদতে না পারা।

➢ ৩১.

তুমি থাকো না ঠিক সামনে,
তবু প্রতিটি মুহূর্তে তুমি—
আমার 'থাকা না থাকা'র মাঝখানে।

➢ ৩২.

তুমি চুপ ছিলে,
আর আমি শব্দ ভেঙে ভেঙে
ভালোবাসা খুঁজে গেছি।

- ৩৩.

ভালোবাসা না ভুলেছি,
ভুলেছি কাঁদতে—
কারণ চোখের জলও আর বিশ্বাস করে না আজকাল।

- ৩৪.

তুমি চলে গিয়েছিলে যেদিন,
আমি সেদিন আমার ছায়াকেও বিশ্বাস করিনি।

- ৩৫.

মাঝেমধ্যে চোখে পানি আসে না,
তবু বুক ভরে ওঠে,
কারণ কিছু কান্না কেবল ভেতরেই কাঁদে...

- ৩৬.

ভালোবাসা যদি ফিরে আসে—
তাও সে আর আগের মতো থাকে না...
সে থাকে কাঁটার মতো, ফুল নয়।

➢ ৩৭.

তোমার স্মৃতি এখন ঠিক সেই টেক্সটটার মতো—
যেটা বহুদিন খুলিনি, তবু ডিলিট করতেও পারি না।

➢ ৩৮.

এক সময় ভেবেছিলাম, তুমি ছাড়া মরেই যাব—
আজও বেঁচে আছি,
তবে বাঁচাটাই যেন একটা নীরব শাস্তি।

➢ ৩৯.

তোমার দেওয়া উপহার গুলো নেই,
তবু তোমার দেওয়া অভ্যাস গুলো আজও আমার
সাথেই...

➢ ৪০.

আমি ভুলিনি,
শুধু আর বলি না—
কারণ তুমি শুনলেও, বুঝতে চাও না আর।

জীবন ও সময়

- ৪১.

সময় কারো জন্য দাঁড়ায় না,
আর মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে,
ভবিষ্যতের অপেক্ষায়—
নিজেকেই ফেলে রেখে।

- ৪২.

জীবন শেখায় চুপ থাকতে,
তবু ভেতরে
একটা প্রশ্ন প্রতিদিন চিৎকার করে ওঠে—
“আমি কে?”

- ৪৩.

একদিন সব হিসাব মিলে যাবে—
শুধু হৃদয়ের ক্ষতগুলো
অতীত হিসাবেই থেকে যাবে।

সমাজ ও প্রতিবাদ

- ৪৪.

  যারা চুপ থাকে,
  তারা সবাই নির্বোধ না—
  কখনো কখনো
  চুপ থাকা সবচেয়ে সাহসী প্রতিবাদ।

- ৪৫.

  আমরা জন্মাই প্রশ্ন নিয়ে,
  বাঁচি নিয়মে,
  আর মরি—
  বিনা বিচারে।

- ৪৬.

  তুমি যদি কথা না বলো,
  তবুও সময় কথা বলবে—
  আর ইতিহাস শুনে রাখবে সবকিছু।

অস্তিত্ব ও আত্মদ্বন্দ্ব

- ৪৭.

  আমি নিজেকেই চিনি না আজকাল,
  আয়নায় তাকালে দেখি—
  একটা মানুষ,
  যে বাঁচে... শুধু থাকার জন্য।

- ৪৮.

  ভেতরের কণ্ঠস্বর
  প্রতিদিন জিজ্ঞেস করে—
  "তুই ঠিক আছিস তো?"
  আমি হাসি দিয়ে বলি— “হ্যাঁ।”

- ৪৯.

  আমি মানুষ না,
  একটা ভাঙা দিনপঞ্জি—
  যেখানে কিছুই ঠিকমতো লেখা হয়নি।

মৃত্যু ও স্মৃতি

- ৫০.

মৃত্যু আসে চুপিচুপি—
কিন্তু জীবনের চেয়ে
বেশি সরব রেখে যায়।

- ৫১.

যারা চলে যায়,
তারা কবরেই থাকে না—
থাকে গল্পে, ফ্রেমে,
নির্বাক বিকেলগুলোতে।

- ৫২.

আমি কাঁদি না তোমার জন্য,
আমি কাঁদি সেই দিনের জন্য
যেটা আর কখনো আসবে না।

- ৫৩.

  আমি আজও ভেঙে যাই,
  তবু জোড়া দিই—
  কারণ আমি জানি,
  আমি ছাড়া আমাকে কেউ গড়বে না।

- ৫৪.

  তারা বলে আমি নরম,
  তাই হয়তো আগুনের গন্ধ
  আমার শরীরেই লেগে থাকে।

- ৫৫.

  একদিন আমি নিজেই হবো আমার উত্তর—
  সেইদিন প্রশ্নগুলোও
  আমার কাছেই মাথা নত করবে।

- ৫৬.

ভালোবাসা মানে সবসময় থাকা না,
কখনো কখনো
চলে যাওয়া থেকেও বেশি ভালোবাসা হয়ে যায়।

- ৫৭.

তোমাকে হারিয়ে বুঝেছি—
ভালোবাসা শব্দ না,
এটা নিঃশ্বাস...
যা থেমে গেলে কেউ টের পায় না, শুধু 'সে' ছাড়া।

- ৫৮.

তুমি ছিলে না আমার,
তবু প্রতিটা "আমার" জিনিসে
তোমার ছায়া লেগে থাকত।

- ৫৯.

কেউ ভালোবাসে শেষ না ভেবেই,
আর কেউ ছেড়ে যায়
একটা "দুঃখ পাবেন না" বলে।

- ৬০.

ভালোবাসা বড় অদ্ভুত,
চাইলে পাওয়া যায় না,
আর যখন আসে—
সেই মানুষটা চায় না তখন।

- ৬১.

তুমি ভালোবাসা ছিলে,
আর আমি ছিলাম
ভালোবাসার জন্য একমাত্র 'অযোগ্য' মানুষ।

- ৬২.

তুমি ছাড়া শিখেছি—
ভালোবাসা একটা কষ্ট,
যেটা গলায় আটকে থাকে সারাজীবন।

- ৬৩.

তোমাকে আজও বলিনি,
তুমি চলে যাওয়ার পর
ভালোবাসা শব্দটাই আমি ভুলে গেছি।

- ৬৪.

  তুমি ভুলে গেছো—
  আমি শুধু ভাঙা কথাগুলো নিয়ে
  ভালো থাকার অভিনয় করি।

- ৬৫.

  যার জন্য প্রাণ কাঁদে,
  সে-ই চুপচাপ চলে যায়—
  একটা 'Seen' দিয়েই!

- ৬৬.

  একটা সময় ছিল—
  তোমার প্রতিটি ‘বিস্মৃতি’ ছিল আমার ‘উৎসব’...
  এখন সেই উৎসব কেবল শোক হয়ে বেঁচে আছে।

- ৬৭.

  প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই,
  নিজেকে বোঝাই—
  তুমি আর আসবে না...
  তবু প্রতিদিন তোমার নামেই শুরু হয় দিনটা।

- ৬৮.

ভালোবাসা না হোক,
তোমার একটা "কেমন আছো?"
আজও অনেক কিছু ফিরিয়ে আনতে পারত।

- ৬৯.

তোমার দেওয়া ছেঁড়া ছবিগুলো নয়,
আমার ছেঁড়া ভেতরটাই
তোমার সবচেয়ে সফল সৃষ্টি।

- ৭০.

তুমি ছিলে একটা গল্প,
যেটা কেউ বুঝেনি,
আমি পড়েছিলাম—
প্রতিটি নিঃশ্বাস দিয়ে।

- ৭১.

তোমার অভাবটা কোনো জায়গা দখল করেনি—
তবে প্রতিটা মুহূর্তে
তোমার না-থাকাটাই
আমার সবচেয়ে বড় সঙ্গী।

- ৭২.

তোমার দেওয়া একটুখানি ভালোবাসা,
এতটা বিষ হয়ে যাবে—
ভাবিনি কখনও।

- ৭৩.

ভালোবাসা কেউ কাঁদিয়ে দেয় না,
ভাঙা প্রতিশ্রুতি, ফেলে আসা মুহূর্ত আর
"তুমি পাল্টে গেছো"—
এই তিনটাই শেষ করে দেয় মানুষকে।

- ৭৪.

তুমি বলোনি চলে যাচ্ছো,
আমি শুনেছিলাম
তোমার নীরবতার শব্দে।

➢ ৭৫.

তোমার প্রোফাইল পিকচার বদলানোর চেয়ে,
আমার ভেতরের পরিবর্তন
কোনোদিন কেউ চোখে দেখেনি।

➢ ৭৬.

তুমি কাঁদাওনি আমাকে,
আমি নিজেই কেঁদে নিয়েছি—
তোমাকে ভুলে যাওয়ার অভিনয় করতে গিয়ে।

➢ ৭৭.

ভালোবাসা শেষ হয়ে যায় না,
শুধু মানুষটা বদলে যায়,
আর স্মৃতিরা জ্বলতে থাকে
অন্তরালে।

- ৭৮.

সবাই বলে “এগিয়ে যাও”,
কিন্তু কেউ বোঝে না—
ফিরে চাওয়ার মধ্যে
কতটা ছিঁড়ে যাওয়া থাকে।

- ৭৯.

তোমার দেওয়া 'Seen'
আমার অনেক অশ্রু বুঝে দিয়েছে—
কারণ এরপর আর কিছু লেখার সাহস পাইনি।

- ৮০.

তুমি ছাড়া এখনো বেঁচে আছি,
তবে বাঁচাটা প্রতিদিন
একটা নতুন মৃত্যুর মতো লাগে।

- ৮১.

যদি জানতাম,
তুমি “চিরদিন” বলেও চিরকাল থাকবে না—
তবে হয়তো “আজকাল” গুলো
আরও বেশি জেনেই কাটাতাম।

- ৮২.

তোমাকে পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে
একটা 'ভুল বোঝা' ছিল—
যেটা আমরা কেউ ঠিক করিনি।

- ৮৩.

তুমি গিয়েছো ঠিক আছে,
তোমার নামে বাঁচাও না অন্তত—
আমার মৃত্যুটাও নিজের হতে দাও।

- ৮৪.

তুমি বলেছিলে—"ভালো থেকো"
আর আমি সেই কথার নিচেই
সব দুঃখ জমিয়ে রেখে দিয়েছি।

- ৮৫.

তোমার সঙ্গে কাটানো সময়গুলো
এখন আর সময় নয়,
ওগুলো এখন স্মৃতির কবর।

- ৮৬.

তোমার হাসি আমি ভালোবাসতাম—
তুমি জানতেও না,
তবু প্রতিদিন সেই হাসির জন্য
বেঁচে থাকতাম আমি।

- ৮৭.

তুমি কখনো জানতে চাওনি,
তবু আমি তোমার পছন্দের গান শুনতাম—
এটা কি কম ভালোবাসা?

- ৮৮.

আমার প্রতিটি গল্পে তুমি ছিলে,
আর তোমার গল্পে আমি ছিলামই না—
এইটুকুই ছিল ফারাক।

- ৮৯.

একতরফা প্রেম মানে,
তুমি খুশি থাকলে আমিও খুশি,
তুমি কাঁদলেও আমিই কাঁদি—
তবু তুমি জানো না।

➢ ৯০.

তোমার একটুখানি হাসি
আমার একটা জীবন কাটিয়ে দিত,
তুমি বুঝলে না—
কারণ সেটা ছিল আমার একার প্রেম।

➢ ৮৬.

তোমাকে বোঝাইনি কষ্টের কথা,
কারণ ভেবেছিলাম—
তোমার খুশি মানেই
আমার ভালোবাসার প্রমাণ।

➢ ৮৭.

প্রতিবার চুপ থেকেছি,
তুমি যেন বুঝো নিজেই—
কিন্তু তুমি তো চেয়েছিলে কেবল
শুনতে, বুঝতে নয়।

- ৮৮.

ভালোবাসার অনেক কথা
বলতে গিয়ে গিলে ফেলেছি...
তুমি যেন না কষ্ট পাও,
তুমি কেবল হাসো।

- ৮৯.

আমার অভিমানগুলো
আকাশের মতো বিশাল ছিল,
তুমি আকাশ দেখোনি—
তুমি শুধু নিজের আঙুলেই ব্যস্ত ছিলে।

- ৯০.

তোমার একবার ফিরে তাকানোই ছিল দরকার,
আমি বলিনি কিছু...
তুমি ভেবেছো—
সব ঠিক আছে।

➢ ৯১.

যে ‘তুমি’ বলত— “সবকিছু আমাকে বলবে”,
সেই তুমিকেই বলিনি—
তুমি নিজেই হয়ে গেছো আমার দুঃখের প্রথম কারণ।

➢ ৯২.

প্রতিদিন লিখেছি তোমার নামে,
কিন্তু পাঠাইনি—
তুমি পড়তেই চাওনি কখনও!

➢ ৯৩.

তোমার “ভালো থেকো”
আমার সব না-বলা কথার গলা টিপে ধরে...
আমি এখনো বাঁচি,
তবে নিঃশব্দে।

- ৯৪.

কখনো বলিনি কষ্টে আছি,
কারণ জানতাম—
তুমি জানলেও কিচ্ছু করতে না...
কেবল চুপ করে থাকতে।

- ৯৫.

আমার নীরবতা ছিল প্রতিবাদ,
তুমি ভেবেছিলে—
আমি মেনে নিয়েছি সবকিছু।

- ৯৬.

তোমার একটা “শুধু বলো”—
আমার ভেতরের সব অভিমান ভেঙে ফেলত,
কিন্তু তুমি বলোনি,
তুমি হারিয়েই গেলে।

“বারুদের গন্ধ ও বেঁচে থাকার মানে”

- ৯৭.

  রাষ্ট্র যখন গুলি চালায়,

  মায়ের বুক ফেটে যায়—

  সংবাদে থাকে "দুঃখপ্রকাশ",

  তবু গা গরম চায়ের কাপ পড়ে না।

- ৯৮.

  একদিকে প্রেমিকা কাঁদে,

  লাশ চিহ্নহীন—

  আর মন্ত্রী হাসে ক্যামেরার দিকে,

  চায়ের কাপের পাশে নথি নয়, অমানবিকতা।

- ৯৯.

  কফিন ঢেকে দেয় নাম,

  কিন্তু খুলে দেয় চোখ—

  রাষ্ট্র জানে কে মরেছে,

  তবু ভুলে থাকে কোথায় কেঁদেছে মা।

➢ ১০০.

বিচার যখন বিলাস,
আর মৃত্যুর মূল্য দুই লাইনের প্রেস রিলিজ,
তখন কবিতা হয়
একটি অসহ্য সত্যের খণ্ড চিৎকার।

➢ ১০১.

প্রেমিক ফিরে আসবে না—
এটা সে জানে,
তবু প্রতিরাতে জানালার পাশে বসে,
আর রাষ্ট্র ব্যস্ত বাজেট উপস্থাপনায়।

➢ ১০২.

বিরহ এখন শুধুই ব্যক্তিগত নয়,
এটা এখন রাষ্ট্রীয় উপেক্ষার দলিল।

➢ ১০৩.

যার গায়ে গুলি লাগেনি,
সে বলে—"শান্ত থাকো",
আর যাদের বুক ফুটো—
তারা বলে, "আমরা শান্ত ছিলামই তো!"

➢ ১০৪.

একটা ফুল রেখে এসেছিল কেউ,
লাশের পাশে—
সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ।

➢ ১০৫.

চায়ের টেবিল বসে না শ্মশানে,
তবু যারা পুড়ে যায়,
তাদের গল্প মন্ত্রীরা জানে না—
জানে কেবল পিআর টিম।

➢ ১০৬.

মা বলে—
"ছেলেটা রাজনীতি করতো না,
সে কবিতা লিখতো"—
রাষ্ট্র বলে:
"কবিতাই তো বিপদ।"

- ১০৭.

মায়ের কান্না থামে না,
রাষ্ট্র জানে—
তবু বলে:
“পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে।”

- ১০৮.

প্রেমিকের খোঁজে প্রেমিকা থানায় যায়,
আর থানায় বসে
উপহাস করে হাস্যোজ্জ্বল রাষ্ট্র।

- ১০৯.

যার ভাই হারায়,
সে বুঝে রাষ্ট্র কী করে না...
আর যার ভাই মন্ত্রী,
সে বুঝে কী করলে মন্ত্রী হওয়া যায়।

- ১১০.

একটা মিছিল হারিয়ে গেলো,
রাস্তা পরিষ্কার,
তবু বাতাস আজও বলে—
“ওরা ফেরেনি... ওরা আজও ফেরেনি... ”

- ১১১.

আমার প্রেমিকার চোখে
পানি ছিল না,
কারণ চোখের জলের বদলে
সে আজ কেবল হারিয়ে যাওয়া নাম্বার ধরে কাঁদে।

- ১১২.

রক্ত শুকিয়ে যায়,
সংবাদের স্ক্রলে চলে যায়,
আর রাষ্ট্র ব্যস্ত
পাকিস্তান-ভারত তুলনায়।

- ১১৩.

রাষ্ট্র কফির কাপ হাতে,
জিজ্ঞেস করে—
"তারা তো জঙ্গি ছিল, তাই না?"
আর মায়ের হাত খালি,
শুধু কান্না পূর্ণাঙ্গ।

- ১১৪.

যাকে গুলি করেছিল,
সে কবি ছিল—

তুমি জানো না তার নাম,
কিন্তু তার লাশ জানে
তোমার নির্লিপ্ততা।

➢ ১১৫.

তারা বাঁচতে চেয়েছিল,
রাষ্ট্র বাঁচাতে চায়নি—
এটাই ইতিহাস,
যা পাঠ্যপুস্তকে থাকবে না।

➢ ১১৬.

তুমি যখন বলো:
"দেশ এগিয়ে যাচ্ছে,"
তখন মনে রাখো—
পেছনে ফেলে যাওয়া কাঁদে এক মা,
আর এক প্রেমিকা হাত ধরে খুঁজে বেড়ায় অনুপস্থিত মানুষটাকে।

➢ ১১৭.

মা জানে না রাষ্ট্র কী—
সে শুধু জানে,
ছেলেটা ফিরছে না আর।

- ১১৮.

প্রেমিকা চুপ করে বসে থাকে—
সেদিন থেকে,
যেদিন রাষ্ট্র তার প্রিয় মানুষটাকে
"চাকরি ছাড়ো না হলে গুম" বলেছিল।

- ১১৯.

পাখি উড়ে যায়,
শরীর পড়ে থাকে,
রাষ্ট্র দেখে—
শুধু বলে: "অজানা কারণে নিহত।"

- ১২০.

একটি চিঠি রক্তমাখা,
ঠিকানা নেই—
তবু লেখা: "মা, আমায় মাফ করো।"

- ১২১.

রাস্তার মাঝে লাশ পড়ে ছিল,
এবং পাশ দিয়ে হেঁটে গেছে মানুষ,
রাষ্ট্র,

আর একটি বাচ্চা—
যার চোখে তখনই জন্ম নিল নৈরাশ্য।

➢ ১২২.
প্রেমিকার চুলে আজকাল ঝাঁপটা নেই,
সে চুপ করে গেছে—
সে এখন শুধু জানে,
কোথাও একজন শুয়ে আছে, নাম ছাড়া।

➢ ১২৩.
রাষ্ট্র যখন হত্যা করে,
সংসদে বাজে করতালি,
আর সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট হয়—
"শান্তির জন্য পদক্ষেপ!"

- ১২৪.

একটা কবিতা লেখা হয়েছিল,
রাষ্ট্র ভয় পেয়ে
কবিকেই চুপ করিয়ে দিল।

- ১২৫.

যাকে ওরা গুম করেছিল,
সে "প্রেমিক" ছিল কেবল,
আর রাষ্ট্র চেয়েছিল—
ভালোবাসাও হোক নিয়ন্ত্রিত।

- ১২৬.

একজন মা চিৎকার করে বলেছিল,
"আমার ছেলের দোষ কী?"
রাষ্ট্র হেসে বলেছিল—
"খুব বেশি প্রশ্ন করে ফেলেছিল!"

- ১২৭.

চায়ের কাপ গরম থাকে,
আলাপ জমে ওঠে:
“গোলাগুলি হয়েছে”,
কিন্তু কেউ ভাবে না—
কয়টা ঘরে আজ আগুন?

- ১২৮.

যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রটি আর ফিরল না,
তার রুমমেট এখনও
তার বিছানা ধুয়ে রাখে—
বিশ্বাসে, প্রতিবাদে, প্রেমে।

- ১২৯.

রাস্তায় পড়ে থাকা খালি জুতোটা জানে,
একটা গল্প শেষ হয়ে গেছে—
কিন্তু কেউ শুনবে না।

- ১৩০.

  মায়ের হাতে ফোনটা বেজে ওঠে,
  “Unknown Number”—
  সে ভাবে ছেলে ফোন দিচ্ছে,
  আসলে রাষ্ট্র দিচ্ছে ভয়।

- ১৩১.

  পোস্টমর্টেম রিপোর্টে লেখা:
  “হৃদযন্ত্র বন্ধ”
  কিন্তু কেউ লেখেনি—
  “রাষ্ট্র যন্ত্রণা দিয়েছিল।”

- ১৩২.

প্রেমিকার চিঠিগুলো এখন আদালতের ফাইল,
আর প্রেমিক এখন
একটি বিচারহীন মৃত্যুর নাম।

- ১৩৩.

ভোর রাতে ঘুম ভাঙে এক মায়ের,
কারণ সে স্বপ্নে দেখে—
তার ছেলে এসে বলছে:
"মা, আমাকে খুঁজো না আর।"

- ১৩৪.

একটা মিছিল হারিয়ে যায়—
আর রাষ্ট্র হাসে:
"সব ঠিকঠাক চলছে!"

➢ ১৩৫.

যে কবিতা কেউ পড়ে না,
সেটাই একদিন হয়ে ওঠে ইতিহাস।

➢ ১৩৬.

রাষ্ট্র বলে,
“ভালোবাসা হোক নিঃশব্দ”,
আর আমরা লিখে ফেলি—
একটা বিদ্রোহ-নামা।

➢ ১৩৭.

জুলাইয়ের রোদে,
তপ্ত নয় শুধু শহর—
তপ্ত ছিল বুকের ভেতর
বুলেটের দাহ।

➢ ১৩৮.

যেখানে রক্ত পড়েছিল,
ওখানে এখন
ফুলের গাছ নেই—
শুধু জ্বলন্ত পলিথিন উড়ে বেড়ায়।

- ১৩৯.

রাস্তায় লাশ ছিল,
রাষ্ট্র ব্যস্ত ছিল পতাকা টানাতে—
উৎসব আর অশনির ভেতর
বেছে নেয়া হয় কোনটা জাতীয়।

- ১৪০.

জুলাইয়ের দুপুরে
প্রেমিক বলে উঠেছিল—
"আমি প্রতিবাদ করবো",
সেদিনই তার নামে লেখা হয় মামলা।

- ১৪১.

মায়ের গলা রুদ্ধ,
সে বলে না কিছু—
তবু পাড়া জানে,
তার ছেলে আর ফিরবে না।

- ১৪২.

  জুলাইয়ের পিচঢালা রাস্তায়
  গরম রক্ত যখন শুকায়,
  রাষ্ট্র বলে—
  “পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক”।

- ১৪৩.

  জুলাই শুধু বর্ষা নয়,
  এটা একেকটা মৃত্যুর বার্ষিকী,
  যার কোনো শোকবার্তা নেই,
  শুধু ফেসবুক পোস্টে রক্তমাখা ছায়া।

- ১৪৪.

  ক্যাম্পাসে গাইতে গিয়ে ছেলেটা বলেছিল,
  "আমরা বেঁচে থাকবো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে"—
  সেই রাতেই সে আর উঠে দাঁড়ায়নি।

- ১৪৫.

  একটা মিছিল হারিয়ে গিয়েছিল জুলাইয়ে,
  আজও তার কেউ বেঁচে নেই—
  কেবল সেই স্লোগান এখনো বেঁচে আছে দেয়ালে।

➢ ১৪৬.

প্রেমিকা আর অপেক্ষা করে না,
সে জানে—
ভালোবাসা কখনও কখনও
রাষ্ট্রের গুলি খেয়ে মরে।

➢ ১৪৭.

যাদের রক্তে জুতা মেখেছিল,
আজ তাদের নামে
স্মৃতিফলক গড়া হয়নি—
কারণ, তারা 'অসুবিধাজনক' ইতিহাস।

➢ ১৪৮.

জুলাইয়ের আকাশে
কবুতরের মতো উড়ে গিয়েছিল কত স্বপ্ন—
তাদের ফেলে যাওয়া ছায়া
আজও রক্ত রোদে পোড়ে।

➢ ১৪৯.

রাষ্ট্রের ভাষ্য: "হতাহত ৩",
বাস্তবের ভাষা:
হারানো ছেলেমেয়ে,
কান্নায় নষ্ট সংসার।

➢ ১৫০.

রক্তে লেখা ছিল
"আমরা চুপ থাকবো না",
আর রাষ্ট্র সেই লেখাটাই মুছে ফেলেছিল
পুলিশি রিমান্ডে।

➢ ১৫১.

তুমি ছিলে না,
তবু আমি দু'কাপে চা বানাতাম—
একটা শুকিয়ে যেত প্রতিদিন।

➢ ১৫২.

তোমার প্রোফাইল পিকচার বদলানোর দিন,
আমার হৃদয়টা স্থির হয়ে গিয়েছিল—
চিরদিনের মতো।

➢ ১৫৩.

তুমি বলেছিলে "আমরা"—
আর এখন আমি একা—
তোমার 'আমরা' কোথায় হারাল?

➢ ১৫৪.

আমার মুঠোফোনে এখন আর
তোমার নোটিফিকেশন আসে না—
তবু আমি এখনও চেয়ে থাকি।

➢ ১৫৫.

যখন সবাই বলে, “ভুলে যাও”,
আমি ভাবি—
তুমি কি কখনো আমায় মনে রাখো?

➢ ১৫৬.

তোমার দেওয়া গানগুলো শুনলে এখনো
কান্না চলে আসে—
তবু প্লে করি বারবার,
কারণ এটুকুই তো সম্পর্ক বেঁচে আছে।

➢ ১৫৭.

তোমার নাম এখন আর উচ্চারণ করি না—
তবে মনটা প্রতিদিন
একটা নীরব নাম ধরে ডাকে।

➢ ১৫৮.

তুমি জানো না—
আমার সবচেয়ে প্রিয় দিনগুলো
আজ সবচেয়ে বেশি কষ্টের।

➢ ১৫৯.

যেদিন তুমি গেছো,
সেদিন আমি প্রথম বুঝেছি—
প্রেম মানেই পাওয়ার গল্প নয়।

➢ ১৬০.

তোমার জন্য আজও পোষ্ট খুঁজি,
কেউ অন্য কেউ যেন না ছুঁয়ে ফেলে
তোমার অতীতকে।

➢ ১৬১.

বিরহ মানে শুধু না-পাওয়া নয়,
এটা প্রতিদিন
তোমার অনুপস্থিতিতে বেঁচে থাকার চর্চা।

➢ ১৬২.

তোমার একটুখানি ভালোবাসা
আমার পুরো পৃথিবী ছিল,

আর তুমি?
চলে গেলে—পৃথিবীসহ।

➢ ১৬৩.

তুমি কাঁদতে মানা করেছিলে,
তাই আমি কাঁদি—
শুধু চোখে নয়, শব্দেও না,
হৃদয়ের গভীর স্তব্ধতায়।

➢ ১৬৫.

তোমার অভাবটা এমন—
যেন নিশ্বাস নিতে ভুলে গেছি,
তবু বেঁচে আছি,
এই অজানা মৃত্যুর ভেতর।

➢ ১৬৬.

তুমি না থেকেও আছো—
হৃদয়টা আজকাল
তোমার ছায়ার ভারে ভেঙে পড়ে।

- ১৬৭.

কোনোদিন বলোনি "ভালোবাসি",
তবু আজ কাঁদি—
কারণ, সেই না-বলা শব্দটাই
আমার বেঁচে থাকা ছিল।

- ১৬৮.

তোমার দেখা শেষ যেদিন পেয়েছিলাম,
সেদিন থেকে চোখ বন্ধ করলেই
আমি তোমাকে দেখি।

- ১৬৯.

বিরহ মানে শুধু হারানো নয়,
এটা প্রতিদিন নিজেকে বোঝানো—
“তুমি ঠিক করেই চলে গেছো।”

- ১৭০.

  তুমি বলেছিলে, "দূরে গেলে ভুলে যেও",
  আমি দূরে গেছি,
  ভুলতে পারিনি—
  শুধু ভেঙে পড়েছি।

- ১৭১.

  তোমার নামে নাম রেখেছিলাম
  ভবিষ্যতের,
  আজ সেই নামটাই
  বুকে পাথর হয়ে বেঁচে আছে।

- ১৭২.

  তুমি ফিরে আসো না জানি,
  তবু দরজাটা একটু খোলা রাখি—
  এই যদি কোনোদিন ভ্রান্তি হয়?

- ১৭৩.

আমার কফির কাপ
আজকাল একা ঠাণ্ডা হয়ে যায়,
তোমার হাতের উষ্ণতা ভুলে গেছে।

- ১৭৪.

যতবার হাসি,
মনে পড়ে—
তোমার জন্যই তো
হাসতে ভুলে গেছি।

- ১৭৫.

তুমি আমার কবিতা ছিলে,
এখন শুধুই খালি কাগজ,
যেখানে লিখতে পারি না আর কিছু।

- ১৭৬.

যে চুমুটা আমরা দেইনি,
সেটাই সবচেয়ে দীর্ঘ—
কারণ, এখনো ঠোঁট কাঁপে,
অপূরণের ব্যথায়।

➢ ১৭৭.

তোমার নামে ছেঁড়া চিঠিগুলো
জমানো আছে—
ভালোবাসা যেমন ছিল,
অব্যক্তর মতো।

➢ ১৭৮.

তোমার অনুপস্থিতি
তোমার চেয়েও বেশি কথা বলে—
আর আমি শুনে যাই,
কিছু না বলেই।

➢ ১৭৯.

বন্ধুরা বলে, “সে তো কবে চলে গেছে”,
আমি বলি—
“সে তো আজও ফিরছে না।”

- ১৮০.

বিরহে প্রেম নেই,
থাকে শুধু
একজনের অপেক্ষা,
আরেকজনের নিরবতা।

- ১৮১.

তোমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ,
তোমার নামে প্রার্থনা—
এখন একমাত্র যোগাযোগের উপায়।

- ১৮২.

তুমি ছিলে 'সব কিছু',
এখন ‘কিছুই না’—
এই রূপান্তরটাই
সবচেয়ে ভয়াবহ।

- ১৮৩.

তুমি আর আমার নও,
তবু আমিই আজও
তোমার নাম জপ করি—
ভালোবাসা নয়, অভ্যাসে।

- ১৮৪.

শেষত কষ্টটা এই,
তুমি আমাকে ভুলে গেছো,
আর আমি ভুলতে গিয়ে
আরও গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেছি।

- ১৮৫.

তোমার জন্মদিনে আজও
গোপনে কেক কাটি—
নিশব্দে "ভালোবাসি" বলি,
তুমি শুনতে পাও না।

- ১৮৬.

তুমি অন্যের হয়েছো,
তবু আমি আজও
তোমার পুরনো মেসেজ পড়ি,
মনে করি, “এই বুঝি ফিরে আসলে!”

- ১৮৭.

তোমার প্রোফাইল পিকচারে
যে ছেলেটা এখন হাসে,
আমি একসময়
ওখানেই ছিলাম।

- ১৮৮.

তোমাকে চাওয়া কোনো পাপ নয়—
কিন্তু তোমাকে ভুলে যাওয়া,
আমার পক্ষে অসম্ভব।

- ১৮৯.

ভালোবাসা না-বলা থাকলেও,
তোমার চলে যাওয়ার শব্দটা—
বুকের ভেতর রক্তাক্ত গান হয়ে বাজে।

- ১৯০.

তোমার পাঠানো ছবিগুলো মুছে ফেলিনি—
কারণ, স্মৃতি তো ডিলিট হয় না,
শুধু মানুষ হয়।

- ১৯১.

বিরহ মানে শুধু কাঁদা নয়—
এটা প্রতিদিন একটু করে
ভিতর থেকে গলে যাওয়ার আর্ট।

➢ ১৯২.

তুমি চলে যাওয়ার পর
আমার নামটা তোমার ঠোঁটে নেই,
তবু আমার প্রতিটা নিঃশ্বাসে
তুমি আছো।

,

➢ ১৯৩.

চাঁদ এখনো ওঠে,
কিন্তু জোছনা আর আগের মতো লাগে না—
তুমি না থাকলে,
আলোতেও কষ্ট হয়।

➢ ১৯৪.

যে দিনটায় তুমি বলেছিলে “থাকবো না”—
সেদিন থেকেই
আমার ঘড়ি আর ঠিক সময় দেখায় না।

- ১৯৫.

তোমার দেওয়া গিফটগুলো এখনো টেবিলে—
তোমার মতোই নীরব,
আর আমার মতোই অপূরণীয়।

- ১৯৬.

তুমি ছিলে আমার 'সবুজ' দিন,
আজ শুধু পাথরে দাঁড়িয়ে
সেই পাতাদের কান্না শুনি।

- ১৯৭.

তোমার পাঠানো শেষ "Take care"
মেসেজটা আজও ইনবক্সে—
যেন শেষ দয়া,
শেষ ভালোবাসা।

- ১৯৮.

তোমার ফোন নাম্বার এখনো মুখস্থ,
তবু ডায়াল করি না—
কারণ জানি, রিং বাজলেও
তুমি ধরবে না।

➢ ১৯৯.

প্রতিদিন যাকে স্বপ্নে পাই,
বাস্তবে সে নেই—
এটাই সবচেয়ে মর্মান্তিক প্রেম।

➢ ২০০.

তোমার চোখে এখন অন্য কেউ,
আমার চোখে এখনো শুধু তুমি—
এই দৃষ্টিভেদেই
সম্পর্ক শেষ।

➢ ২০১.

তোমার নাম এখন আর উচ্চারণ করি না,
তবু মন খারাপের রাতে
তোমারই দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিঃশ্বাস ফেলি।

➢ ২০২.

তোমার না থাকাটাই
তোমার সবচেয়ে বড় উপস্থিতি—
যেটা সবকিছুকে গ্রাস করে।

➢ ২০৩.

ভালোবাসি বলিনি,
কারণ ভাবতাম, বোঝো—
আজ বুঝি, না বলা কথাগুলো
সবচেয়ে বেশি পোড়ায়।

➢ ২০৪.

তুমি অন্য কাউকে নিয়ে সুখী,
আর আমি?
তোমাকে নিয়েই দুঃখী—
সুন্দর বিভ্রান্তি, তাই না?

➢ ২০৫.

রাষ্ট্র চেয়েছিল—
আমি চুপ থাকি,
আমি কলমে আগুন জ্বালালাম।

➢ ২০৬.

আমি জন্মেছিলাম মানুষের মতো,
তারা বানাতে চেয়েছিল 'নাগরিক'—
আমি তাই বিদ্রোহী হলাম।

➢ ২০৭.

মা বলেছিল, “রাজনীতি করিস না”—
আমি বলেছিলাম,
“মা, রাষ্ট্র তো আমাকে জড়িয়ে রেখেছে জন্ম থেকে!”

➢ ২০৮.

একটা মিছিল হাঁটছিল—
স্লোগান ছাড়াই,
তবু রাষ্ট্র ভয় পেয়েছিল।

➢ ২০৯.

আমার চিৎকার রাস্তায় শোনা যায়নি,
কারণ রাষ্ট্র হেডফোন পরে ছিল—
তবু দেয়াল ভেঙেছিল শব্দে।

➢ ২১০.

আমি কবিতা লিখি না—
আমি রাষ্ট্রকে জিজ্ঞেস করি,
“তোমার অস্ত্রের ভয় আমার ছায়াকে ছুঁতে পারবে?”

➢ ২১১.

ওরা বলেছিল,
"চুপ করো, দেশদ্রোহী হবে!"
আমি বলেছিলাম,
"চুপ করলেই তো দেশ শেষ হয়।"

➢ ২১২.

কতদিন ভেবেছিলাম—
তুমি রাষ্ট্র নাকি রাক্ষস?
আজ বুঝেছি, তোমার ক্ষুধা ফুরোয় না।

➢ ২১৩.

তাদের পতাকা উড়ছিল,
আমার শিরা দিয়ে রক্ত ঝরছিল—
দুটোই লাল,
তবে একটার গল্প ইতিহাসে নেই।

➢ ২১৪.

আমাকে মেরে ফেলো,
তবু আমার প্রশ্নগুলো থাকবে—
তোমার নীরবতাই
আমার উত্তর।

➢ ২১৫.

আমি শুধু ভোট চাইনি,
আমি গলা চেয়েছিলাম—
যা চেঁচাতে পারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

➢ ২১৬.

বইয়ের পাতায় লেখা ছিল—
"রাষ্ট্র জনগণের সেবা করে"—
আমি সেই পাতাটা ছিঁড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম।

➢ ২১৭.

তারা যাকে 'শান্তি' বলে,
আমি তাকে বলি 'কবর'—
যেখানে মানুষ বাঁচে না,
শুধু নীরবতা থাকে।

➢ ২১৮.

আমি রাজপথে ছিলাম না,
তবু তারা আমাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল—
কারণ আমার চোখে আগুন ছিল।

- ২১৙.

স্মৃতিসৌধে ফুল দিতে গিয়ে
আমি কেঁদেছিলাম—
বীরদের রক্ত আজ
ধনীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা।

- ২২০.

পুলিশ বলেছিল, “ঘরে ফিরে যাও”,
আমি বললাম,
“ঘর তো আগেই পুড়েছে,
তুমি কি দেখোনি?”

- ২২১.

কতকাল আর ধৈর্য ধরি?
যখন রাষ্ট্র আমার গলা কেটে হাসে—
আমাকে বিদ্রোহ করতেই হয়।

- ২২২.

নেতা চা খাচ্ছে,
মা কান্না করছে,
প্রেমিকা অপেক্ষা করছে—
এই দেশে প্রতিদিনই একেকটা যুদ্ধ।

➢ ২২৩.

তারা বলে,
“পদ্মা সেতু আমাদের গর্ব”—
আমি বলি,
“লঞ্চডুবি আর শ্রমিকের মৃত্যু কি লজ্জা নয়?”

➢ ২২৪.

আমার দেশ এখন রূপকথা নয়—
এটা পত্রিকার প্রথম পাতায়
একটা অর্ধেক পুড়ে যাওয়া ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যায়।

➢ ২২৫.

যে শিশুটা স্কুলে যায়নি আজ,
তার মা পেঁয়াজের দাম জানে,
মন্ত্রী শুধু ব্রিফিং দেয়—
উত্তরে কোনো কান্না নেই।

➢ ২২৬.

শব্দ বেছে বলো না বন্ধু—
রাষ্ট্র সবকিছু শুনছে না,
তবে সে ভয় পায়,
যখন নিঃশব্দ প্রতিবাদ হয়।

➢ ২২৭.

ওরা বলল: “নতুন রাস্তা হবে”,
আমার বাড়ির জায়গা নেই এখন—
রাষ্ট্র এখন আমার গৃহহীনতা।

➢ ২২৮.

একটা পেট ভরে না রেশনকার্ডে,
তবু কবিতায় বলে: “উন্নয়ন”
আমি তাই কাগজে লিখি:
“ক্ষুধা রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ”।

➢ ২২৯.

আমি যে কৃষক—
আমার ফসল বাজারে আসে না,
আর মন্ত্রী চায়ের কাপে বলে:
"আমরা আত্মনির্ভর।"

➢ ২৩০.

সার্টিফিকেটে নাম আছে,
নিয়োগপত্রে নেই—
রাষ্ট্র বলে: “তোমার কপাল খারাপ।”
আমি বলি: “তোমার বিচার হবে।”

- ২৩১.

যুদ্ধ আমি করিনি,
তবু আমার ছেলের নাম
আজ খোঁজে রাষ্ট্র—
নেতার মিছিলে ফুল দিতে।

- ২৩২.

ঘুষখোরের হাত কেটে ফেলার স্বপ্ন দেখি,
এটাই কি সন্ত্রাস?
না কি এটাই সত্যিকার দেশপ্রেম?

- ২৩৩.

তুমি চেয়েছিলে আমি হাততালি দিই,
আমি পাথর ছুঁড়েছি—
কারণ আমার হাত দুটো ক্ষুধারত।

- ২৩৪.

রাষ্ট্র যখন চায়,
আমি শুধুই ভোটার হই—
আমি কলম তুলে বলি,
"আমি মানুষ, সংখ্যায় নয়।"

➢ ২৩৫.

একজন বিধবা মা
পেনশনের টাকা পায় না—
তবু 'স্বাধীনতা দিবসে'
ওকে ফুল দিতে বাধ্য করা হয়।

➢ ২৩৬.

তুমি বইয়ে আমার ইতিহাস লিখেছো,
কিন্তু আমার কান্না,
আমার রক্ত,
তোমার পাঠ্যক্রমে অনুপস্থিত।

➢ ২৩৭.

আমার কণ্ঠস্বর দমন করা যায়,
তবে কবিতা?
তা আগুনে জন্ম নেয়,
আর রাষ্ট্রের গায়ে পোড়ে।

➢ ২৩৮.

আশ্বাসের চাদর আজ ছেঁড়া—
শীত করে না তবে,
রক্ত ঝরে—
রাষ্ট্র তখন টিভি তে ক্রিকেট দেখছে।

- ২৩৯.

তারা বলে আমি উসকানিদাতা,
আমি বলি আমি জাগানিদাতা—
ভুলে যেও না,
ঘুমিয়ে থাকা জাতি সহজেই বিক্রি হয়।

- ২৪০.

আমার শহীদ বাবার ছবি দেয়ালে,
তবু আমি ভাঙা ঘরে বড় হই—
রাষ্ট্র শুধু ছবির ফ্রেম বদলায়,
বাস্তব নয়।

- ২৪১.

একজন গার্মেন্টস মেয়ে
দশ ঘণ্টা কাজ করে,
রাষ্ট্র তাকে বলে “উন্নয়নের মুখ”
আমি বলি, “শোষণের গলায় ফাঁস।”

➢ ২৪২.

তোমার উন্নয়ন আমার ছেলেটাকে
অভাব শেখায়,
তোমার প্রজেক্টে আমার ঘর
খুঁজে পাওয়া যায় না।

➢ ২৪৩.

সংবিধানে লেখা ছিল "অধিকার",
রাস্তায় পেটানো হলো আমাকে—
রাষ্ট্র ব্যস্ত ছিল
নতুন মেগা প্রজেক্টের ব্যানার নিয়ে।

➢ ২৪৪.

আমার চুপ থাকা মানে
আমি রাজি নই—
এই চুপচাপ মুখে
সবচেয়ে জোরালো বিদ্রোহ জন্ম নেয়।

➢ ২৪৫.

একজন ছাত্র নিখোঁজ —
ফাইলের নিচে চাপা,
রাষ্ট্র ব্যস্ত ব্যালেন্স শিটে
"স্থিতিশীলতা" লিখতে।

➢ ২৪৬.

বারুদের গন্ধে মিশে গেছে
আমার শৈশব,
তবু আমি দাঁড়িয়ে বলি,
“আমার নাম শিকড়!”

➢ ২৪৭.

তুমি যখন জিজ্ঞেস করো,
“কেমন আছো?”
আমি রাষ্ট্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বলি—
“জীবিত থাকার নাটক চলছে।”

- ২৪৮.

বেঁচে থাকাটাও
আজকাল একটা বিদ্রোহ,
যেখানে প্রতিদিন হারিয়ে যায়
স্বপ্ন, সম্মান, মানুষ।

- ২৪৯.

মিছিলে হাঁটিনি কখনও,
তবু আমার ছায়া পড়ে গিয়েছিল—
একজন প্রতিবাদীর শরীরে।

- ২৫০.

মা চুপ করে থাকে—
ছেলেটা ফেরেনি সাতদিন ধরে,
আর রাষ্ট্র বলেছে:
"পুলিশ খুঁজে দেখছে।"

- ২৫১.

নেতা বলে, "সব ঠিক আছে"—
আমি তার চোখে দেখি
রক্তে লেখা প্রতিশ্রুতি।

- ২৫২.

রাস্তায় পিষ্ট হওয়া মানুষের উপর
ক্যামেরা জুম করে না—
তবু আমি দেখি,
একটা দেশ কাঁদে।

- ২৫৩.

সংবাদে বলা হয়: "ছোট্ট অপ্রীতিকর ঘটনা",
আমার মা বলেন:
“ছেলেটা আর ফিরবে না... ”

- ২৫৪.

তারা গণতন্ত্র বলে,
আর আমরা গণনায় হারাই মুখ—
কে যেন বলে উঠল,
"ভোট দিয়ে কি পেট ভরে?"

- ২৫৫.

রাতটা আগুনে ভরা ছিল,
ভোরে রাষ্ট্র এসে বলল—
"সব শান্তিপূর্ণ, শুধুই গুজব!"

- ২৫৬.

চোখের পাতা ভারী,
তবু ঘুম আসে না—
রাষ্ট্র ঠিক তখনই
নতুন আইন চালু করে।

- ২৫৭.

তাদের হোটেলে রাজকীয় খাবার,
আমার থালায় নুন-ভাত,
তবু মুখে হাসি রেখে বলি—
"দেশ এগিয়ে যাচ্ছে!"

- ২৫৮.

তোমার বেঁচে থাকাটা
যদি মেনে নেওয়া হয়,
তবে আমার লড়াইটাই
আসল মানুষ হওয়ার প্রমাণ।

- ২৫৯.

কবিতায় বারুদের গন্ধ নেই,
তবু যারা পড়ে,
তারা জানে—
এই শব্দগুলো চুপ করে মরবে না।

- ২৬০.

গুম, খুন, গুজব—
সবই রাষ্ট্রের অ্যালগরিদমে ঢুকে গেছে,
আমার কণ্ঠস্বর এখন
"আপত্তিকর কনটেন্ট"।

- ২৬১.

আমাকে রাষ্ট্র "প্রতারক" বলেছে,
কারণ আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—
“খাদ্য, বাসস্থান আর মর্যাদা কোথায়?”

- ২৬২.

আমার ছেলেটা প্রশ্ন করেছিল:
“বাবা, স্বাধীনতা মানে কী?”
আমি চুপ করে তাকিয়ে ছিলাম—
একটা খালি প্লেটের দিকে।

- ২৬৩.

তারা বলে উন্নয়নের রোল মডেল,
আমি দেখি বৃদ্ধ বাবার চোখ—
যেখানে ওষুধ কেনার টাকাটাই নেই।

- ২৬৪.

বেঁচে থাকার মানে এখন
প্রতিদিন একটু মরে যাওয়া,
আর বিকেলে টিভিতে শুনা—
"দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে।"

- ২৬৫.

  মা: আমার ছেলে তো বই নিয়ে বের হয়েছিল!

  রাষ্ট্র: বইয়ের ভেতর যদি বিপ্লব থাকে, তাকে বই বলা চলে না।

- ২৬৬.

  মা: খুঁজে পাই না ছেলেটাকে— সাত দিন হলো।

  রাষ্ট্র: শান্তি বজায় রাখুন, তদন্ত চলছে।

- ২৬৭.

  মা: রাতে ঘুম আসে না...

  রাষ্ট্র: আপনার এলাকায় এখন উন্নয়ন কাজ চলছে— দয়া করে বিরক্ত করবেন না।

- ২৬৮.

  মা: আমি কবরেও শান্তি পাবো না যদি না ছেলের কবর দেখি।

  রাষ্ট্র: দাফনের কোনো রেকর্ড নেই, ম্যাডাম।

- ২৬৯.

  মা: আমার বুক ফেটে যায়...

  রাষ্ট্র: আপনার আবেগে রাষ্ট্রের ব্যালেন্স শীট বদলায় না।

- ২৭০.

  মা: ও শুধু “ভোট চুরি” বলেছিল...

  রাষ্ট্র: তাই আমরা তাকে “শান্তির জন্য নিঃশব্দ” করে দিয়েছি।

- ২৭১.

  মা: সে কি আর ফিরবে না?

  রাষ্ট্র: ফিরে আসার ইতিহাস যাদের নেই, তারা খোঁজার দাবিদারও নয়।

- ২৭২.

  মা: আমার সন্তান!

  রাষ্ট্র: আমাদের ব্যস্ততা আছে, এই কান্না স্থগিত করুন।

➢ ২৭৩.

মা: আমি তো দেশকে ভালোবাসতাম!

রাষ্ট্র: দেশের ভালোবাসা শর্তসাপেক্ষ।

➢ ২৭৪.

মা: ছেলের কন্ঠস্বর এখনো আমার ঘুমে বাজে...

রাষ্ট্র: কিছু ঘুম চিরস্থায়ী হয়।

➢ ২৭৫.

মা: আমার বুক ফুঁড়ে রক্ত ঝরে।

রাষ্ট্র: এটা আমরা “অভ্যন্তরীণ বিষয়” বলে দায় ঝেড়ে ফেলি।

➢ ২৭৬.

মা: আমি কাঁদি না, চিৎকার করি না—

রাষ্ট্র: ঠিক আছে, তাই তো আপনাকে এখনও "উসকানিদাতা" বলিনি।

- ২৭৭.

  মা: একটা প্রশ্ন— কে খুন করলো আমার সন্তানকে?

  রাষ্ট্র: ফাইল বন্ধ। কারণ "প্রমাণ না পাওয়া গেছে।"

- ২৭৮.

  মা: ছেলের জামাটা ফিরিয়ে দিন, আমি কফিন বানাবো।

  রাষ্ট্র: জামা রাষ্ট্রীয় হেফাজতে, কফিন নিজের দায়।

- ২৭৯.

  মা: আমি তো কারও ক্ষতি করিনি!

  রাষ্ট্র: কিন্তু আপনি একজন 'মায়ের পরিচয়' নিয়ে বেশি প্রশ্ন করছেন।

- ২৮০.

  মা: সে ছবি আঁকতো, কবিতা লিখতো...

  রাষ্ট্র: ঠিক তাই তো! রাষ্ট্রকে ভয় দেখানোর জন্য যথেষ্ট।

➢ ২৮১.

মা: আচ্ছা, রাষ্ট্র, আপনি মানুষ না দানব?

রাষ্ট্র: আমিই আইন, আমিই শাসন— মানুষ হবার দায় আমার নয়।

➢ ২৮২.

মা: আমি কেবল সন্তানের লাশ চাই...

রাষ্ট্র: আমরা দেশ চালাই, কবর নয়।

➢ ২৮৩.

মা: আমার বুকের দুধ, আমার রক্ত— সব দিয়ে বড় করেছিলাম।

রাষ্ট্র: আপনি ভুলে গেছেন, এখন রাষ্ট্রই অভিভাবক।

➢ ২৮৪.

মা: আমি বেঁচে আছি শুধু প্রতিশোধের জন্য!

রাষ্ট্র: আমরা আপনাকে "জঙ্গি" ঘোষণা করতে পারি, সাবধান থাকুন।

- ২৮৫.

  মা: আমার ছেলে ভোট চেয়েছিল।

  রাষ্ট্র: তাই ওর মুখ সেলাই করে দেওয়া হয়েছে।

- ২৮৬.

  মা: সে তো কেবল সত্য বলেছিল।

  রাষ্ট্র: সত্য বললে রাষ্ট্র কেঁপে ওঠে—

  ও ছিল অপরাধী।

- ২৮৭.

  মা: তোমরা ওকে তুলে নিয়ে গেলে!

  রাষ্ট্র: আমরা কাউকে "উঠিয়ে" নিই না—

  তারা শুধু নিখোঁজ হয়ে যায়।

- ২৮৮.

  মা: আদালতেও তো বিচার পেলাম না!

  রাষ্ট্র: আদালত আমাদের ইশারায় উঠে বসে।

- ২৮৯.

  মা: আমি ঈশ্বরকে ডাকছি...

  রাষ্ট্র: ঈশ্বর এখনো আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসেননি।

- ২৯০.

  মা: তোমার উন্নয়নের নিচে

  আমার সন্তানের কবর।

  রাষ্ট্র: উন্নয়নের খরচ বলেই ধরুন!

- ২৯১.

  মা: ওর দোষ কী ছিল?

  রাষ্ট্র: ও প্রশ্ন করেছিল—

  প্রশ্ন এখন রাষ্ট্রদ্রোহ।

- ২৯২.

  মা: আমি কান্না থামাতে পারছি না।

  রাষ্ট্র: এই শব্দগুলো যদি রাস্তায় আসে,

  আমরা “শৃঙ্খলা রক্ষায়” নামব।

- ২৯৩.

  মা: আমি রাষ্ট্র চাইনি,

  আমি ছেলেকে চেয়েছিলাম!

  রাষ্ট্র: কিন্তু আমরা চাই— সবাই কেবল রাষ্ট্রকে মানুক।

- ২৯৪.

  মা: ছেলেটা আর ফিরবে না?

  রাষ্ট্র: না, তবে নতুন শহীদ দিবসে ফুল দিতে পারবেন।

- ২৯৫.

  মা: ওর কণ্ঠ আমার মনে বাজে এখনো।

  রাষ্ট্র: আপনি ভুলে যান,

  তাহলেই রাষ্ট্র শান্ত থাকবে।

- ২৯৬.

  মা: আমি আর কান্না থামাতে পারছি না।

  রাষ্ট্র: আমরা মাইক বাজিয়ে দেবো—

  তাহলে কান্না চাপা পড়ে যাবে।

- ২৯৭.

মা: রাষ্ট্র, তুমি কি কখনো ভালোবাসতে জানো?

রাষ্ট্র: ভালোবাসা শুধু স্লোগানে থাকে— বাস্তবে নয়।

- ২৯৮.

মা: আমি শোক পালন করবো।

রাষ্ট্র: প্লিজ, মিডিয়াতে এসো না—

আমরা ভাবমূর্তি রক্ষা করতে চাই।

- ২৯৯.

মা: আমার বুক জ্বলছে!

রাষ্ট্র: দেশের তাপমাত্রা সহনীয় মাত্রায় আছে।

- ৩০০.

মা: ওর কবিতা আমি এখনো পড়ি।

রাষ্ট্র: কবিতা কখনো কখনো অপরাধ হয়।

- ৩০১.

  মা: আমি আমার ছেলেকে কোথায় খুঁজবো?

  রাষ্ট্র: রাষ্ট্রীয় নথিতে “অজানা”—

  তাকে আর কোথাও খুঁজবেন না।

- ৩০২.

  মা: তুমি তো খুনি!

  রাষ্ট্র: আমি সংবিধান, আমি আইন।

- ৩০৩.

  মা: আমি এখন বিদ্রোহ করবো।

  রাষ্ট্র: সাবধান হোন, আপনিও “উধাও” হয়ে যেতে পারেন।

- ৩০৪.

  মা: আমার চোখে আগুন, রাষ্ট্র!

  রাষ্ট্র: ঠিক আছে, এবার আপনার বাড়ি নজরদারিতে যাবে।

"স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে শেষ চিঠি"

এটা শুধু চিঠি নয়,
এটা সেই প্রিয় মুখগুলোকে লেখা,
যাদের নাম নেই রাষ্ট্রীয় ফলকে
কিন্তু খোদা জানেন—
তারা ছিল আগুনের বীজ।

- ৩০৫.

  "তোমার কবরে নাম নেই, ভাই,
  তবু তোমার রক্তে আমি বাঁচি—
  এই শহরে তুমি হারিয়ে গেছো,
  আমার শব্দে তুমি আজও জ্বলে।"

- ৩০৬.

  "জানি, তুমি ফিরবে না আর—
  তবু প্রতিদিন আমি রুটির পাশে
  তোমার নাম রেখে দিই,
  যেন নীরবতাও জানে, তুমি ছিলে।"

➢ ৩০৭.

"স্মৃতিস্তম্ভে ফুল রাখি না–
ফুল তো শুকিয়ে যায়,
আমি রেখে যাই একফোঁটা কান্না,
যা কেবল মৃতেরা বোঝে।"

➢ ৩০৮.

"তোমার পোস্টার কেউ ছিঁড়ে ফেলেছে,
আমি তবু মনেই রেখেছি–
আমার প্রতিটা শ্লেষে,
তুমি আছো।"

➢ ৩০৯.

"তুমি গুম হয়ে গেছো বলেই,
রাষ্ট্র এখনো নির্ভার–
কিন্তু আমরা যারা কবিতা লিখি,
তারা আজও তোমাকে খুঁজি ছত্রে ছত্রে।"

➢ ৩১০.

"তোমার মা চুপ করে থাকে আজকাল,
কিন্তু চোখদুটো এখনো যুদ্ধ করে—
আমি কেবল দেখেই শিখেছি,
আর্তনাদ কতটা রাজনৈতিক।"

➢ ৩১১.

"স্মৃতিস্তম্ভে গাইডরা বলে,
'এখানে শহীদদের নাম খোদাই করা'—
তোমার নাম নেই ভাই,
কারণ তুমি সত্য বলেছিলে।"

➢ ৩১২.

"তোমার মৃত্যুর সংবাদপত্র হারিয়ে গেছে,
কিন্তু আমার প্রতিটা ছেঁড়া দিন
তোমার মৃত্যুর প্রমাণ বহন করে।"

- ৩১৩.

"তোমার জন্য রাষ্ট্র বাজেট রাখেনি,
তোমার জন্য ইতিহাস পাতাও ফুরিয়েছে–
তবু তুমি আমার প্রতিরোধের প্রেরণা,
আমার কণ্ঠে ওঠা স্লোগান।"

- ৩১৪.

"তুমি শহীদ হওনি,
তুমি নীরব হত্যার শিকার,
যার জন্য আমাদের জাতীয় সংগীত
আজও পুরো গাওয়া হয় না।"

- ৩১৫.

"তোমার খালি বিছানা এখনো গুছানো–
তোমার চুপ থাকা শেখায়,
যুদ্ধ শুধু বন্দুক দিয়ে হয় না।"

➢ ৩১৬.

"তোমার ছেঁড়া চিঠি পড়ে,
আজও মেয়েটা জানালার পাশে বসে—
পথ চেয়ে নয়,
বিচার চেয়ে।"

➢ ৩১৭.

"স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে যখন দাঁড়াই,
তখন শুধু পাথর দেখি না—
আমি দেখি তোমার অনুপস্থিতি,
যা সবচেয়ে বেশি জ্বলে।"

➢ ৩১৮.

"তোমার শেষ এসএমএসটি বলেছিল,
'বের হচ্ছি, দেখা হবে'—
কিন্তু তারপর কেবল রাষ্ট্রের নীরবতা,
আর আমার অন্তহীন অপেক্ষা।"

- ৩১৯.

"তোমার নামে কেউ সড়ক করে না,
কিন্তু আমার বুকে প্রতিদিন
তোমার একটা রাস্তা তৈরি হয়,
যেখানে হাঁটি বিদ্রোহের পায়ে।"

- ৩২০.

"তোমাকে হারিয়ে নয়,
তোমার গল্প ভুলে গিয়ে রাষ্ট্র জেতে—
আর আমরা হেরে যাই
আমাদের চুপ থাকার কারণে।"

- ৩২১.

"তোমার ভাই এখন চাল ডিলার,
তোমার বাবা এখন রাজনৈতিক উপদেষ্টা,
তুমি? কেবল মৃত্যু।
তবু তোমার বিশ্বাস আমার অস্ত্র।"

- ৩২২.

"তোমার ছবি কেউ দেয়ালে রাখেনি,
তোমার নাম কেউ গান করে না–
তবু আমি জানি,
এই রাষ্ট্রটাকে কাঁপানোর শুরু তুমি করেছিলে।"

- ৩২৩.

"তোমার মৃত্যুর কোনো দায় নেই কারো,
তোমার জীবনেরও নয়–
তুমি কেবল ইতিহাসের পাদটীকা,
যা আমি শিরোনামে আনবো।"

- ৩২৪.

একটা গন্ধ আজও পোড়ে—
না, আগুন নিভেছে,
তবু স্মৃতি থেকে
ধোঁয়া আর যায় না।

➢ ৩২৫.

আমার শৈশব?
একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত খাতা,
যেখানে কলমের আগে
বারুদের ছাপ।

➢ ৩২৬.

সেই রাতটা এখনো পুড়ে,
প্রতিটি ঘুমে আগুন নামে—
আমরা যারা বেঁচে আছি,
তারা আসলে পোড়া মানুষ।

➢ ৩২৭.

মিছিলটা গিয়েছিল হারিয়ে—
পেছনে পড়ে ছিল জুতো,
আর রাষ্ট্র বলেছিল:
"সব শান্তিপূর্ণ।"

- ৩২৮.

আমার চোখে অগ্নিকণার মতো
ভেসে ওঠে
সেই প্রথম লাশ,
যাকে বলেছিল 'দুর্ঘটনা'।

- ৩২৯.

আমার শহরটা আগুন চেনে—
তবু মুখে বলে,
"উন্নয়নের দীপ্তি।"

- ৩৩০.

আমার খাতা এখনো গন্ধ দেয়,
যেখানে কবিতা নেই,
আছে ছেঁড়া পোস্টার,
আর বুলেটের ছিদ্র।

- ৩৩১.

যারা বলেছিল:
"ভয় পেও না, আমরা পাশে আছি"
আজ তারাই খাচ্ছে পোলাও,
পুড়ে যাওয়া দেয়ালের পাশে।

- ৩৩২.

কতগুলো আগুন নিভে যায়,
কিন্তু একেকটা স্মৃতি
আজীবন জ্বলতেই থাকে—
আমার চোখের ভেতর।

- ৩৩৩.

আমার প্রিয়তমা বলেছিল,
"তুমি লিখো না এমন কথা— বিপদ হবে!"
আমি বলেছিলাম,
"আমি তো লিখি আগুনে পোড়া অক্ষর।"

➢ ৩৩৪.

শহীদ মিনার দাঁড়িয়ে আছে,
পেছনে পুলিশের ছায়া,
আর আমার মনে পড়ে
কে যেন বলেছিল, "বিপ্লব কবিতায় হয় না।"

➢ ৩৩৫.

আমার এক বন্ধু গায়েব হয়ে গেছে,
রাষ্ট্র তার খবর রাখে না,
আমরা শুধু জানি,
সে বারুদের গন্ধে কথা বলত।

➢ ৩৩৬.

যে আগুন লাগেনি ঘরে,
লেগেছিল মনখানায়—
আর আমি সেদিনই
বিপ্লবী হয়ে উঠেছিলাম।

- ৩৩৭.

নিরবতা এখনো ধোঁয়া দেয়,
প্রতিদিন একটা করে পুড়ে যায় বিশ্বাস,
আর আমরা দাঁড়িয়ে থাকি
জ্বলন্ত প্রশ্নের পাশে।

- ৩৩৮.

তারা যখন ইতিহাস লিখে,
আমরা তখন আগুনে পোড়া ডায়েরি উল্টাই—
তফাতটা ঠিক সেখানেই।

- ৩৩৯.

আমার স্বপ্ন পোড়েছে—
কিন্তু আমি এখনো দাঁড়িয়ে আছি,
কারণ ছাই থেকেই জ্বলে
নতুন আগুন।

- ৩৪০.

ওরা বলেছিল,
"সব ভুলে যাও"—
আমি বলেছি,
"যা পুড়ে গেছে, তা আর আগের মতো হয় না।"

- ৩৪১.

একটা পুড়ে যাওয়া ঘড়ি
আমার স্মৃতি হয়ে গেছে—
তোমরা হয়তো উন্নয়নের কথা বলো,
আমি কেবল সময় হারানোর ক্ষত গুনি।

- ৩৪২.

আমার আঙুলে দাগ আছে এখনো—
না, কোনো কাজের নয়,
সেই সন্ধ্যায় পোস্টার লাগাতে গিয়ে
জ্বলেছিল আগুন।

অগ্নিস্মৃতি (পর্ব ২)

➢ ৩৪৩.

যে ছেলেটা কবিতা লিখতো,
তাকে খুঁজে পায়নি কেউ—
শুধু কাগজে আগুনের দাগ
রয়ে গেছে এখনো।

➢ ৩৪৪.

যুদ্ধ হয়ত থেমেছে,
কিন্তু ঘুমে এখনো
বারুদের গন্ধ পাই।

➢ ৩৪৫.

যেখানে আগুন লেগেছিল,
সেখানে এখন ফুল ফোটে—
কিন্তু মাটির নিচে রয়ে গেছে
জ্বলন্ত প্রশ্ন।

- ৩৪৬.

পুড়ে যাওয়া চোখে
আলো নয়,
আমি প্রতিদিন খুঁজি
নির্লজ্জ রাষ্ট্রের মুখ।

- ৩৪৭.

তাদের কাছে এটা গুজব,
আমার কাছে
সেই রাতে পোড়া কাপড়ের গন্ধ।

- ৩৪৮.

আগুন নিভে গেছে?
না, আমি এখনো বাঁচি,
মানে স্মৃতিগুলো এখনো জ্বলছে।

- ৩৪৯.

পোড়া দেয়ালগুলো কথা বলে—
তুমি শুনতে পাও না,
কারণ রাষ্ট্র গানের আওয়াজ বাড়িয়ে দেয়।

➢ ৩৫০.

তাদের বলে ছাই,
আমরা বলি "আশ্রয়"—
এই পুড়ে যাওয়া সময়ই
আমাদের ভবিষ্যৎ গড়েছে।

➢ ৩৫১.

রাতে একটা ঘ্রাণ ভেসে আসে—
না, আতর নয়,
ওটা স্বাধীনতার পোড়া প্রতিশ্রুতি।

➢ ৩৫২.

তাদের ইতিহাসে আমরা নেই,
আমাদের অগ্নিস্মৃতিতে
তারা অমর।

➢ ৩৫৩.

পুড়ে যাওয়া ছেলেটা
একদিন বলে উঠবে—
"আমি নিভিনি,
তোমরাই চোখ বন্ধ করেছিলে।"

- ৩৫৪.

একটা চিরকুট ছিল—
তাতে লেখা ছিল শুধু,
"জ্বলেও যদি আলো না আসে?"

- ৩৫৫.

পোড়া শহরে দাঁড়িয়ে,
আমরা সবাই শিখে নিয়েছি—
আগুন শুধু পুড়ায় না,
জাগিয়েও তোলে।

- ৩৫৬.

ওরা বলেছে,
"সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে"—
আমি বলেছি,
"যা পুড়ে গেছে, তা আর ঠিক হয় না।"

➢ ৩৫৭.

আমার ছেলেবেলা?
ছাইভরা বাল্যকাল—
যেখানে গল্পের আগে
গন্ধ ছিল বারুদের।

➢ ৩৫৮.

শহীদদের তালিকায় নেই আমার নাম,
তবু আগুনে জ্বলেছি,
তোমার মতোই, ভাই।

➢ ৩৫৯.

পোড়া পাতা দিয়ে বানিয়েছি কাব্য,
আর সেই কবিতা
আজ রাষ্ট্রের চোখ রাঙায়।

➢ ৩৬০.

তোমরা যারা নীরব ছিলে,
তোমরাই পুড়িয়ে দিয়েছিলে আমাদের—
তোমাদের নীরবতা
সবচেয়ে বেশি দগ্ধ করে।

- ৩৬১.

আমি এখন ছাই—
তবু তাতে হাত দিলে,
তোমার আঙুল পোড়ে।

- ৩৬২.

আগুন যে শুধু শরীরে নয়,
মনে লেগেছিল—
এ কারণে আমি এখন
শব্দ দিয়ে জ্বলাই।

অগ্নিস্মৃতি (পর্ব ৩)

- ৩৬৩.

যা পুড়ে গেছে, তা হারায়নি—
সেটা রূপ নিয়েছে প্রশ্নে,
আর প্রশ্ন রূপ নেয়
বিদ্রোহে।

- ৩৬৪.

ছেলেটা আর ফেরেনি,
তবু মা আজও বলে—
"আমার বুকটা পুড়ে যায়,
যখন রেডিওতে শুনি, সব ঠিক।"

- ৩৬৫.

কবিতার বইটা সেদিন আগুনে পোড়েনি—
তবু প্রতিটা শব্দে এখনো
বারুদের গন্ধ পাই।

- ৩৬৬.

রাতের শেষে যারা হারিয়ে যায়,
তাদের গল্পগুলো লিখে রাখা হয়
ছাইয়ের ভেতর।

- ৩৬৭.

ধোঁয়ার মধ্যেও
আমি চিনে নিয়েছি আগুন—
কারণ একবার পোড়া মন
জীবনভর জ্বলে।

- ৩৬৮.

চোখের নিচে কালি নয়—
সেটা রাতজাগা আগুনের ছাপ,
যেখানে ঘুম আসে না,
আসে শুধু স্মৃতি।

➢ ৩৬৯.

তারা ভেবেছিল, আগুন নেভালে
সব ভুলে যাবো—
কিন্তু পোড়া গন্ধটা
আমার কবিতায় ঢুকে গেছে।

➢ ৩৭০.

একটা পুড়ে যাওয়া খবরের কাগজ,
তাতে আমার নাম ছিল না,
কিন্তু আমার কান্না ছিল।

➢ ৩৭১.

পোড়া গাছ ফুল ফোটায় না,
তবু তার ডালে জড়িয়ে
আমি দেখি
শ্রদ্ধা আর প্রতিজ্ঞা।

➢ ৩৭২.

আমার শহরে এখনো কেউ হাসে,
কিন্তু সেই হাসির নিচে
জ্বলছে ছাইচাপা ইতিহাস।

➢ ৩৭৩.

তুমি আগুন থেকে বাঁচলে,
আমি আগুনের ভেতর দাঁড়িয়ে
তোমাকে ডেকেছিলাম—
স্মরণ রেখো।

➢ ৩৭৪.

অগ্নিদগ্ধ চিঠিগুলোর পাশে
কেউ দাঁড়ায় না,
কিন্তু সেগুলোই
রাষ্ট্রকে ভয় দেখায়।

➢ ৩৭৫.

তুমি যদি ভাবো আগুন নিভে গেছে—
একটু কবিতা পড়ো,
দেখবে, ছাই এখনো ধোঁয়া ছাড়ে।

➢ ৩৭৬.

আমার বন্ধু বলেছিল—
"তোমার কবিতা জ্বলে!"
আমি হাসিনি,
কারণ আমি জানি, সেটা আগুনেরই ভাষা।

➢ ৩৭৭.

সেই রাতের পরে,
আমি আর আগের মতো না—
একটা পুড়ে যাওয়া মানুষ,
যে শব্দ দিয়ে প্রতিশোধ নেয়।

➢ ৩৭৮.

বারুদের চেয়ে ভয়ানক
হতে পারে একটা কবিতা—
যদি সেটা সত্য দিয়ে জ্বলে।

- ৩৭৯.

আমার মন পোড়েনি,
আমার বিশ্বাস পুড়েছে—
এবং সেই বিশ্বাস এখন
রূপ নিয়েছে অস্ত্রহীন আগ্নেয়গিরিতে।

-

- ৩৮০.

তোমরা ভুলে যাও বলে
পুড়ে যাওয়া ইতিহাস নীরব নয়—
আমরা যারা পোড়েছি,
তাদের মুখে আজ আগুনের ছন্দ।

- ৩৮১.

আলো বলতে আমরা যা বুঝি,
তা আসলে কার্বন-কালো স্মৃতি—
পুড়ে যাওয়া সময়
আলোকবর্ষের মতো জ্বলতে থাকে।

যুদ্ধ ও প্রেমের দহন

- ৩৮২.

আমি যুদ্ধ চাইনি,
তবুও তুমি যুদ্ধ করলে—
এখন প্রতিটা স্পর্শেই
আমি খুঁজে পাই আগুন।

- ৩৮৩.

আমি তো কেবল চেয়েছিলাম ভালোবাসা,
তুমি কৌশলে জিততে চেয়েছিলে—
এই ভালোবাসা একপাক্ষিক যুদ্ধে
আমি একা পরাজিত।

- ৩৮৪.

তুমি বললে ভালোবাসো,
আমি বিশ্বাস করলাম—
তুমি বললে বিদায়,
আমি এখনো বিশ্বাস করছি না।

➢ ৩৮৫.

যে কথা বলিনি কখনো,
তুমি তার জন্য বিচার বসালে—
আর আমি,
নিজেকেই দোষী মেনে নিলাম।

➢ ৩৮৬.

তুমি যুদ্ধ করেছিলে ভালোবাসার নামে,
আর আমি কেবল
বেঁচে থাকি শান্তির জন্য।

➢ ৩৮৭.

আমার হাতটা ধরতে পারতে,
তুমি ধরলে তলোয়ার—
এখন আমার স্মৃতিগুলোও
তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী।

➢ ৩৮৮.

তুমি চলে গেলে,
আর আমার ভেতরে রয়ে গেল
একটা ধ্বংসস্তূপ—
যা একসময় প্রেম ছিল।

➢ ৩৮৯.

তুমি শুধু আমার ছিলে না,
তুমি কারোও ছিলে না—
তাই তোমার যুদ্ধে
সবাই হেরেছে।

➢ ৩৯০.

আমি আগুন হতে চাইনি,
তুমি কাঠ দিলেই
জ্বলে উঠি—
ভালোবাসা এমন হোক কে চায়?

➢ ৩৯১.

আমি এখন কবিতা লিখি না,
আমি যুদ্ধের রিপোর্ট লিখি—
প্রেমিকার প্রতারণা
রাষ্ট্রের ছলনার মতোই নির্মম।

বিদ্রোহ – অনু সিরিজ

- ৩৯২.

  আমি প্রশ্ন করেছিলাম,
  তুমি আমাকে শত্রু বললে——
  বিদ্রোহ তখনই শুরু হলো।

- ৩৯৩.

  চুপ করে থাকাটা
  রাষ্ট্রের পছন্দ——
  তাই আমি চিৎকারে
  নতুন পতাকা আঁকি।

- ৩৯৪.

  বিদ্রোহ মানে শুধু বারুদের শব্দ নয়,
  বিদ্রোহ মানে চোখে আগুন
  আর ঠোঁটে সত্য।

➢ ৩৯৫.

তারা চেয়েছিল আমি গান গাই—
আমি কবিতা লিখলাম
যেখানে প্রতিটি ছত্র
একটা প্রতিবাদ।

➢ ৩৯৬.

মিছিল থামায় লাঠি,
কিন্তু মন?
মন একবার জেগে উঠলে
তাকে আর থামানো যায় না।

➢ ৩৯৭.

আমি পতাকা চাইনি—
আমি চেয়েছিলাম ন্যায্যতা,
তারা আমায় জেল দিয়েছিল।

➢ ৩৯৮.

একটা ছেঁড়া জুতো,
একটা রক্তমাখা পোস্টার—
এটাই আমার দেশের ইতিহাস।

➢ ৩৯৯.

বুকের মধ্যে বারুদের ঘ্রাণ—
এখন প্রতিটি নিঃশ্বাসেই
বিদ্রোহের গন্ধ।

➢ ৪০০.

তারা গুম করে দেয় কণ্ঠ,
আমরা শব্দ দিয়ে বেঁচে থাকি।

➢ ৪০১.

কেউ একজন বলেছিল,
"চুপ থাকলেই শান্তি"—
আমি চুপ করে থাকতে শিখিনি।

➢ ৪০২.

এই বিদ্রোহ জন্ম নিয়েছে
নিরব কান্নায়—
এখানে চোখের জলও
একটা প্রতিবাদপত্র।

- ৪০৩.

তোমরা আমাদের বলে উস্কানিদাতা,
আমরা নিজেদের বলি
মানবিক—
তোমার সিস্টেমই তো অমানবিক!

- ৪০৪.

বিদ্রোহ মানে একা হয়ে যাওয়া—
তবুও দাঁড়িয়ে থাকা
সত্যের পাশে।

- ৪০৫.

আমার কবিতার ছুরিতে
তোমার মিথ্যা কেটে যাবে—
এইটুকুই আমার বিদ্রোহ।

- ৪০৬.

তোমরা আইন বানাও,
আমরা ইতিহাস।

বিদ্রোহ হবো, বিদ্রোহী

- ৪০৭.

বিদ্রোহ হবো, বিদ্রোহী—
তুমি যে অন্যায় দেখেও চুপ,
আমি হবো সেই চিৎকার
যা তোমার নিঃশ্বাসে আগুন জ্বালায়।

- ৪০৮.

তুমি যদি প্রশ্ন চাপাও,
আমি প্রশ্ন হবো—
বিদ্রোহ হবো,
যে প্রশ্নে তোমার ঘুম উড়ে যাবে।

- ৪০৯.

আমি মেনে নেইনি শাসন,
আমি বিশ্বাস রাখিনি নির্লজ্জ নীরবতায়—
তাই আজ আমি
একজন স্বীকৃত বিদ্রোহী।

➢ ৪১০.

তোমরা বন্দুক দেখাও,
আমি কবিতা লিখি—
তোমরা গুম করো,
আমি ইতিহাস বানাই।

➢ ৪১১.

বিদ্রোহ হবো,
কবিতার ছায়ায় দাঁড়িয়ে—
কারণ আর কাঁদতে পারি না,
এখন শুধু জ্বলে উঠতে পারি।

➢ ৪১২.

আমাকে বলো না চুপ থাকতে—
আমি সেই ভাষা,
যা শত নিপীড়নেও
ফিরে ফিরে দাঁড়ায়।

➢ ৪১৩.

তোমরা ক্ষমতা,
আমি প্রতিজ্ঞা—
তোমরা হারাতে পারো,
ভয় পেতে শিখলে।

➢ ৪১৪.

এই রাষ্ট্র যদি অন্ধ হয়,
আমি চোখ হবো—
বিদ্রোহী চোখ,
যা অন্ধকারে দাগ কাটে।

➢ ৪১৫.

আমি এখন চুপ—
তবু প্রতিটা চুপ থাকা
একেকটা বিস্ফোরণ,
যা লিখে রাখছি তোমার জন্য।

➢ ৪১৬.

যে আগুন তুমি নিভাতে চেয়েছিলে,
সেই আগুনেই আজ
তোমার ক্ষমতা পুড়ছে।

➢ ৪১৭.

বিদ্রোহ হবো,
যখন রুটি চেয়ে গুলি পাই—
তখন প্রেমও আর কবিতা থাকে না।

➢ ৪১৮.

তোমার বানানো পতাকা নয়—
আমি আমার যন্ত্রণায় রঙ মাখি,
সেই হবে
আমার বিদ্রোহের প্রতীক।

➢ ৪১৯.

কেউ যদি বলে,
"তুমি একা!"
তোমার মুখে হাসি দাও—
কারণ একাই শুরু হয় বিদ্রোহ।

➢ ৪২০.

শাসকের চায়ের কাপ কাঁপে না,
কিন্তু কবিতার ছায়া পেরোতে গিয়ে
তাদেরও কণ্ঠ শুকিয়ে যায়।

বিদ্রোহ হবো, বিদ্রোহী – পর্ব ২

- ৪২১.

  তুমি বলেছিলে—
  “এভাবে বদল আনা যায় না।”
  আমি চুপ করে হেসেছিলাম,
  আজ শব্দ দিয়েই দালান কাঁপাই।

- ৪২২.

  যারা যুদ্ধ ছাড়াই জিতে যায়,
  তারা ইতিহাস লেখে না—
  আমরা যারা হেরে যাই,
  তারাই আগুনে লিখি।

- ৪২৩.

  আমার ঘরে চাল নেই,
  তবু কবিতা আছে—
  আর এই কবিতাই
  তোমার রাষ্ট্রে আগুন ধরায়।

- ৪২৪.

তুমি শুধু মুখোশ চেনো,
আমি মুখ চিনে নিই—
তাই তোমার ভয় হয় আমার কবিতায়।

- ৪২৫.

আমার বিদ্রোহ নীরব,
তবু তাতে শব্দ কমে না—
চোখের ভাষাও একদিন
ক্ষমতা বদলায়।

- ৪২৬.

পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা যায়,
স্লোগান থামানো যায়—
কিন্তু বিশ্বাসের চিৎকার
কে থামাতে পারে?

➢ ৪২৭.

আমি যখন চুপ,
তুমি ভাবো জিতেছো—
আসলে আমি তখন
বিদ্রোহ লিখছি মনেপ্রাণে।

➢ ৪২৮.

তোমরা ভোট চাও,
আমি ভাত চাই—
এই চাওয়ার ব্যবধানেই
বিদ্রোহ জন্ম নেয়।

➢ ৪২৯.

যে শিশুটি রাস্তার পাশে
"ভাই একটু খাই" বলেছে—
সেই মুখই একদিন
বিদ্রোহের গান হবে।

- ৪৩০.

রাষ্ট্রের কানে গান ভালো লাগে,
আমার গলায় বেঁধে রেখেছে দড়ি—
তবু আমি হুহু করে
শব্দ ছাড়ি আকাশে।

- ৪৩১.

আমার পকেটে বারুদের গন্ধ নেই,
তবু আমার কবিতা
তোমার ক্ষমতার মেরুদণ্ড কাঁপায়।

- ৪৩২.

আমার বন্ধু এখনো নিখোঁজ,
তার ছায়াটা এখন
প্রতিটি শব্দে ঘুরে বেড়ায়।

- ৪৩৩.

আমরা যারা চেয়েছিলাম আলো,
তারা আজ ছায়া হয়েই
আলো জ্বালাই।

➢ ৪৩৪.

তুমি যদি আকাশ ছিনিয়ে নাও,
আমরা মাটির নিচে
আলো জ্বালাবো।

➢ ৪৩৫.

মিছিলে যাইনি,
পোস্টারও লাগাইনি—
তবু আমার কবিতা
তোমার ফাইল টেবিলে নিষিদ্ধ।

➢ ৪৩৬.

বিদ্রোহ হবো, বিদ্রোহী—
কারণ কেউ একজন
আমার গলার স্বর ছিঁড়ে ফেলেছিল।

- ৪৩৭.

একটা টেবিল, এক কাপ চা,
আর পেছনে নিখোঁজদের নাম—
এই হলো আজকের সভ্যতা।

- ৪৩৮.

যারা ব্যথা পেয়েও লেখে না,
তারা নীরব সহযোগী—
আমি ব্যথায় কবিতা লিখি,
এই আমার যুদ্ধ।

- ৪৩৯.

তোমরা লাঠি ধরো,
আমরা কলম—
তোমাদের মৃত্যু হয়,
আমরা জন্ম দিই ইতিহাসকে।

- ৪৪০.

বিদ্রোহ হবো, কারণ—
চুপ থাকলে আমি আমার
আত্মাকেই হারাবো।

বর্তমান যুদ্ধ

➢ ৪৪১.

যুদ্ধ এখন রকেট নয়,
আসছে নোটিফিকেশনে—
একটা ছবি, একটা ধ্বংসস্তূপ,
আর লাইক-কমেন্টে নিস্তব্ধতা।

➢ ৪৪২.

স্ক্রলে দেখতে পাই
একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত স্কুল,
আর পাশে কেউ লিখেছে—
"শেয়ার করে মানবতা দেখান।"

➢ ৪৪৩.

তোমরা যুদ্ধের পাশে দাঁড়াও না,
তোমরা যুদ্ধ মিউট করে ফেলো।

➢ ৪৪৪.

একটা বাচ্চা মেয়ের কান্না
পেরিয়ে যায় ভিডিওর শেষে,
তবু আমরা বলে উঠি—
"আহা, খুব টাচিং ছিল!"

➢ ৪৪৫.

যুদ্ধ এখন লাইভ স্ট্রিম হয়,
বোমার শব্দ ফিল্টারড,
আর মানবতা হয়
ইনস্টাগ্রামের হ্যাশট্যাগে।

➢ ৪৪৬.

পেছনে গোলা পড়ে,
সামনে কেউ ক্যামেরায় হাসছে—
এটাই ২০২৫ সালের যুদ্ধচিত্র।

➢ ৪৪৭.

তুমি যদি যুদ্ধ থামাতে না পারো,
তাও অন্তত কবিতা লিখো—
কারণ যারা শব্দ রাখে,
তারা ভবিষ্যৎকে চোখে চোখে দেখে।

➢ ৪৪৮.

আজকের যুদ্ধ মানে—
শিশুদের লাশের পাশে
কূটনীতিকের নৈশভোজ।

➢ ৪৪৯.

তুমি যুদ্ধ চাও না,
তুমি শুধু শান্তিতে চুপ থাকো—
এটাই যুদ্ধের জয়।

➢ ৪৫০.

পোস্টার নেই,
পাল্টা মিছিলও না—
তবু প্রতিদিন মরছে মানুষ,
কারণ যুদ্ধ এখন "সিস্টেম"।

➢ ৪৫১.

আমার কবিতায় আগুন আছে না?
না, তুমি ভুল বুঝো—
আমি তো শুধু যুদ্ধের খবরে
চোখের জলে ছত্র গাঁথি।

- ৪৫২.

  একটা রাষ্ট্র পুড়ে গেল—
  আমরা চুপ করে জুম মিটিং করি।

- ৪৫৩.

  মানবাধিকার এখন
  PDF রিপোর্টের মাঝখানে ঘুমায়,
  বাচ্চারা এখনো খোঁজে
  দুধ নয়, মাথা রাখার জায়গা।

- ৪৫৪.

  তোমার নীরবতাই আজকের যুদ্ধ—
  বারুদ ছাড়াই
  একটি জাতি ধ্বংস হয়।

- ৪৫৫.

  কবিতার কাছে কোনো বন্দুক নেই,
  তবু সে প্রশ্ন করে—
  "এই রক্ত কার?"

বর্তমান যুদ্ধ – পর্ব ২: “নিষিদ্ধ মানবতা”

- ৪৫৬.

  রকেটের শব্দ এখন চেনা—
  একটা বাচ্চা হাসতে গিয়ে
  মাটি চাপা পড়ে।

- ৪৫৭.

  শান্তি বোঝে না গুগল ম্যাপ,
  যে শহর গতকাল ছিল—
  আজ শুধু ছাই।

- ৪৫৮.

  সেই মা এখনো দৌড়ায়,
  হাত ধরে মৃত সন্তানের,
  কেউ তাকে বলে না—
  “যুদ্ধ শেষ হয়েছে”।

- ৪৫৯.

  যেখানে লাশ বেশি,
  সেখানে ক্যামেরা আসে কম—
  মানবতা ক্লান্ত এখন,
  ওভারলোডেড ইন্টারনেটের মতো।

- ৪৬০.

  তুমি নাম বলো না,
  ওরা ধর্ম দেখে—
  এই তো আজকের যুদ্ধ।

- ৪৬১.

  জাস্টিস স্কেলের পাল্লা এখন ভারী,
  কারণ ওটাতে শুধু
  অস্ত্রচুক্তি আর ডিপ্লোম্যাটিক চা।

- ৪৬২.

  তুমি সিগন্যাল পাও না,
  ওরা সিগন্যাল না পেয়েই
  বিস্ফোরণ ঘটায়।

➢ ৪৬৩.

নেতারা সভা করে—
“যুদ্ধ চলুক, কিন্তু হিউম্যান রাইটস থাকুক”—
হাসে যুদ্ধের ঈশ্বর।

➢ ৪৬৪.

সেই কিশোরী, যাকে তুলে নেওয়া হয়েছিল,
এখন আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান।

➢ ৪৬৫.

আমার কবিতা আজকাল ভয়ে চুপ—
কারণ তার প্রতিটি শব্দ
রাষ্ট্রদ্রোহীর মতো শোনায়।

➢ ৪৬৬.

তুমি বলো “কলেটারাল ড্যামেজ”—
আমি বলি, ভাঙা খেলনা হাতে মৃত শিশু।

➢ ৪৬৭.

এই পৃথিবীতে এখন
পায়ের আওয়াজ কম,
ড্রোনের গুঞ্জন বেশি।

➢ ৪৬৮.

তারা জাতি দেখে মারে,
আমি চোখ দেখে কাঁদি।

➢ ৪৬৯.

এই কবিতার জন্য
আমি হয়ত কাল খুন হবো—
তবু আজ লিখি,
কারণ বেঁচে থাকার আর কোনো মানে নেই।

➢ ৪৭০.

এই যুদ্ধ আমাকে শেখায়—
নির্বাক হয়ে বাঁচা মানে
নিহতদের দলে নাম লেখা।

➢ ৪৭১.

তুমি কাঁদো না কারণ অভ্যস্ত,
আমি কাঁদি কারণ এখনো
মানুষ হয়ে বেঁচে আছি।

➢ ৪৭২.

যুদ্ধ শেষ হলে কেউ ফিরবে না—
এটা শুধু ইতিহাস বইয়ে
আরেকটা অধ্যায় হবে,
যেখানে শিরোনাম থাকবে
“Conflict Zone: Classified”.

➢ ৪৭৩.

এটা ২০২৫—
আরো একটি শহর হারালো পরিচয়,
আর পৃথিবী পেলো নতুন ভুয়া শান্তিচুক্তি।

➢ ৪৭৪.

এই যুদ্ধ কবে শেষ হবে?
শিশুরা না ফেরার দেশে গেলে?
নাকি আমাদের মনুষ্যত্ব?

➢ ৪৭৫.

আমি কিছু লিখতে পারি না,
কারণ চোখ থেকে অক্ষর ঝরে—
আর প্রতিটি অক্ষরেই
একটি যুদ্ধ কাঁদে।

একজন মা ও রাষ্ট্রের সংলাপ

- ৪৭৬.

  — আমার ছেলেটা ফিরে আসবে তো?

  — তদন্ত চলছে, আপনার আবেগ আমরা বুঝি।

- ৪৭৭.

  — গুলি কিভাবে চললো রাস্তায়?

  — নিরাপত্তার স্বার্থে, ম্যাডাম।

- ৪৭৮.

  — তার তো কোন দল ছিল না, সে শুধু কবিতা লিখতো!

  — সেটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, মা।

- ৪৭৯.

  — আমার কোল ফাঁকা, বলুন কাকে ধরি?

  — দুঃখিত, এটা ‘অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা’ ছিল।

➢ ৪৮০.

— আপনি কি কখনও সন্তানের গন্ধ মাটি থেকে টেনেছেন?

— আমরা কেবল কাগজে সই করি।

➢ ৪৮১.

— আমি ছবি রেখে দিয়েছি চশমার নিচে—

— রাখুন, রাষ্ট্র স্মৃতি সংরক্ষণ করে না।

➢ ৪৮২.

— সে নিখোঁজ নয়, সে লুকিয়ে আছে আপনাদের ফাইলে!

— আপনি এইভাবে বললে আপনি রাষ্ট্রবিরোধী হতে পারেন।

➢ ৪৮৩.

— রাষ্ট্র কি মানুষ খায়?

— শুধু চুপ থাকা মানুষ।

➢ ৪৮৪.

— কফিনে ওর নাম পর্যন্ত ছিল না!

— আমাদের ভুল হয়েছে, তদন্ত হবে।

➢ ৪৮৫.

— আমি আর কাঁদতে পারি না, চোখ শুকিয়ে গেছে।

— আমরা দুঃখিত, কিন্তু রাষ্ট্র অনুভব করতে পারে না।

➢ ৪৮৬.

— ও তো আর আসবে না, তবু আমি প্রহর গুনি।

— অপেক্ষা করাটাই আপনার রাষ্ট্রপ্রেম।

➢ ৪৮৭.

— ওর খুনের বিচার চাই।

— বিচার প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ এবং জটিল।

➢ ৪৮৮.

— আমি কি রাজপথে হাঁটতে পারি ওর নামে?

— আপনার উপর নজর রাখা হবে।

➢ ৪৮৯.

— ওকে কবরে রেখে এসেছি, এখন?

— জাতীয় শোক ঘোষণা করতে পারছি না, মা।

➢ ৪৯০.

— আপনাদের ক্ষমতা কি কান্না শুনতে পায় না?

— কান্না রাষ্ট্রীয় শব্দ নয়।

➢ ৪৯১.

— ছেলের নামে আমি কবিতা লিখি, ঠিক তো?

— দেখেশুনে লিখবেন, রাষ্ট্র সহনশীলতা হারাচ্ছে।

➢ ৪৯২.

— যদি আমি গলায় দড়ি দিই?

— সেটা হবে আত্মহত্যা, দায় রাষ্ট্রের নয়।

➢ ৪৯৩.

— আমি তাকে গর্ভে রেখেছিলাম নয় মাস,

— রাষ্ট্র আপনাকে সম্মান জানায়।

- ৪৯৪.

  — সম্মান নয়, আমি আমার ছেলে চাই।

  — কিন্তু আমরা তো উন্নয়ন করছি!

- ৪৯৫.

  — রাষ্ট্র চুপ, আমি চুপ,

  আর চুপ থাকলে ইতিহাসও চুপ হয়ে যাবে।

নিঃশব্দ আত্মহত্যা

- ৪৯৬.

  সবাই জানতো সে হাসে,
  কেউ বুঝলো না—
  তার ভিতরে
  রোজ একটা করে মৃত্যু হত।

- ৪৯৭.

  মৃত্যুর আগে সে শুধু লিখেছিল—
  "আমি ক্লান্ত"।
  রাষ্ট্র বললো—
  এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার।

বাস্তুচ্যুতির গল্প

- ৪৯৮.

  আমার ঘর এখন মানচিত্রে নেই,
  তবু আমি রোজ দেখি স্বপ্ন—
  যেখানে ছাদের টিনে
  বৃষ্টির শব্দ বাজে।

- ৪৯৯.

  তোমার কাছে আমি শরণার্থী,
  আমার কাছে আমি ইতিহাস।

ফেক হাসি ও পাবলিক ইমেজ

- ৫০০.

  সে খুব হাসে,
  স্ট্যাটাস দেয় পাখি, কফি আর বই নিয়ে—
  কেউ জানে না,
  রাতগুলো তার কাঁদে ফোনের স্ক্রিনে।

- ৫০১.

  যারা সবচেয়ে সুন্দর ছবি তোলে,
  তাদের মনেই থাকে
  সবচেয়ে বেশি ভাঙা কাঁচ।

লোভ ও কর্পোরেট সংস্কৃতি

- ৫০২.

তারা বলে ‘ভ্যালু’,
আমরা শুনি ‘টার্গেট’।
তারা বলে ‘টিমওয়ার্ক’,
আমরা বুঝি ‘চাপ’।

- ৫০৩.

একটা চেয়ার পেতে,
তোমার আদর্শ বিসর্জন দিলে—
চেয়ারটাও বোঝে,
তুমি ওখানে বেশি দিন থাকবে না।

আইন ও বিচারহীনতা

- ৫০৪.

অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো
এখনকার আইনে অপরাধ।
আর মিথ্যা বললে
পাওয়া যায় পদক।

- ৫০৫.

আমার বন্ধুটা আজও কোর্টে ঘোরে—
আর অপরাধীটা
হাসছে টিভি ইন্টারভিউতে।

মানসিক স্বাস্থ্য ও নিঃসঙ্গতা

- ৫০৬.

তুমি কাকে বলবে?
সবাই শুনে,
কিন্তু কেউ বোঝে না।

- ৫০৭.

সে কাঁদতে পারে না,
কারণ ওর কান্না কেউ নিতে পারবে না—
তাই সে ঘুমিয়ে থাকে।

ডিজিটাল দাসত্ব

- ৫০৮.

  স্ক্রিনের আলোয় আজকাল
  মানুষ আলোর মানুষ হয়ে উঠছে না—
  বরং হারিয়ে যাচ্ছে
  নিজেকেই চেনার আলো থেকে।

- ৫০৯.

  তুমি ‘রিয়েল’ হতে চেয়েছিলে,
  তারা তোমাকে ‘রিল’ বানিয়ে দিল।

বিপ্লব ও বিদ্রোহ

- ৫১০.

  বিপ্লব শব্দে শুরু হয় না—
  শুরু হয় অভ্যন্তরের
  একটি চিৎকার দিয়ে।

- ৫১১.

  আমি বিদ্রোহ করেছিলাম না বলেই,
  আজ সে বন্দি,
  আর আমি স্বাধীন হয়ে উঠেছি
  আরও দায়ে।

- ৫১২.

  তোমরা কাঁটা তার দাও,
  আমি কবিতা ফুঁড়ে
  সীমান্ত পার হই।

- ৫১৩.

বিপ্লব মানে মিছিল না,
বিপ্লব মানে
নিজের মা'কে বলার মতো সত্য বাঁচিয়ে রাখা।

- ৫১৪.

যে কথা কেউ বলতে চায় না,
সে কথাই একদিন
পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে যায়—
নাম হয়: বিপ্লব।

- ৫১৫.

আমি হাত তুলিনি,
তবু আমার চোখ ছিল বিদ্রোহী।
রাষ্ট্র তাই ভয় পেয়েছে আমায়।

- ৫১৬.

বিপ্লবের আগে সবার মুখে
শান্তির বুলি থাকে—
আর বিপ্লবের পর
তারা সবাই নিরীহ হয়ে ওঠে।

➢ ৫১৭.

যখন বিচার পাওয়া যায় না,
তখন বিদ্রোহ জন্ম নেয়
বুকের ভেতর।

➢ ৫১৮.

বিপ্লবের গান লিখি না আমি—
কারণ আমার কবিতার ভেতর
রোজ বিদ্রোহ জন্মায়।

➢ ৫১৯.

তোমরা যাকে অপরাধী বলো,
আমরা তাকে বলি
প্রথম বিপ্লবী।

- ৫২০.

বিপ্লব তখনই শুরু হয়,
যখন কেউ বলে—
"তুমি একা নও।"

- ৫২১.

শব্দের থেকেও বিপজ্জনক
হয়ে উঠি আমি,
যখন চুপ করে থাকি।

- ৫২২.

বিদ্রোহ একদিনে হয় না—
তাকে সময় মতো
তুমি অভিমান বলো, ব্যর্থতা বলো,
একদিন সে আগুন হয়।

- ৫২৩.

এই কণ্ঠস্বর কেড়ে নিলে
আমার নীরবতাও বিপ্লব হবে।

- ৫২৪.

তোমরা পতাকা দাও,
আমরা প্রশ্ন করি—
পতাকাটা কার রক্তে তৈরি?

- ৫২৫.

বিপ্লবী হতে সাহস লাগে না,
মানুষ হয়ে বাঁচতে গেলে
ই এই রাষ্ট্রে বিদ্রোহী হয়ে যেতে হয়।

রাষ্ট্রবিদ্ধ প্রলাপ

- ৫২৬.

রাষ্ট্র যখন খুন করে,
তখন আইনের বই
চুপ করে পড়ে থাকে
ফাইলের নিচে।

- ৫২৭.

একজন মায়ের কান্না
রাষ্ট্রের কাছে "ডিস্টার্বেন্স"—
তারা শুধু টেন্ডার নোটিশে
ভবিষ্যৎ দেখে।

- ৫২৮.

যে সত্য তুমি চাপা দাও,
তা একদিন
বাচ্চাদের হাতে
স্লোগানে ফিরবে।

- ৫২৯.

রাষ্ট্র বলে "শান্তি আছে",
আমি বলি—
তাহলে কবরে
এত শব্দ কে রেখে গেল?

- ৫৩০.

মন্ত্রী চা খায়,
আর শহরের এক কোণে
একটা পরিবার
জল খেয়ে ঘুমায়।

- ৫৩১.

রাষ্ট্র আমার পেটে নেই,
রাষ্ট্র আছে পোস্টারে—
আর আমি প্রতিদিন
অভুক্ত গর্ভবতী মা দেখি।

- ৫৩২.

  তুমি যখন টিভিতে উন্নয়ন দেখাও,
  আমার পাড়ার ছেলেটা
  ডাস্টবিন ঘেঁটে খায়।

- ৫৩৩.

  আমি কোনো দলের না—
  তাই রাষ্ট্র বলে আমি
  সংকট।

- ৫৩৪.

  তোমার গুমের পরিসংখ্যানে
  আমার বন্ধুর নাম নেই—
  তবু তার মা
  প্রতিদিন দরজা খোলে।

- ৫৩৫.

একটা শিশু চায় বই,
রাষ্ট্র দেয় লাঠি—
তোমরা ভাবো,
বিদ্রোহ কোথা থেকে আসে?

- ৫৩৬.

তুমি রাস্তা দাও, ব্রিজ দাও,
আমি কবিতা চাই—
কারণ আমার পা ভাঙে না,
আমার কণ্ঠ ভাঙে।

- ৫৩৭.

রাষ্ট্রের প্রতিটি দেয়ালে
লেগে আছে আমার নিঃশ্বাস—
তবু তারা বলে,
"এটা ব্যক্তিগত অভিমান।"

- ৫৩৮.

বুলেট এসে বলে—
"রাষ্ট্রের পক্ষে মরো!"
আর আমি বলি,
"রাষ্ট্র যদি মানুষ হত, আমি ভালোবাসতাম।"

- ৫৩৯.

গণতন্ত্র মানে,
তুমি ভোট দেবে,
তারা সংখ্যা সাজাবে,
তোমার জীবন যাবে।

- ৫৪০.

তুমি যত ইন্টারনেট বন্ধ করো,
আমার কবিতা তত
মুখে মুখে ছড়ায়।

রাষ্ট্রবিদ্ধ প্রলাপ – পর্ব ২

- ৫৪১.

  ভোট দেয়ার পর
  আমার আঙুলে রঙ লেগেছিল——
  তারপর রাষ্ট্র বুঝেছিল,
  আমি বিপদ।

- ৫৪২.

  তোমরা উন্নয়ন বলো,
  আমি দেখাই হাসপাতালের বারান্দায়
  মারা যাওয়া মা।

- ৫৪৩.

  সে চিৎকার করেছিল,
  তাকে বলা হয়েছিল
  'উস্কানি দিচ্ছে'।

➢ ৫৪৪.

যে ছেলে স্রেফ প্রশ্ন করেছিল,
আজ তার সন্ধান নেই—
রাষ্ট্র এখন "তদন্তাধীন" শব্দে
সত্যকে পচিয়ে রাখে।

➢ ৫৪৫.

আমার কবিতা পরীক্ষা দেয় না,
তাই রাষ্ট্র চায়
সেটাকে অসফল বানাতে।

➢ ৫৪৬.

মন্ত্রী হাসেন,
নামাজ শেষে মিষ্টি খান—
আর আমার পাড়া থেকে
প্রতিদিন একজন নিখোঁজ হয়।

➢ ৫৪৭.

আমি কোনো স্লোগান দিই না,
তবু আমার শ্বাসে
রাষ্ট্রের ঘুম ভেঙে যায়।

➢ ৫৪৮.

তুমি প্রশ্ন করলেই
রাষ্ট্র উত্তর দেয় না—
তোমার বিরুদ্ধে
মামলা দেয়।

➢ ৫৪৯.

সংবিধানে লিখা ছিল
"মানবাধিকার"—
কিন্তু ওটা যেন শুধু
দেয়ালপত্রিকা, পড়ার জন্য।

➢ ৫৫০.

একজন কবি গ্রেপ্তার হয়—
অপরাধ?
সে নাকি শব্দ দিয়ে
তথ্য ফাঁস করেছিল।

- ৫৫১.

আমার এক বন্ধু গুম,
দ্বিতীয়জন আত্মহত্যা করেছে,
তৃতীয়জন
রাষ্ট্রীয় পদক পেয়েছে।

- ৫৫২.

আমরা মুখ ঢাকি না,
আমরা মুখ খুলি না,
আমরা কেবল মুখ হারাই।

- ৫৫৩.

তুমি খোঁজে যাওনি কারণ
সে গরিব ছিল—
আর গরিবের গুম
রাষ্ট্রের রিপোর্টে যায় না।

- ৫৫৪.

  পুলিশের হাতে বাঁধা কণ্ঠ
  আর টেলিভিশনে উল্লাস—
  এই হলো এখনকার
  নির্বাচিত নরক।

- ৫৫৫.

  তুমি যদি বেঁচে থাকো
  শুধু বেঁচে থাকার জন্য—
  তোমার বেঁচে থাকাও
  রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক।

রাষ্ট্রবিদ্ধ প্রলাপ – পর্ব ৩

- ৫৫৬.

  তুমি রাতে কাঁদো—
  আর রাষ্ট্র ভাবে
  তোমার কান্না
  বিদ্রোহের সংকেত।

- ৫৫৭.

  একজন সৎ মানুষ মরলে
  পত্রিকায় যায় না,
  কারণ মৃত্যুর পরও
  রাষ্ট্র তার সততা ভয় পায়।

- ৫৫৮.

  আমার প্রশ্ন করার অপরাধে
  পুলিশ এলো বাড়িতে,
  আমি চুপ থাকিনি—
  কারণ আমি মানুষ, ভোটার নই।

- ৫৫৯.

  পাসপোর্টে আমার নাম আছে,
  তবু দেশে আমি নাগরিক নই—
  আমি শুধু চুপ থাকা শ্রমিক।

- ৫৬০.

  তুমি হইচই করলে
  তারা বলে: “দেশদ্রোহী”,
  আর তুমি চুপ থাকলে
  তারা বলে: “সম্মানিত নাগরিক”।

- ৫৬১.

  কবিরা যখন নীরব হয়ে যায়,
  রাষ্ট্র তখন শুভেচ্ছা বার্তা দেয়।

- ৫৬২.

  যারা গুম হয়, তারা
  আজও গুম,
  আর যারা গুম করে,
  তারা আজও মন্ত্রণালয়ে।

- ৫৬৩.

রাস্তায় নামতে ভয় পেলে
ঘরে থেকো না—
ঘরের দেওয়ালেও
আজকাল শুনতে পায়।

- ৫৬৪.

এখানে সত্য বলে যারা মরে,
তাদের কফিনে লেখা থাকে:
“অজানা অপরাধী, পরিচিত সমাজ”।

- ৫৬৫.

রাষ্ট্রের মঞ্চে যারা বক্তৃতা দেয়,
তাদের চোখে চোখ রাখলে
তুমি জানবে—
সেখানে সত্য নেই, স্ক্রিপ্ট আছে।

- ৫৬৬.

মাইক যখন রাষ্ট্রের হাতে,
তখন প্রতিবাদ হয়
কানের পেছনে ফিসফাসে।

➢ ৫৬৭.

যে সাংবাদিক সত্য বলেছিল,
তার শিশুটি এখন
নিরাপত্তা হেফাজতে অনাথ।

➢ ৫৬৮.

তুমি যদি মরো
তোমার প্রেমিকার কোলে—
রাষ্ট্র বলবে:
এটা পারিবারিক কলহ।

➢ ৫৬৯.

যারা শিক্ষা নিয়ে খুন হয়,
তারা শুধু পরীক্ষা হারায় না—
তারা একেকটা প্রজন্ম
অন্ধ করে দেয়।

- ৫৭০.

  রাষ্ট্র যদি প্রশ্ন করতে দেয় না,

  তাহলে তা রাষ্ট্র নয়—

  তা একটা লাইক-কমেন্টের স্বৈরতন্ত্র।

- ৫৭১.

  প্রতিটি চুপ থাকা মানুষই

  একটা করে জল্লাদের হাত শক্ত করে।

- ৫৭২.

  তুমি ভালো মানুষ হলে

  রাষ্ট্র চুপচাপ রয়ে যায়—

  তুমি যদি সত্য বলো,

  তোমার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ হয়।

- ৫৭৩.

  তোমার কান্না রাষ্ট্র দেখে না,

  তোমার পোস্ট দেখে—

  তোমার চোখ নয়,

  তোমার টাইমলাইনই বিপ্লব।

রক্তাক্ত জুলাই

- ৫৭৪.

  জুলাইয়ে যারা মিছিলে ছিল,
  আজ তারাই মিছিল ভাঙে—
  ব্যানার পাল্টেছে,
  চোখের আগুন শুধু নিভে গেছে।

- ৫৭৫.

  তারা একসময় অধিকার চাইতো,
  আজ তারা অধিকার কেড়ে নেয়—
  নাম শুধু বদলেছে,
  চরিত্র একটাই।

- ৫৭৬.

  আমার নেতার ছবি এখন
  কার্যালয়ের দেয়ালে—
  আর তারই আদেশে
  আমার ভাই নিখোঁজ।

➢ ৫৭৭.

তাদের হাতে একদিন ছিল শ্লোগান,
আজ আছে সেন্সর বোর্ড—
তারাই এখন বলে:
“তুমি বেশি বলছো।”

➢ ৫৭৮.

জুলাইয়ের মাটিতে
যে রক্ত পড়েছিল—
তারা আজ গার্ডেনিং করে,
ঐ জমিতে করপোরেট টাওয়ার গড়ে।

➢ ৫৭৯.

স্বাধীনতার গান গেয়ে
যারা ঘুম ভাঙাতো,
আজ তারা ক্ষমতায় এসে
ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

- ৫৮০.

তাদের ছিল খালি পা,
আমাদের ছিল স্বপ্ন—
আজ তাদের আছে,
আর আমাদের স্বপ্ন
পায়ে পিষে যায়।

- ৫৮১.

আমার বাবার হাতে ছিল মোমবাতি,
তাদের হাতে ছিল লিফলেট—
আজ তারা বিদ্যুৎ দফতর চালায়
আর মোমবাতি নিষিদ্ধ।

- ৫৮২.

জুলাই যে আগুন জ্বালিয়েছিল,
তাতে কিছু মুখ পুড়ে গিয়েছিল—
আর কিছু মুখ আলোকিত হয়ে উঠেছিল পদ-পদবিতে।

- ৫৮৩.

তারা তখন "নবজাগরণ" বলত—
আজ তারা বলে
"অস্থিরতা সৃষ্টি করবেন না"।

রক্ত ও মুক্তি

- ৫৮৪.

রক্তের বন্যার ওপর
সংলাপের আহ্বান,
এটা শুধু হাস্যকর নয়—
মানবতার অবমাননা।

- ৫৮৫.

রক্ত যখন মাটিতে পড়ে,
তখন তা চায় না শান্তি—
চায়
জবাব।

- ৫৮৬.

তুমি যখন গুলি চালালে,
আমি শুধু বললাম—
এই রক্তের মূল্য হবে
চূড়ান্ত মুক্তি।

➢ ৫৮৭.

রাষ্ট্র চায় সংলাপ,
আমার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে—
আমি বলি,
তোমার শান্তি আমার শোকের উপহাস।

➢ ৫৮৮.

যে রক্ত আজ খাল বেয়ে যাচ্ছে,
কাল সে হবে ইতিহাস—
আর ইতিহাস ক্ষমা করে না,
শুধু হিসেব রাখে।

➢ ৫৮৯.

তারা বলেছে,
"তোমাদের হতাশা বুঝি"—
আর পেছনে বসে লিখেছে
আরও বন্দুকের অর্ডার।

➢ ৫৯০.

চায়ের কাপ টু চুক্তি—
এই রাস্তায় একবার
রক্তের ছিটা পড়লে,
আর ইতিহাস থামে না।

➢ ৫৯১.

তুমি যদি সত্য বলতে গিয়ে মরো,
তোমার রক্ত শান্তিপূর্ণ সংলাপের পোস্টারে জায়গা পাবে না—
কিন্তু সে মাটি কথা বলবে।

➢ ৫৯২.

তারা আমাদের গুলি করেছিল,
তারপর সংবাদে বলেছিল:
"একটি মর্মান্তিক অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা।"

➢ ৫৯৩.

আমরা শান্তি চাই,
কিন্তু তার মানে এই নয়
আমরা রক্ত মুছে ফেলবো ক্ষমার কাপড় দিয়ে।

গভীর, রক্তমাখা, প্রতিবাদী

- ৫৯৪.

তোমরা বলো সংলাপ,
আমরা বলি—
এই যে আমার ভাইয়ের রক্ত,
এটাকে আগে মুছে দেখাও।

- ৫৯৫.

যার সন্তান মরে গেছে রাস্তায়—
তার কাছে সংবিধান মানে
একটা পোড়া গদ্য,
যার পাতা নেই, বিচার নেই।

- ৫৯৬.

তোমরা যখন 'স্থিতিশীলতা' বলো,
আমার চোখে ভেসে ওঠে—
একটা লাশ, যার ওপর
শান্তির ব্যানার উড়ছে।

- ৫৯৭.

এই যে শোক—
তাকে গান বানিও না।
এই শোক একদিন
রাষ্ট্রের শিরা ছিঁড়বে।

- ৫৯৮.

সংলাপ হয় যখন উভয়ের হাতে শব্দ থাকে—
আমার হাতে লাশ,
তোমার হাতে ক্ষমতা—
এটা সংলাপ নয়, ছলনা।

- ৫৯৯.

একটা বুলেট কেবল শরীর ছেদ করে না—
সে কেটে দেয়
ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও।

- ৬০০.

তুমি বলো, পরিস্থিতি ‘অনাকাঙ্ক্ষিত’—
আমার মা এখনও জানে না
তার ছেলেটা আর ফিরবে না।

- ৬০১.

তোমাদের সংলাপ টেবিল সাজানো হয়
চা-কফি ও ক্যামেরায়—
আমার রক্তে শুধু লেগে থাকে
অপ্রকাশিত শ্লোগান।

- ৬০২.

মাইকের শব্দে ঢেকে যায়
যে কান্না,
সে কান্না ইতিহাসের ভিত নেড়ে দেয়।

- ৬০৩.

তোমরা গুলি চালিয়ে শিরোনাম দাও:
"অবস্থা নিয়ন্ত্রণে"
আমরা কবিতা লিখি—
"শরীর আর নেই, প্রতিবাদ বেঁচে আছে।"

➢ ৬০৪.

আমার ভাইয়ের লাশ তুলে
তোমরা বললে:
“পরিস্থিতি অনুশোচনার বিষয়”
আমরা বললাম:
“এই রক্ত ক্ষমা করে না।”

চূড়ান্ত মুক্তি

- ৬০৫.

তারা গুলি চালিয়ে চেয়েছিল
আমার ভয়—
আমি তাদের দিয়ে গেলাম
একটা অমর কবিতা।

- ৬০৬.

প্রথম রক্ত ঝরেছিল প্রশ্নে,
শেষ রক্ত ঝরবে
উত্তরের অপেক্ষায়।

- ৬০৭.

তুমি ভেবেছিলে, আমাকে মেরে
শেষ করলে ইতিহাস—
আমি শুধু হাসলাম,
কারণ রক্তে লেখা গল্প কেউ মুছতে পারে না।

- ৬০৮.

এটা প্রতিশোধ নয়—
এই কবিতাগুলো
আত্মার মুক্তি ঘোষণা।

- ৬০৯.

তুমি গুলি করেছিলে বুকে—
আমি সেখানেই লিখেছি
“জাগো”।

- ৬১০.

তারা মরেছে বলে শান্তি আসেনি,
তারা মরেছে বলে
আরও প্রাণ জেগে উঠেছে।

- ৬১১.

চূড়ান্ত মুক্তি আসে
শুধু তখনই—
যখন রাষ্ট্র নিজে
লাশের নাম মুখস্থ রাখে।

- ৬১২.

তোমার অস্ত্রের গর্জন থেমে গেছে,
আমার কণ্ঠ এখনো বাজে—
এই হলো জয়।

- ৬১৩.

তারা বলেছিল:
“রাষ্ট্রের শত্রু”
আর আমি বলেছিলাম:
“সত্যের বন্ধু।”

- ৬১৪.

যখন এক ফোঁটা রক্ত পড়ে,
আকাশের নিচে সব পতাকা
বেসামাল হয়ে যায়।

➤ ৬১৫.

আমার ভাইয়ের চোখ ছিল খোলা—
মৃত্যুর পরও সে চেয়েছিল
একটা শেষ প্রশ্নের উত্তর।

➤ ৬১৬.

সংলাপ নয়,
আমরা চাই জবাব—
এই রক্তে লেখা ইতিহাসের।

- ৬১৭.

  বাংলাদেশ ২.০-তে
  তুমি ফেস আইডিতে ঢুকো,
  আর আমি ফাইলের নিচে
  তিন বছর ধরি “তদবির” লিখি।

- ৬১৮.

  ডিজিটাল সেবা এসেছে—
  কিন্তু আমার বাবার নাম
  ঠিক করাতে এখনো
  চা খাওয়াতে হয় অফিসারকে।

- ৬১৯.

  তুমি NID চেক করো অনলাইনে,
  আমি ইউনিয়ন অফিসে ঘুরে ঘুরে
  ড্রাইভার আঙ্কেলকে ফোন দিই।

- ৬২০.

  তারা বলে “নগর হবে স্মার্ট”,
  আর আমি গাঁয়ে বসে দেখি—
  একটা জন্ম সনদ তুলতে
  চারটা ফোন লাগে, আর এক কাপ চা।

- ৬২১.

  ডিজিটাল বাংলাদেশ,
  আর ফরম পূরণ করবো হাতে লিখে—
  এই নাটকে আমি প্রেক্ষাগৃহ নই, দর্শকও নই—
  আমি শুধু অসহায় চরিত্র।

- ৬২২.

  সরকারি অ্যাপে আবেদন করি,
  অফিসে গিয়ে শুনি—
  "ভাই কাউকে চিনো?"
  আমি বলি, "সত্য ছাড়া আর কিছু না।"

➢ ৬২৩.

তোমার মেইল চলে গেছে—
আমারটায় "Error 403"
কারণ আমার পরিচিত কেউ নেই
পরিচালকের ভাতিজা।

➢ ৬২৪.

তুমি বলো, “প্রক্রিয়া চলে অনলাইনে”—
আমি বলি, “তদবিরটা চলে অফলাইনে।”

➢ ৬২৫.

AI দিয়ে চলবে সরকার,
AR দিয়ে হবে শিক্ষা—
কিন্তু বৃত্তি পাবার আগে
আজও দরকার মামার কল।

জুলাই ২০২৪

- ৬২৬.

জুলাই ২০২৪—
তারা বলেছিল আলো আসবে,
আমরা দেখেছি
স্ট্রিটলাইটের নিচে লাশ পড়েছে।

- ৬২৭.

তারা বলেছিল সংলাপ,
আমরা চেয়েছিলাম বিচার—
তারা এসেছিল ক্যামেরা নিয়ে,
আমরা ফিরেছি খালি কফিনে।

- ৬২৮.

তারা রাষ্ট্রে ছিল,
আমরা রাস্তায়—
তাদের হাতে ছিল অনুমতি,
আমাদের হাতে শুধু বিপন্নতা।

- ৬২৯.

তুমি বলেছিলে প্রশ্ন করবো,
আমি বলেছিলাম করবে—
তখন গুলি এসেছিল
তোমার উত্তর থামাতে।

- ৬৩০.

জুলাইয়ের রোদ গরম ছিল না,
আমার ভাইয়ের গায়ে
টিয়ারশেলের পোড়া দাগ ছিল।

- ৬৩১.

পুলিশি বুটের নিচে
বিচার চাওয়ার অপরাধ ছিল—
জুলাই বলেছে,
অন্যায়ের সংবিধান তৈরি হচ্ছে।

- ৬৩২.

আমি চাইনি শ্লোগান,
আমি চেয়েছিলাম শিক্ষা—
তারা ফিরিয়ে দিয়েছে
মিথ্যা মামলা আর অনির্বাচিত রেজাল্ট।

- ৬৩৩.

জুলাই ২০২৪ বলেছিল “শান্তি”—
কিন্তু শান্তি এসেছিল
সাইলেন্সারে মোড়া শব্দে।

- ৬৩৪.

কেউ বলেছিল,
“সব ঠিক হয়ে যাবে”—
কিন্তু আমার বোন আজও জানে না,
তার ভাই তিন নাম্বার লাশ ছিল।

- ৬৩৫.

জুলাই এখন ব্যানারে, পোস্টারে, স্মরণে—
কিন্তু তখন ছিল চোখে গ্যাস, বুকে কান্না, আর গলায় কাঁটা।

রক্তমাখা শার্ট

- ৬৩৬.

একটা শার্ট ঝুলে আছে,
কোণায় নয়, ইতিহাসের মাঝখানে—
সে কথা বলে না,
সে হুংকার দেয়।

- ৬৩৭.

রক্ত শুকিয়ে গেছে বহু আগেই,
কিন্তু গন্ধটা এখনো
রাষ্ট্রের ভিত কাঁপায়।

- ৬৩৮.

ওই শার্টে কফি নেই,
ওটা 'অ্যাক্সিডেন্ট' নয়—
ওখানে রয়েছে
প্রতিবাদের প্রতিজ্ঞা।

- ৬৩৯.

যেদিন আবার অত্যাচার নামবে,
সেদিন ওই শার্ট
বর্ম হয়ে উঠবে আমার গায়ে।

- ৬৪০.

ওই শার্টে যতটুকু দাগ,
তার চেয়ে ঢের বেশি
রক্ত লুকিয়ে আছে রাষ্ট্রের বিবেকহীনতার ফাইলে।

জুলাইয়ের শকুনেরা

➢ ৬৪১.

তারা তো শুধু ঝাঁপায়—
রক্তের গন্ধেই আসে,
কিন্তু আগের রাতের আতঙ্ক
তাদের ঘ্রাণশক্তির বাইরে।

➢ ৬৪২.

তারা বলেছিল,
সবকিছু 'নিয়ন্ত্রণে'—
আর আমি তখন জানালায় দাঁড়িয়ে
একটা প্রাণ বাঁচাতে কাঁদছিলাম।

➢ ৬৪৩.

শকুনদের চোখে
আশা মানে বোকামি,
কারণ তারা কোনোদিন
ভবিষ্যৎ দেখে না— শুধু লাশ চায়।

➢ ৬৪৪.

তারা রাত জাগে না,
শুধু লাশের খবরে জাগে।
জুলাইয়ের নির্ঘুমতা
তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় না।

➢ ৬৪৫.

তারা জুলাইকে দেখে
একটা ফেসবুক পোস্ট,
আমরা জুলাই দেখি
একটা ছিন্নভিন্ন স্বপ্নের ব্যানার।

➢ ৬৪৬.

উৎকণ্ঠা কি জিনিস—
যারা পাখির মতো উড়ে যায় ক্ষমতার কাঁধে,
তারা কিভাবে বুঝবে
আমার মায়ের সারা রাতের চোখের অশ্রু?

- ৬৪৭.

তারা বুঝবে না—
তুমি কেন একটা শার্ট
রক্তমাখা রেখেছো যত্নে,
কারণ তাদের চোখে বুলেট আর বাস্তবতা সমান শব্দ।

- ৬৪৮.

তাদের রিমোট কন্ট্রোলে
নিরাপত্তা 'অফ' করে দিলেই
মৃত্যুর দায় ঘুচে যায়—
কিন্তু আমরা তো পিছনের রক্ত দেখেছি!

- ৬৪৯.

তুমি বলেছিলে,
প্যানিক করিস না—
আমি বলি,
জুলাই ছিল না কোনো নাটক,
এটা ছিল বাঁচার সর্বশেষ চেষ্টা।

➢ ৬৫০.

শকুনেরা উপরে উড়ে যায়—
আর নিচে পড়ে থাকে
একজনের ছিন্ন বিশ্বাস।

মুক্তির নেশা

- ৬৫১.

মৃত্যুর ভয় ভুলিয়ে দেয়
কেবল একটাই অনুভব—
মুক্তি।
যেটা বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে: "আর না!"

- ৬৫২.

তারা ভাবে, আমরা পাগল—
কারণ জীবনের মায়া ছেড়েছি।
তারা জানে না,
জীবনের মানেই বদলে দিতে চেয়েছি।

- ৬৫৩.

মুক্তির নেশা এমন,
যেটা বুকে শ্বাস নেয় না,
লাশে জেগে থাকে।

- ৬৫৪.

একজন যখন পথে নামে
জীবনের বিনিময়ে,
জানবে— সে স্বাধীনতা চায়নি,
সে অস্তিত্বের দায় মেটাতে নেমেছে।

- ৬৫৫.

তুমি শ্বাস নিতে পারো,
আর কেউ যেন দমবন্ধে না থাকে—
এই চাওয়াটাই বিপ্লব।

- ৬৫৬.

মুক্তি মানে শুধু পতাকা না,
মুক্তি মানে ঘরে ফেরা—
জ্যান্ত, সম্মানে, স্বাভাবিকভাবে।

- ৬৫৭.

আমার বোন জিজ্ঞেস করেছিল,
"ভাই তুমি জীবন নিয়ে খেলো কেন?"
আমি বলেছিলাম—
"জীবন যে খেলেই না, সে কখনো জেতে না।"

- ৬৫৮.

মুক্তির জন্য নামা মানে
শুধু শ্লোগান নয়—
নিজেকে হারাতে জানাও এক ধরণের কবিতা।

- ৬৫৯.

তারা বলেছে,
"তোমার তো সব ছিল, কেন এই ঝুঁকি?"
আমি বলেছি—
"তোমার মতো নির্বিকার বেঁচে থাকাটা
আমার কাছে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক।"

- ৬৬০.

কখনো কখনো
একটি শার্টে জমে থাকা রক্তই প্রমাণ করে,
একজন কতটা মুক্ত হতে চেয়েছিল।

নির্মম জুলাই

- ৬৬১.

  জুলাইয়ের রোদে
  কেউ পোড়েনি—
  পোড়েছিল
  আস্থা, স্বপ্ন, আর সংবিধান।

- ৬৬২.

  পত্রিকায় শুধু সংখ্যা,
  আমার জন্য
  ওগুলো ছিল
  চেনা মুখ, বন্ধুর মুখ।

- ৬৬৩.

  জুলাই কাঁদেনি,
  কারণ সে ছিল ব্যস্ত—
  লাশ গোনা, আর পোস্ট মডার্ন স্ট্যাটাস আপডেটে।

➢ ৬৬৪.

ক্যামেরার ফ্ল্যাশে
তোমার মৃত্যু আলো পেল—
কিন্তু তোমার
আদর্শ অন্ধকারেই চাপা পড়ে রইল।

➢ ৬৬৫.

তারা চা খাচ্ছিল মন্ত্রণালয়ে,
আমরা পালাচ্ছিলাম গলির ধারে—
জুলাই ছিল
নির্বিকার রাষ্ট্রের প্রতিবিম্ব।

➢ ৬৬৬.

একটা মেয়ের চোখে
জুলাই মানে প্রেমিকের মৃত্যু,
একটা মায়ের চোখে
জুলাই মানে দোতলার বারান্দা থেকে পতাকা নামানো।

➢ ৬৬৭.

জুলাইয়ের প্রতিটা দিন
ছিল প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা—
যার উত্তর ছিল শুধু গুলির শব্দে।

- ৬৬৮.

  নির্মমতা যখন নিয়ম হয়,
  জুলাই তখন
  ক্যালেন্ডারে নয়, রক্তে লিখা ইতিহাস।

- ৬৬৯.

  তুমি বলেছিলে, "আহ্... "
  আমি বললাম—
  "আহা বলতে না পারার কারণই তো জুলাই।"

- ৬৭০.

  জুলাই শেষ হয়েছে—
  কিন্তু আমার জানালায়
  আজও কাঁপে চোখে পড়া গুলি।

➢ ৬৭১.

বুকে বই, হাতে ব্যানার—
তাদের কেউ জানত না সে হবে ইতিহাস,
তবু নামে, কারণ
অন্যায় দেখে না থাকা মানে গুম হওয়া।

➢ ৬৭২.

ছাত্রেরা চেয়েছিলো অধিকার,
রাষ্ট্র দিয়েছিলো গুলির লাইসেন্স।
তাদের ব্যারিকেডের ওপারেই
স্বাধীনতা আবার জন্ম নিয়েছিল।

➢ ৬৭৩.

শেখ হাসিনা পতনের আগেই
তার চারপাশে পতন নেমে এসেছিল—

বিশ্বাসের, আস্থার,
ছাত্রজনতার ধৈর্যের।

- ৬৭৪.
কোটা সংস্কার ছিল না
কেবল চাকরির দাবি—
এটা ছিল সমতার চূড়ান্ত পরীক্ষা।
- ৬৭৫.
তাদের চোখে শুধু একটিই স্বপ্ন—
একটি রাষ্ট্র, যেখানে যোগ্যতা হবে মানদণ্ড,
তদবির নয়।
- ৬৭৬.
"গণতন্ত্রের মা" বলা হতো যাকে,
তার হাতেই জন্ম নিয়েছিল
একটি প্রজন্মের মৃত্যু।

- ৬৭৭.
ক্যাম্পাস, গেট, গলির মোড়—
সব জায়গাতেই তখন
স্বতঃস্ফূর্ত ইতিহাস রচনা হচ্ছিল।

- ৬৭৮.

  একদিন ঠিক বইয়ে পড়বে শিশুরা—
  "২০১৮ থেকে ২০২৪,
  এটাই ছিল বাঙালির দ্বিতীয় জাগরণ।"

- ৬৭৯.

  রাতের আঁধারে যার পতন হয়েছিল,
  তার পতাকার রঙ বদলায়নি—
  বদলে গেছে শুধু
  নির্বাচনের সংজ্ঞা।

- ৬৮০.

  স্বচক্ষে দেখা মুক্তির ইতিহাস
  লেখা হয় না কাগজে—
  এটা লেখা থাকে
  একটা ছাত্রের দগ্ধ চোখে,
  একটা মায়ের কাঁপা কণ্ঠে,
  আর আমাদের ভবিষ্যতের শপথে।

দেয়ালের জবানবন্দি

➢ ৬৮১.

দেয়ালে যা লেখা—
তা মুছে যায় না কালি দিয়ে,
ওটা লেখা ছিল
জনতার নীরব হাহাকার দিয়ে।

➢ ৬৮২.

তোমার সংবাদ সম্মেলন মিথ্যা হতে পারে,
কিন্তু দেয়ালের লেখাগুলো
রক্তমাখা সত্য।

➢ ৬৮৩.

তুমি ক্যামেরা বন্ধ করো,
পোস্টার ছিঁড়ে ফেলো—
কিন্তু দেয়ালে যে আঙুল দিয়ে লিখা,
তা ইতিহাসের ছায়া হয়ে বেঁচে থাকে।

➢ ৬৮৪.

দেয়ালগুলো এখন কবি হয়েছে,

ছাত্রেরা রং দিয়ে লিখছে
রাষ্ট্রের মুখোশ খুলে ফেলার কবিতা।

- ৬৮৫.

পোস্টার নয়—
ওগুলো ছিল চোখের পানি দিয়ে আঁকা স্বপ্ন
যা বন্দুকও থামাতে পারেনি।

দেয়ালের চিৎকার

- ৬৮৬.

দেয়ালে এক ছেলে লিখেছে—
"আমার ভাই কোথায়?"
আরেকটি লাল দাগ বলেছে,
"এই প্রশ্নেই ইতিহাস জন্মায়।"

- ৬৮৭.

তারা দেয়াল ধুয়ে ফেলে,
আমরা আবার লিখি,
কারণ রঙ শেষ হয়,
প্রতিবাদ না।

- ৬৮৮.

দেয়াল জানে
কে কবে কাঁদে,
পোস্টারের নিচে লুকানো
একটা মায়ের দীর্ঘশ্বাস পড়ে থাকে।

➢ ৬৮৯.

পুলিশ এলো ছিঁড়তে ব্যানার,
দেয়াল চুপ করে হাসলো—
কারণ ও জানে, ব্যানার যায়, বার্তা থাকে।

➢ ৬৯০.

একটা দেয়ালে লিখা ছিল—
"ফ্যাসিবাদ নিপাত যাক!"
দু’দিন পর সরকার পাল্টায়,
দেয়ালটা পাল্টায় না।

➢ ৬৯১.

রঙতুলি তো ছিল ছাত্রের,
কিন্তু ব্যথাটা ছিল
পুরো দেশের।

➢ ৬৯২.

মিছিল থেমে গেছে,
পোস্টার পড়েছে গড়িয়ে—
তবু দেয়াল বলে যায়,
"তুমি চুপ করো না!"

➢ ৬৯৩.

দেয়াল হয়ে গেছে ক্যানভাস,
প্রজন্ম হয়ে গেছে শিল্পী,
আর তুমি—
ক্ষমতায় থেকেও থেমে গেছো।

➢ ৬৯৪.

শিল্প যখন ন্যায়ের পক্ষ নেয়,
তখন পোস্টার শুধু ছবি নয়—
তখন সেটা গর্জে ওঠা ইতিহাস।

➢ ৬৯৫.

একটা দেয়াল ভেঙে দিতে পারো,
তবে ভেঙে দিতে পারবে না
তার ভেতর জন্ম নেওয়া বিদ্রোহ।

ছেঁড়া পোস্টার আর গুম হওয়া বন্ধু

- ৬৯৬.

  ওর পোস্টারে লেখা ছিল: "আমিও মানুষ।"
  আজ ও নেই,
  পোস্টারটা আছে,
  অর্ধেক ছেঁড়া, পুরোটাই সত্য।

- ৬৯৭.

  যে বন্ধু একদিন মিছিলে স্লোগান দিত,
  আজ তার নাম কাগজে নেই—
  শুধু একটা দেয়াল জানে,
  ওর নিখোঁজ হওয়ার শেষ দৃষ্টি।

- ৬৯৮.

  পোস্টার ছিঁড়েছিল পুলিশ,
  আমরা আবার লাগিয়েছিলাম—
  যেমন করে বন্ধুর স্মৃতি
  প্রতিবার গুমের পরেও ফিরে আসে।

➢ ৬৯৯.

তারা বলেছিল: “তোমার বন্ধুটি পালিয়েছে।”
কিন্তু আমি জানি—
ভয়ের দেশ নয়,
তাকে গিলে খেয়েছে ক্ষমতার আঁধার।

➢ ৭০০.

আমরা প্রতিদিন নতুন ব্যানার বানাই,
নতুন মুখ আঁকি,
তবু মাঝরাতে দেয়াল জিজ্ঞেস করে—
“পুরোনো বন্ধুটার কি খবর রে?”

➢ ৭০১.

একটা গুম হওয়া নাম,
একটা ছেঁড়া পোস্টার,
আর একটা ব্যথা—
এভাবেই তৈরি হয় ইতিহাস।

- ৭০২.

  বন্ধুর নাম আজ দেয়ালে,
  ছবি নেই—
  কেননা ছবি তোলা বারণ ছিল
  ওর শেষ মিছিলে।

- ৭০৩.

  জন্মদিন এলেও,
  বন্ধুটিকে ট্যাগ করা যায় না,
  কারণ তার প্রোফাইল এখন
  “Memorialized.”

- ৭০৪.

  তুমি যাকে ‘গুম’ বলো,
  আমি তাকে বলি—
  প্রতিবাদের স্থায়ী প্রতীক।

- ৭০৫.

  ওর ব্যাগে ছিল বই,
  মিছিলে ছিল কণ্ঠ,
  রাত হলে নিখোঁজ—
  ও ছিল রাষ্ট্রের ভয়।

মিছিলের পায়ের শব্দ

➢ ৭০৬.

সামনে ব্যারিকেড,
তবু পায়ের শব্দ গর্জে উঠে—
কারণ এই মিছিল
তর্জনী হয়ে ওঠে যখন রাষ্ট্র কানে তুলো দেয়।

➢ ৭০৭.

তারা বলেছিলো, “মিছিল থামাও!”
আমরা বলেছিলাম,
“পথে থাকা মানেই বেঁচে থাকা।”

➢ ৭০৮.

একবার যারা হাঁটে—
তাদের বুক থেকে মুছে যায় ভয়।
ওই পায়ের শব্দেই
গড়ে ওঠে পতনের পূর্বসন্ধ্যা।

- ৭০৯.

মিছিল মানে শুধু ভিড় না,
ওটা হল শত একক আর্তনাদের সম্মিলিত উচ্চারণ।

- ৭১০.

তুমি গুলি ছুঁড়লে—
আর আমরা তখনও হাঁটছিলাম,
কারণ জুলুমের চেয়ে মিছিল অনেক বেশি জীবন্ত।

- ৭১১.

আমার বন্ধু বলেছিল,
"আজকের পায়ের শব্দে কাঁপে ভবিষ্যতের ইতিহাস।"
আমি আজ বুঝি—
ও ঠিকই বলেছিল।

- ৭১২.

ওরা ফাঁকা গুলি ছুঁড়েছে,
আমরা ছুঁড়েছি কণ্ঠস্বর—
তবু ওরা ভয় পায়
পায়ের নিচে কাঁপা রাজপথকে।

➢ ৭১৩.

একজন ছাত্র, একজোড়া জুতা,
একটা ব্যানার, আর শত স্লোগান—
তাতেই কেঁপেছে মসনদ,
তাতেই গড়েছে জনগণ।

➢ ৭১৪.

মিছিল কখনো থামে না,
শুধু নামে পরিবর্তন হয়—
আজকে কোটা, কালকে ভোট,
অন্যদিনে সাম্য ও সম্মান।

➢ ৭১৫.

তারা পারবে না থামাতে—
যতদিন একটা হৃদয় পায়ের সাথে কথা বলে,
ততদিন থাকবে
মিছিলের শব্দ, ইতিহাসের পদচিহ্ন।

একটি বুলেটহীন বিদ্রোহ

- ৭১৬.

  এবার আমরা গুলি চালাব না—
  শব্দ দিয়েই জবাব দিবো,
  কারণ ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য
  রক্ত নয়, সাহস লাগে।

- ৭১৭.

  তারা লাঠি তুলবে,
  আমরা তুলবো কলম—
  তারা হয়তো একদল,
  আমরা তো একটা প্রজন্ম!

- ৭১৮.

  এই বিদ্রোহে
  ছুরি নেই, চিৎকার নেই,
  আছে শুধু এমন চোখ
  যা তোমার ভণ্ড মুখোশ ভেদ করে।

➢ ৭১৯.

বুলেটহীন বিদ্রোহ মানে
শান্ত, ধীর, তবু অদম্য—
যেটা জলধারার মতো
চুপচাপ গড়িয়ে ভাসিয়ে নেয় সব মিথ্যে।

➢ ৭২০.

আমরা বই হাতে হাঁটবো,
তারা লাঠি হাতে দৌড়াবে—
তুমি দেখো,
শেষ হাসিটা কাদের হবে।

➢ ৭২১.

এই বিদ্রোহ রক্ত চায় না,
তবু শাসক কাঁপে—
কারণ ও জানে,
চেতনার গুলি বুলেটপ্রুফ কিছু নয়।

- ৭২২.

  আমরা ঘুষি মারব না,
  তবু তোমার ভ্রু ভেঙে যাবে—
  কারণ আমরা প্রশ্ন করি,
  যা ফ্যাসিস্টের সবচেয়ে বড় ভয়।

- ৭২৩.

  এই বিদ্রোহে
  নেই কোনো লাশ,
  তবু আছে অসংখ্য
  জীবন্ত বিবেকের জাগরণ।

- ৭২৪.

  তারা পারবে না ঠেকাতে—
  একটা মুখর জনতা,
  যার অস্ত্র শুধু
  প্রতিবাদের যুক্তি আর পদক্ষেপ।

➢ ৭২৫.

বুলেট নেই, বারুদের গন্ধ নেই,
আছে শুধুই একটা চাওয়া—
যেখানে রাষ্ট্র মানে সেবা,
না যে শোষণ।

➢ ৭২৬.

প্রথমে কেউ কথা বলেনি,
সবাই তাকিয়ে ছিলো, চুপচাপ—
তবে নীরবতাও একদিন
প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রের সামনে।

➢ ৭২৭.

একটা হাত উঠেছিল,
তারপর একজোড়া চোখ বলেছিল ‘না’—
সেখান থেকেই
প্রতিবাদ জন্ম নেয়া শুরু করে।

- ৭২৮.

একেকটি কণ্ঠ মিলে গিয়েছিল
একটি অভিন্ন হাহাকারে—
তারা বলেছিল,
“এবার গলার স্বর এক করো।”

- ৭২৯.

ব্যানার ছাপা হলো, পোস্টার আঁকা—
পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে
রাজপথে ছড়িয়ে পড়লো দাবির মতো।

- ৭৩০.

তারা বলেছিল— গুলি হতে পারে,
তবু কেউ পিছু হটেনি,
কারণ তারা জানতো,
ভয় পেলে ইতিহাস লেখা যায় না।

➢ ৭৩১.

রাষ্ট্র প্রথমে হেসেছিল,
তারপর হুমকি দিল,
শেষে কাঁপলো—
কারণ ওরা তো গুলি ছাড়াই সব কেঁপে দিচ্ছিল।

➢ ৭৩২.

একটা ক্যাম্পাস,
তারপর একটা শহর,
তারপর পুরো দেশ বললো—
"এবার বদলাও।"

➢ ৭৩৩.

লাঠি নেমেছিল কারও পিঠে,
তবু সে বলেছিল—
"এই ব্যথা আমায় থামাবে না,
আরও জোরে বলবো।"

➢ ৭৩৪.

সংসদে ভয়, মন্ত্রীদের মুখ থমথমে—
জনতার জেগে ওঠা ছিল
একটা নিরস্ত্র যুদ্ধের জাগরণ।

➢ ৭৩৫.

শেষে জিতেছিল তারাই,
যারা কেবল হাঁটতে জানতো,
লিখতে জানতো,
আর ভাঙতে জানতো নীরবতার দেয়াল।

একটি বুলেটহীন বিদ্রোহ — (পর্ব ২)

- ৭৩৬.

  ওরা শিরোনাম বদলে দিল,
  ছবির পাশে লিখলো "উসকানি" —
  তবু চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল
  ওরা ভয় পেয়েছে শব্দের জোয়ারে।

- ৭৩৭.

  পোস্ট মুছে গেল,
  প্রোফাইল থেমে গেল—
  কিন্তু বার্তা চলে গেল
  এক বন্ধুর মেসেজ, আরেকজনের মুখে।

- ৭৩৮.

  মা বললো: "তুই যাবি না মিছিলে",
  ভাই বললো: "বাঁচা লাগবে আগে"—
  তবু মন বললো,
  "বাঁচতে গেলে হাঁটতেই হবে।"

- ৭৩৯.

সব বন্ধুই বাসায় ফিরেছে,
তুমি একা বসে আছো—
তোমার কলম তখন
একটা নতুন বিপ্লব লিখে।

- ৭৪০.

বন্ধুকে গুম করেছে,
ব্যানার ছিঁড়েছে—
তবু কাঁদতে কাঁদতে বলেছি—
"এই কান্নাই তোমাদের পতনের শুরু।"

- ৭৪১.

কেউ এলো ক্যামেরা নিয়ে,
কেউ এলো চুপচাপ—
তুমি বুঝলে,
কে বিপ্লবী, আর কে কনটেন্ট ক্রিয়েটর।

➢ ৭৪২.

তাদের মধ্যেও বিভাজন,
কিছু নেতা চুপ—
কারণ বুলেট না থাকলেও
লোভে বহু বিপ্লব হারে।

➢ ৭৪৩.

তবু সকলে ফিরে আসে,
ভুলে যায় মতভেদ—
কারণ ইতিহাস কেবল
একত্রেই লেখা যায়।

➢ ৭৪৪.

একটা দাবি মেনে নেওয়া হয়,
পত্রিকা লেখে "জনতার জয়"—
তবু পথচলা থামে না,
কারণ চূড়ান্ত ন্যায় এখনো দূরে।

➢ ৭৪৫.

শেষে সে দাঁড়ায় ব্যানার হাতে,
চোখে আগুন, মুখে একটিই বাক্য—
"আমার অস্ত্র সত্য, আমার জয় অবধারিত।"

একটি বুলেটহীন বিদ্রোহ — (পর্ব ৩)

- ৭৪৬.

  ক্লাস হয়নি, তবু ছাত্রেরা জেগেছে—
  বোর্ড নয়, ব্যানার দেখে
  তোমার আসন আজ খালি।

- ৭৪৭.

  মাথার উপর রোদ ঝরে,
  তবু কেউ ছাতা খোলে না—
  কারণ,
  তাদের কণ্ঠই ছায়া হয়ে উঠেছে একে অপরের।

- ৭৪৮.

  ওরা চোখে তাকায় না,
  তবু হাত তোলে—
  কারণ তারা জানে,
  তুমি শুধু বিক্ষোভ নও, তুমি ভয়হীন।

➢ ৭৪৯.

“আমার শরীর, আমার অধিকার!”—
এই এক বাক্যে
পুরো রাষ্ট্র শিউরে ওঠে।

➢ ৭৫০.

একটা ভাইরাল ছবি,
একটি রক্তাক্ত পা,
একটা হাসিমুখ—
এইভাবেই বিপ্লব নতুন জন্ম পায়।

➢ ৭৫১.

পাঁচটা টিভি চ্যানেল চুপ,
তবু ফেসবুক লাইভে গর্জে ওঠে জনতা—
কারণ সত্য এখন
নিউজ রুমে নয়, রাস্তায়।

➢ ৭৫২.

বাবা বললেন, “রাজনীতি করিস না”
আমি বললাম—
“বাবা, আমি তো মানুষ হতেই চেয়েছি।”

➢ ৭৫৩.

একটা প্রেম ভেঙে গেছে,
কারণ আমি মিছিলে ছিলাম—
তবু সে জানে,
এই প্রেম একদিন ইতিহাসে লেখা হবে।

➢ ৭৫৪.

প্রথমে ছিল রাগ,
তারপর এলো প্রশ্ন,
সবশেষে রইল
দায়িত্ব— একটি সমাজ বদলানোর।

➢ ৭৫৫.

দিনশেষে কেউ মাইক ছাড়ায়নি,
কেউ জেতার ঘোষণা দেয়নি—
তবু মিছিল থেমেছে, রাষ্ট্র কেঁপেছে—
এটাই ছিল আমাদের বিজয়।

একটি বুলেটহীন বিদ্রোহ — (পর্ব ৪)

- ৭৫৬.

  তারা বললো, "সব স্বাভাবিক এখন,"
  কিন্তু বেঞ্চে বসে মনে পড়লো—
  এই জায়গায় একদিন
  আমরা মিছিলের প্ল্যান করতাম।

- ৭৫৭.

  গ্রুপ ফটোয় ওর জায়গাটা খালি,
  স্ট্যাটাসে কেউ লিখে না এখন—
  তবু অন্তরে জ্বলতে থাকে
  একটা গুম হওয়া স্লোগান।

- ৭৫৮.

  ব্যাগের ভেতর মুড়ে রাখা ব্যানার,
  তাতে এখন আর রং ঝরে না—
  তবু চোখ মেলে দিলে
  আবারও সেই সড়ক শুনি।

- ৭৫৯.

  আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে,

আমি পোস্ট করেছিলাম—
“নেমে আসো!”
আজ শুধু দেখি—
কমেন্টে আর কেউ নেই।

- ৭৬০.

সে একদিন হাঁটতো সামনে,
আজ রাজনীতি মানেই ‘ঝামেলা’ বলে দূরে থাকে—
তবু জানি,
ওর ভিতরে এখনও আগুন জ্বলে।

- ৭৬১.

বইয়ের পাতায় মার্শাল ল,
পাশেই আমাদের প্ল্যাকার্ড,
স্মৃতি গিলে খায় বর্তমানকে,
এভাবেই জেগে থাকে ইতিহাস।

- ৭৬২.

“আপনি কি আগে আন্দোলনে ছিলেন?”
—জবাব: “না, আমি শুধুই একজন পাঠক।”
তবু বুকের ভিতর বাজে—
“তবুও আমি হেঁটেছিলাম…”

- ৭৬৩.

সে বলেছিল,
“তুমি বিপ্লবী নাকি শুধু কষ্টপ্রেমী?”
আমি বলেছিলাম,
“কষ্টই তো আমাদের চেতনার আগুন।”

- ৭৬৪.

মা এখনো বলে—
“মিছিলে যাস না তো?”
আমি হাসি,
কারণ তার জানা নেই,
আমি কখনো মিছিল ছাড়িনি।

➢ ৭৬৫.

সব শান্ত, কিছুই নেই আজ,
তবু বাতাসে এখনও
একটি বুলেটহীন বিদ্রোহের গন্ধ লেগে থাকে।

একটি বুলেটহীন বিদ্রোহ – পর্ব ৫:

"আমরা কেন বিদ্রোহ করেছিলাম?"

- ৭৬৬.
  তারা বলতো, "এভাবেই চলে আসছে"—
  আর আমরা জিজ্ঞেস করতাম,
  "চলে আসা মানেই কি চলতে দিতে হবে?"

- ৭৬৭.
  তারা মিথ্যার ফাইল পাস করতো,
  সত্যের ফাইল খুঁজে পাওয়া যেত না—
  তাই আমরা বলেছিলাম,
  "একদিন তোমার ডেস্কেই ঝড় উঠবে।"

➢ ৭৬৮.

আমরা বই পড়তাম,
তারা চোখ রাখত ক্যাম্পাসে—
প্রশ্ন করলেই নিখোঁজ?
তাহলে আমরাই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ালাম।

➢ ৭৬৯.

আমরা লাশ দেখতাম,
ওরা হেডলাইন দিত “সহিংসতা”—
তাই আমরা কলমে লিখলাম,
“রক্ত মুছে দিলে ইতিহাস মুছে না।”

➢ ৭৭০.

মেধার মানে ছিল তদবির,
পরীক্ষার মানে ছিল চেনাজানা—
তাই আমরা রাস্তায় এসে বলেছিলাম,
“আমরাও মানুষ, সুযোগ চাই।”

➢ ৭৭১.

আমরা স্বপ্ন দেখতাম,
তারা বাজেট কাটতো—
আমরা ক্যারিয়ার খুঁজতাম,
তারা নিয়োগ বিক্রি করতো।

➢ ৭৭২.

তারা আমাদের দেখতো ভেড়া মনে করে,
তাই আমরা গর্জে উঠেছিলাম—
“এই ছায়ারাও একদিন সূর্য হয়।”

➢ ৭৭৩.

আমরা ভোট চাইতাম,
তারা জবাব দিত গুলি—
তাই আমরা বলেছিলাম,
“ভয় আর ভোট একসাথে চলে না।”

➢ ৭৭৪.

তারা ভাবতো আমরা গেম খেলে সময় কাটাই—
তারা জানতো না,
আমাদের বুকের ভেতর
শত বছরের বঞ্চনার আগুন আছে।

- ৭৭৫.

  এই একটাই ছিল মূল কারণ—
  আমরা শুধু মানুষ হতে চেয়েছিলাম,
  আর তারা মানুষকে
  "বিদ্রোহী" বানিয়ে দিয়েছে।

একটি বুলেটহীন বিদ্রোহ — পর্ব ৬:

“রাষ্ট্রের মুখোমুখি এক কিশোর”

- ৭৭৬.

তুমি বলো— আমি শিশু, আমি বোঝিনা,
কিন্তু এই বুকেই তো লুকিয়ে ছিল
তোমার বিরুদ্ধে প্রথম 'না' শব্দটা।

- ৭৭৭.

তোমার চেয়ার আর এসি ঘর,
আমার ভাঙা স্যান্ডেল আর ধুলো—
তবু আমিই নেমেছিলাম সড়কে,
কারণ অন্যায় চিনতে ডিগ্রি লাগে না।

- ৭৭৮.

তুমি ব্যারেল তুললে,
আমি তুললাম ব্যানার—
আমরা দুজনই তাকিয়েছিলাম একে অপরের দিকে,
তুমি ভয় দেখাতে, আমি ইতিহাস লিখতে।

➢ ৭৭৯.

প্রশ্ন করেছিলাম, উত্তর চেয়েছিলাম—
তুমি টিয়ার গ্যাস দিলে।
তোমার নীতি কি এতটাই দুর্বল যে
একটা কিশোরের প্রশ্নে ভেঙে পড়ে?

➢ ৭৮০.

শ্লোগান মুখস্থ করিনি,
তবু তোমার চোখে আমি
'রাষ্ট্রবিরোধী' হয়ে উঠেছিলাম—
কারণ চুপ থেকে যন্ত্রণাটা সহ্য করতে পারিনি।

➢ ৭৮১.

আমার মা শিখিয়েছে— মাথা উঁচু করে হাঁটতে,
তোমার পাঠ্যবই নয়, আমার রক্তই বলেছে,
তুমি ন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে, আমি সামনে দাঁড়াবো।

➢ ৭৮২.

আমি ভাইবা বোর্ডে যাইনি,
তোমার পার্টি অফিসেও না—
তবু বিশ্বাস করো,
এই দেশের ভবিষ্যতের নাম আমি।

➢ ৭৮৩.

তুমি যদি গুলি করো,
আমার শরীর পড়বে হয়তো মাটিতে—
কিন্তু আমার সাথীরা বলবে,
"এই রক্তে জন্ম নেবে আরো শত কিশোর।"

➢ ৭৮৪.

তুমি ভয় পেয়েছিলে আমাকে,
আমার চোখে ছিল আগুন নয়—
মানবিকতার শিখা।

➢ ৭৮৫.

তুমি ভেবেছিলে আমি ক্লান্ত হবো,
শান্ত হবো, ভুলে যাবো—
কিন্তু আমি এখনো আছি,
লিখছি, হাঁটছি, জেগে আছি।

“যে শোক রাষ্ট্র ভুলে যায়, আমরা তা লিখে রাখি”

- ৭৮৬.

  রক্তমাখা শার্টটা ধুইনি,
  কারণ রক্ত ধুয়ে গেলেও
  স্মৃতি মুছে না, ইতিহাস থামে না।

- ৭৮৭.

  বন্ধুটা মিছিলে গিয়ে ফিরল না—
  তার নামটাও আর উচ্চারিত হয় না টিভিতে,
  তবু রাতে তার ছবির পাশে বসে
  আমি এখনও চোখ ভিজাই।

➢ ৭৮৮.

সে চিৎকার করে কাঁদে না,
চোখে পানি নেই—
তবু তার গলার নিচে জমে থাকা নীরবতা
আমার ভিতর কাঁপন তোলে।

➢ ৭৮৯.

তারা পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে,
শ্লোগান মুছে দেয়—
কিন্তু জানে না,
এই দেয়াল গুলোই একদিন যাদুঘর হবে।

➢ ৭৯০.

সে প্রথম গলায় বলেছিল—
"এই রাষ্ট্র অন্যায় করছে"—
আজ তার নাম কেউ জানে না,
তবু তার কণ্ঠই আমাদের ভিতরে বাজে।

➢ ৭৯১.

সে জানতো সে আর ফিরবে না,
চিঠিটাও শেষ মুহূর্তে লেখা হয়নি—
তবু আমি কল্পনায় সেই চিঠি পড়ি
আর মনে হয়, ভালোবাসাও একপ্রকার বিদ্রোহ।

➢ ৭৯২.

তারা বলবে— "সময় ঠিক সব ভুলিয়ে দেয়"
আমরা বলি— "কিছু রক্ত
শুকায় না কখনোই— শুধু আগুন জ্বালায়।"

➢ ৭৯৩.

তুমি বলো ভুলে যাও,
ভুলে যাও আন্দোলন,
ভুলে যাও বুলেট—
কিন্তু বলো তো—
আমার চোখে যে সেই রাত এখনও জ্বলছে,
তাকে কী দিয়ে ভুলাবো?

➤ ৭৯৪.

রাষ্ট্র হয়তো শোকপত্র ছাপে না,
কিন্তু আমরা লিখে রাখি দেয়ালে, গানে, কবিতায়—
কারণ ইতিহাস লিখতে গেলে
রক্তের বানান জানতে হয়।

➤ ৭৯৫.

তারা নেই পাশে,
তবু তারা দাঁড়িয়ে আছে সময়ের পাশে—
তাদের হারিয়েই আমরা শিখেছি—
কীভাবে বাঁচতে হয়।

"নতুন দিনের নামে রেখে যাওয়া চিঠি"

- ৭৯৬.

  এই চিঠি রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে নয়,
  এই চিঠি সংসদের নয়—
  এই চিঠি সেই শিশুর কাছে,
  যে ২০৪০-এ দাঁড়িয়ে বলবে—
  "তারা একদিন কিছু বদলে দিয়েছিল।"

- ৭৯৭.

  যদি কখনো জানতে চাও,
  কোথা থেকে এ স্বাধীনতা এলো—
  জেনে রেখো,
  তোমার ঠাকুর্দা একদিন ব্যানার হাতে
  জেগে উঠেছিলেন রাতে।

- ৭৯৮.

তুমি যখন স্কুলে পড়বে,
তোমার বইয়ের পেছনের পাতায় থাকবে—
“২০২৪ সালে ছাত্ররা বুলেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল”
আর তুমি বলবে—
“আমারই দাদাভাই তো!”

- ৭৯৯.

তুমি যদি ভোট দিতে পারো,
ভয় ছাড়া কথা বলতে পারো—
জানো তবে,
সেটা একদল কিশোরের কান্না আর বিদ্রোহের ফল।

- ৮০০.

তুমি হয়তো জানবে না,
আমরা কত রাত জেগেছিলাম—
কিন্তু আমরা জানতাম,
তোমার স্বপ্নের দাম দিতে হয় আমাদের ঘুমে।

- ৮০১.

আমরা রাস্তায় ছিলাম,
তুমি যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে পারো—
আমরা ব্যারিকেড ঠেলেছি,
তুমি যেন সীমানা ছাড়িয়ে ভাবতে পারো।

- ৮০২.

তুমি যদি একদিন নেতা হও,
স্মরণ রেখো—
ক্ষমতা দখলের চেয়ে দায়িত্ব অনেক পবিত্র।

- ৮০৩.

আর যদি কোনোদিন ভুল পথে যাও,
আরেকটি প্রজন্ম যেন আমাদের মতোই বলে—
“না, যথেষ্ট হয়েছে।”

➢ ৮০৪.

এই চিঠি শুধু ইতিহাস নয়,
এই চিঠি একরাশ বিশ্বাস—
তুমি ভাঙবে, গড়বে, প্রশ্ন করবে—
এবং ভালোবাসবে।

➢ ৮০৫.

তোমার নামে রেখে যাওয়া চিঠির
শেষ লাইনটুকু হোক এরকম—
"আমরা হারাইনি, আমরা তো শুধু রক্ত দিয়েছি,
তুমি যেন বাঁচতে পারো।"

“শেষ নয়— শুরু”

- ৮০৬.

  আমরা ক্লান্ত হয়েছিলাম ঠিক,
  কিন্তু থেমে যাইনি—
  কারণ অন্যায় থেমে যায় না,
  আর তাই ন্যায়ও থেমে থাকতে পারে না।

- ৮০৭.

  তারা ভেবেছিল, গুলি চলবে,
  ভয়ে থেমে যাবে সব—
  তারা জানত না,
  আমরা কাগজ দিয়ে বিপ্লব গড়তে জানি।

- ৮০৮.

  মিছিল থেমেছে হয়তো,
  কিন্তু শব্দ এখনো বাতাসে—
  যেখানে অনিয়ম থাকবে,
  সেখানে সেই শব্দ আবার জেগে উঠবে।

- ৮০৯.

  রাষ্ট্র ভুলে যেতে চায়,
  প্রজন্ম নয়—
  আমরা লিখে রাখি, যেন কেউ ভুলে না যায়
  কে কে রক্ত দিয়েছিল, কেন দিয়েছিল।

- ৮১০.

  তারা ভাবছে বিদ্রোহ শেষ,
  তুমি জানো না—
  এটাই তো শুরু,
  এই যাত্রা অস্থিরতা নয়, আলোর সন্ধান।

- ৮১১.

  চোখে কান্না থাক, হৃদয়ে ক্ষত থাক—
  তবু পেছনে নয়,
  এই যাত্রা সামনে যাওয়ার,
  এই যাত্রা নির্মাণের।

➢ ৮১২.

সংবাদপত্র ছাপেনি,
টিভি চ্যানেল বলেনি—
কিন্তু ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি জানে,
আমরাই ছিলাম আসল সংবাদ।

➢ ৮১৩.

আমরা শুরু করেছি,
তুমি শেষ করবে না—
তুমি লিখে যাবে আরও,
যেখানে আমরা থেমেছি।

➢ ৮১৪.

এই যুদ্ধ ব্যারেল আর বারুদের নয়,
এই যুদ্ধ বিবেক আর বিবেকহীনতার—
এখানে বুলেট হারে,
মানুষ জেতে।

➢ ৮১৫.

শেষ বলো না,
শেষ মানেই হয়তো শুরু—
কারণ, যেখানে একটি কিশোর প্রতিবাদ করে,
সেখান থেকেই ইতিহাস ফের নতুন হয়।

"দাহের পর অবশিষ্ট"

- ৮১৬

বিদ্রোহ করেছিলাম, স্বপ্নে ছিল আগুন—
আজও জ্বলছি,
তবে সে আগুনে
আর উষ্ণতা নেই, আছে নিঃশেষ।

- ৮১৭

যাকে বিদ্রোহ বলেছিলে,
সে আসলে ছিল—
ভালোবাসা থেকে জন্ম নেয়া এক আর্তনাদ।

- ৮১৮

সব ব্যারিকেড ভাঙা গেছে,
তবু হৃদয়ে এখনো
একটা অদৃশ্য দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে।

➢ 📍 ৮১৯

রক্তের উপর যে রাজনীতি গড়ে উঠেছে,
সেখানে কফি খাচ্ছে
তোমার নির্বাচিত গণতন্ত্র।

➢ 📍 ৮২০

যারা গুলি চালিয়েছে,
তাদেরও তো ঘরে সন্তান আছে—
তবু তারা মানুষ হয়নি, রাষ্ট্র হয়েছে।

➢ 📍 ৮২১

মিছিলের পরে প্রেমিকা আর ফিরে আসেনি—
সে বলেছিল,
“তুমি রাষ্ট্রকে বেশি ভালোবাসো, আমি নয়”।

➢ 📍 ৮২২

রাষ্ট্র ক্ষমা চাইনি,
আমরাও ক্ষমা করিনি—
আমরা শুধু আরেকটা ইতিহাস তৈরি করেছি।

➢ 📍 ৮২৩

যে ব্যানারে একদিন শ্লোগান দিয়েছিলে,
আজ তার নিচে
তুমি কর্পোরেট সেমিনারে বক্তৃতা দিচ্ছ।

➢ 📍 ৮২৪

আন্দোলন করেছিলাম
বিছানা হারানো রিকশাচালকের ছেলের জন্য—
আজ সে নিখোঁজ, আমি জনপ্রিয়।

➢ 📍 ৮২৫

বিপ্লব শেষে যেসব মুখ হারিয়ে যায়,
তাদের নাম খোঁজে না কেউ—
তারা চিরকাল ইতিহাসের ছায়া, নিঃশব্দ ছাপ,
যাদের স্মৃতিই হয় গীতিকার, ছন্দবাহক।

➢ 📍 ৮২৬

আমি আবার জাগবো,
যেদিন রাষ্ট্রের মুখোশ খুলবে—
কারণ আমার শ্বাস এখনো বিদ্রোহ শিখে।

➢ ৮২৭

বিরতির মতো নীরবতা চলছে,
আসলে এটা
পরবর্তী লড়াইয়ের প্রস্তুতি।

➢ ৮২৮

বিদ্রোহের জয় মানেই
দুর্নীতির পরাজয় নয়—
কখনো কখনো, শুধু আরেকটা মুখ পাল্টে আসে।

➢ ৮২৯

আমি স্বপ্নে এখন আর দেশ দেখি না—
আমি শুধু দেখি
যে বন্ধুটা ফিরে আসেনি।

➢ ৮৩০

শাসকের হাতে যে ব্যারেল,
আমার হাতে সেই বুলেটের স্মৃতি—
তুমি বলো কে বেশি শক্তিশালী?

“রাষ্ট্র যখন ভয় পায়”

➢ 📍 ৮১৬

মিছিল থেমেছে?
না, থেমেছে শুধু ক্যামেরা।
শ্লোগান এখন গর্জে ওঠে
আমাদের নিঃশ্বাসে।

📍 ৮১৭

যে গুলিটা বুকে লাগেনি,
সেটাই এখন কলম হয়ে
রাষ্ট্রের ভিত কাঁপায়।

📍 ৮১৮

তুমি বলেছিলে, “রাজনীতি করো না”
আমি বলি—
“শুধু বেঁচে থাকাটাই এখন রাজনীতি!”

৮১৯

রাষ্ট্র বলে, “শান্তি চাই”
আমরা বলি,
“তবে কেন হাতে পুলিশ আর চোখে লাল রাগ?”

৮২০

তাদের কাছে দেশ মানে দল—
আমাদের কাছে
দেশ মানে দাগ, রক্ত, মা, আর হারানো প্রেম।

৮২১

তোমরা বুলেট দাও,
আমরা গান লিখি—
একদিন সেই গানেই
তোমাদের কবর রচনা হবে।

৮২২

মিথ্যা নীতি আর নকল উন্নয়নের রাজ্যে,
আমার কণ্ঠই এখন শেষ সত্য।

৮২৩

রাষ্ট্র ভয় পায় কিশোর চোখে আগুন দেখে—
কারণ জানে,
এই চোখই আগামীকাল বারুদের ভাষা শেখাবে।

৮২৪

গণতন্ত্রের নামে গণহারে গ্রেফতার!
তোমার ছদ্মবেশী শাসন দেখে
শকুনও আজ ধিক্কার দেয়।

৮২৫

তোমরা ইতিহাস লিখো ক্ষমতার কালি দিয়ে—
আমরা ইতিহাস লিখি
রক্তের অক্ষরে।

৮২৬

মাঝরাতে যাদের ধরে নিয়ে যাও,
তাদের নিঃশ্বাসেই একদিন
তোমার রাজপ্রাসাদ ভেঙে পড়বে।

৮২৭

ক্ষমতা চায় শান্ত মুখ—
আমরা হাসি না,
আমরা শুধু পাথর চোখে দেখি।

৮২৮

বিদ্রোহ মানেই বন্দুক নয়—
বিদ্রোহ মানে
প্রশ্ন করা, বেঁচে থাকা, না মানা।

৮২৯

তোমার সেনা আছে,
আমার কবিতা আছে—
দেখা হবে রাজপথে।

৮৩০

রাষ্ট্র ভেবেছে আমরা ক্লান্ত,
আসলে আমরা
শুধু ফুসফুস ভরছি
নতুন স্লোগানে।

৮৩১

তুমি লাঠি চালাও,
আমি শব্দ চালাই—
দেখা হবে ইতিহাসের মুখোমুখি।

৮৩২

তোমার উন্নয়ন মানে পেটানো, নিখোঁজ, লাশ—
আমার বিদ্রোহ মানে
শুধু একটিই শব্দ: ‘না’।

৮৩৩

কান্না চাপা দিলেই,
বিদ্রোহ থেমে যায় না—
একদিন সে আগ্নেয়গিরি হয়।

📍 ৮৩৪

পোস্টার ছিঁড়েছো,
ফেসবুক ব্লক করেছো,
তবুও আমার গলা থেকে
বিপ্লব বন্ধ করতে পারোনি।

📍 ৮৩৫

যেদিন চুপচাপ মানুষ হাঁটতে শুরু করে—
রাষ্ট্র বুঝে,
সেদিনই বিপদ আসছে।

বিদ্রোহ-নামা: "রাষ্ট্র যখন ভয় পায়"

📍 ৮৩৬

তুমি যা বলো তা আইন,
আমি যা বলি তা রাষ্ট্রদ্রোহ—
তবু আমার কথাতেই ঘুম হারায় তোমার।

📍 ৮৩৭

মুখে গণতন্ত্র, হাতে রাইফেল,
পায়ের নিচে জনগণ—
এই তোমার সংবিধান?

৮৩৮

তুমি একে দাঙ্গা বলো,
আমি বলি—
বাঁচার শেষ আর্তনাদ।

৮৩৯

যাদের তুমি বন্দি করেছো,
তারা এখন
গান হয়ে বাজছে রিকশাওয়ালার রেডিওতে।

৮৪০

আমার শরীরের ব্যথা যেতে পারে,
তোমার রাষ্ট্রের আতঙ্ক যাবে না—
কারণ তুমি জানো,
আমি আবার রাস্তায় নামবো।

৮৪১

তুমি ইন্টারনেট বন্ধ করো,
কিন্তু খবর তো
মায়ের কান্নায়ও ছড়িয়ে পড়ে।

৮৪২

আদালতে নেই বিচার,
পথে নেই নিরাপত্তা—
তবু তোমার পতাকা উড়ছে গর্বে?

📍 ৮৪৩

মিছিলের শব্দ বুলেট থামাতে পারে না—
শুধু শরীর থামে,
চেতনা ছড়িয়ে পড়ে আরও বেশি।

📍 ৮৪৪

প্রতিবার পিটাও,
আমার হাঁটু ভাঙো,
তবু জেনে রাখো—
আমার শিরদাঁড়ায় এখনো বিদ্রোহ বেঁচে আছে।

📍 ৮৪৫

তোমার ভয় কী জানো?
একটা লাঠিহীন ছেলেও
তোমার হাজার অস্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দেয়।

📍 ৮৪৬

তুমি কি জানো—
আমার চোখের ভেতরেই
তোমার পতনের রোডম্যাপ লুকানো?

📍 ৮৪৭

আমাকে দেশদ্রোহী বলো,
কিন্তু আমি যখন পিপড়ের মতো প্রাণ বাঁচাই—
তোমার রাজনীতি তখন
লাশ বানাচ্ছে মানুষকে।

📍 ৮৪৮

প্রতিটি নিখোঁজের জন্য
রাত্রে তার মায়ের ঘুম ভেঙে যায়—
রাষ্ট্র, তুমি কি ঘুমাও ঠিকঠাক?

📍 ৮৪৯

তোমার রাষ্ট্রীয় গান বাজে—
আমার গলায় চেপে—
তবু আমি গেয়ে উঠি
একটা নতুন দেশের স্বপ্নে।

৮৫০

সবার আগে এসেছিল একজন—
তার মুখে কথা ছিল,
তুমি সেটা গুলি করে থামিয়েছিলে—
তবু তার কথায় আজ হাজার কণ্ঠ।

৮৫১

আমার ভাইয়ের রক্ত নিয়ে
তুমি তৈরি করেছো ভাষণ—
আমি সেই ভাষণের নিচে
শব্দ খুঁজি, সত্য খুঁজি।

৮৫২

তুমি যাদের ‘ষড়যন্ত্রকারী’ বলো,
তারা আসলে
তোমার বানানো মিথ্যার বিপরীতে দাঁড়ানো আয়না।

৮৫৩

আমার নাম ইতিহাস না হলেও
আমার আঘাত থাকবে—
তোমার আখ্যানের ফাটলে ফাটলে।

৮৫৪

তুমি চেয়েছিলে সবাই চুপ থাকুক—
আমি শুধু হেঁটেছিলাম—
আর সেই হাঁটাতেই কেঁপে উঠেছিল রাষ্ট্র!

৮৫৫

তোমার তর্জনী যত বড়ই হোক,
তোমার চোখ যত ভীষণ—
আমার প্রশ্নটা ততটাই ভয়ানক।

৮৫৬

রাষ্ট্র তুমি ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করো,
আর বলো—
"শান্তি বজায় রাখুন"।

📍 ৮৫৭

যে পায়ে দৌড়ে এসেছিল,
সে পা আজ নাই—
তবু তার স্বপ্ন
আজও মিছিল বানায়।

📍 ৮৫৮

পেছনে ফেলে আসা লাশ গুলো
কাঁধে নিয়ে হেঁটে যাই—
যেখানে এখনও গণতন্ত্র নিখোঁজ।

📍 ৮৫৯

তুমি যাকে বিচ্ছিন্ন বলো,
সেই একা ছেলেটার পোস্টেই
ভয় পায় গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থা।

📍 ৮৬০

লাশের গন্ধে লজ্জা পেলেও
ক্ষমতার গন্ধে
তুমি উল্লসিত।

৮৬১

এখন শ্লোগান হয় না—
শুধু চোখে চোখ রাখলেই
রাষ্ট্র বুঝে বিদ্রোহ বেঁচে আছে।

৮৬২

তারা বলে, “ভবিষ্যৎ আমাদের দখলে”—
আমি বলি,
ভবিষ্যৎ হবে যার রক্ত ঝরেছে তার।

৮৬৩

তোমার ব্যারিকেড,
আমার বুক—
একদিন দেখবে, বুক জেতে ব্যারিকেড নয়।

৮৬৪

তুমি বলো মিথ্যে,
আমি লিখি কবিতা—
তোমার মিথ্যে মুছে যায়,
আমার কবিতা থেকে যায়।

৮৬৫

নতুন রাষ্ট্র মানে পুরোনো চোরের স্যুট।
আমরা নতুন স্বপ্ন চাই,
পুরনো প্রতারক নয়।

৮৬৬

চোখে দেখিনি যুদ্ধ,
তবু যুদ্ধটা এখনো বুকে—
কারণ প্রতিদিন আমি হারাই ভাই।

৮৬৭

তুমি আজ যাকে নেতা বলো,
কাল তাকে গালি দেবে—
কিন্তু শহীদের নাম থাকবে চিরকাল।

৮৬৮

বুলেটের শব্দ থেমে গেছে,
কিন্তু প্রশ্ন থামেনি—
এটাই রাষ্ট্রের ভয়।

৮৬৯

তুমি ভুলে যাও লাশের সংখ্যা,
আমি মনে রাখি
কার গুলিতে কে মরেছিল।

৮৭০

রাষ্ট্র চোখে চোখ রাখতে ভয় পায়—
কারণ জানে,
এই চোখেই জন্ম নেয় আগামীর বিদ্রোহ।

৮৭১

তোমার বাজেট উন্নয়নমুখী,
আমার জীবন অনুপস্থিত—
তোমার হিসেবে আমি নেই।

৮৭২

পোস্টারের ছবি হোক না ছিঁড়ে,
আমার যন্ত্রণা তো মুছে গেলে না।

৮৭৩

বুকে ব্যাজ ঝুলিয়ে
তুমি গুলি চালাও—
আমার গলায় ঝুলে শহীদের নাম।
তুমি হারবে।

৮৭৪

আমরা ভাঙিনি,
ভাঙতে ভাঙতে গড়েছি—
যে গড়েছে, সে আবার গড়বে।

৮৭৫

একটা গাছ কেটেছো,
তার গোড়ায় বসেছে আরেক সন্তান—
যে গাছে উঠবে আগামীর পতাকা।

৮৭৬

মায়ের কান্না থেমে গেলে
তাকে বলো না—
তুমি জিতেছো।

৮৭৭

ছাত্রদের দমন করে
কোনো জাতি রাষ্ট্র হয় না—
তুমি শুধু আত্মহত্যা করছো।

৮৭৮

জীবন দিয়েছি বলে
রাষ্ট্র আমাকে শহীদ বলবে—
না, আমি চাই—
আমার জীবদ্দশাতেই ন্যায়বিচার।

৮৭৯

আজকের নিস্তব্ধতা
কালকের বিস্ফোরণ হতে পারে—
রাষ্ট্র, সাবধান।

৮৮০

কোনো প্রেমিকা অপেক্ষা করেনি
তোমার উন্নয়নের জন্য—
সে অপেক্ষা করেছে,
যে ফেরেনি আন্দোলন থেকে।

৮৮১

তুমি দেশের মালিক নয়—
তুমি কেবল একসময়কার নিয়োজিত কর্মচারী।

৮৮২

লাশের দেশ থেকে
জয়ধ্বনি আসে না—
তোমার মাইক মিথ্যে বাজায়।

৮৮৩

আমরা যারা বেঁচে আছি,
তারা সবাই মৃতদের প্রতিনিধি—
আমরা মাফ করবো না।

৮৮৪

তুমি যাকে 'বিদ্রোহী' বলো,
সে একদিন ইতিহাস লেখে—
তোমার নাম মুছে দিয়ে।

৮৮৫

তুমি জানো না,
একটা কবিতা কী ভয়ংকর হতে পারে—
একটা স্লোগান কীভাবে সাম্রাজ্য হটায়।

৮৮৬

রাষ্ট্র চলুক উন্নয়নের ট্র্যাকে,
আমরা হাঁটবো
সত্য আর স্পর্ধার রাস্তায়।

৮৮৭

আমি ভুলিনি কাকে গুলি করেছিলে—
আমি লিখে রাখছি
যেন ভবিষ্যৎ ভুলে না যায়।

৮৮৮

প্রতিটা জেল থেকে মুক্ত হয়
একেকটা বিপ্লব—
তোমার ভয় সেখানেই।

৮৮৯

আমি শপথ নিচ্ছি,
জন্মে জন্মে প্রতিবাদ করবো—
কারণ তোমার মিথ্যে অমর নয়।

৮৯০

শেষ নয়,
এটা তো শুরু ছিল মাত্র—
এবার তোমার পতন
সময় মাত্রের ব্যাপার।

নতুন রাষ্ট্রের খোঁজে

📍 ৮৯১

পুরনো মানচিত্রে আমার ঠিকানা নেই—
আমি তাই নতুন ভূখণ্ড আঁকছি,
যেখানে গুলি নয়, গলা বাজে।

📍 ৮৯২

রাষ্ট্র যদি পিতা হয়,
তবে কেন সন্তানের বুক
গুলির ক্যানভাস?

📍 ৮৯৩

জয়ধ্বনি নয়,
আমরা চাই একটুখানি সুবিচার—
যেখানে কান্না রাষ্ট্রদ্রোহ নয়।

৮৯৪

পতাকা উড়ছে ঠিকই,
তবে তাতে রক্তের ছোপ—
আমরা চাই নতুন কাপড়,
নতুন গল্প।

৮৯৫

তুমি ভোট চেয়েছিলে উন্নয়নের নামে,
আমরা জীবন দিয়েছি—
এটা কি ছিল আদৌ সমান চুক্তি?

৮৯৬

নতুন রাষ্ট্র মানে রোবট নয়—
মানুষের মুখ,
বঞ্চিত শিশুর চোখ,
আর প্রেমিকার ভয়হীন অপেক্ষা।

৮৯৭

পথ হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই,
আমরা পথ গড়ি—
রক্ত দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে,
প্রতিবাদ দিয়ে।

৮৯৮

তুমি যে আইন করো
তা যদি গলা চাপে—
তবে আমরা কণ্ঠ দিয়েই
আইন লিখবো।

৮৯৯

সবাই বলে রাষ্ট্র ভাঙা যায় না—
তবে যে রাষ্ট্র ভালোবাসতে জানে না,
সে তো নিজেরই মৃত্যু টেনে আনে।

📍 ৯০০

নতুন রাষ্ট্র চাই না,
চাই রাষ্ট্র নতুন হোক—
মানুষের মতো,
আমার মতো,
প্রেমিকের মতো।

প্রেম ও প্রতিবাদের মধ্যবর্তী গান (৯০১–৯৫০)

📍 ৯০১

তুমি বলেছিলে,
"পলিটিক্সে থেকো না বেশি..."
তবু আমার নিঃশ্বাসেই রাজপথের গন্ধ,
কী করো বলো?

📍 ৯০২

প্রেমিকার চোখে অশ্রু,
রাষ্ট্র বলল: "নাটক"—
তবু সেই কান্নাতেই ডুবে গেলো তোমার উন্নয়নের ব্যালান্সশিট।

৯০৩

তোমার চিঠির শেষ লাইনে ছিল:
"ফিরে এসো..."
কিন্তু আমি ফিরিনি—
কারণ রাষ্ট্র আমার ঠিকানা পুড়িয়ে দিয়েছে।

৯০৪

মিছিলে নামিনি বলে তুমি কাঁদলে,
আমি বলি—
তুমি জানো না,
আমার প্রেমেই মিছিল পায় সাহস।

৯০৫

সে চলে গেছে রাষ্ট্রের গুলিতে—
তবু এখনো ভিজে যায় আমার গাল,
ওর শেষ চুমুর স্মৃতিতে।

৯০৬

প্রেমিকার গলা শুকিয়ে গেছে,
তবু চিৎকার করে বলছে:
"আমার ভালোবাসার মানুষ কোথায়?"

৯০৭

ক্লান্ত শরীর, বিধ্বস্ত মন,
মিছিলে তবু দাঁড়িয়ে তুমি—
সেই দৃশ্যটাই আমার সবচেয়ে রোমান্টিক ছবি।

৯০৮

তুমি হাতে চা-য়ের কাপ,
আমি ব্যারিকেডে—
এভাবেই আমাদের প্রেম রাষ্ট্র সহ্য করতে পারে না।

📍 ৯০৯

একদিন বলেছিলে,
"তুমি না থাকলে মরে যাবো"
আজ আমি নেই—
আর তুমি বেঁচে থাকো রাষ্ট্রীয় মিথ্যার কোলে।

📍 ৯১০

মাঝরাতে প্রেমিকার কান্না শোনে না রাষ্ট্র—
শোনে শুধু বুলেটের হিসেব।

📍 ৯১১

সে শুধু ভালোবাসতে চেয়েছিল,
কিন্তু রাষ্ট্র বলেছিল—
তুমি 'রাজনৈতিক' প্রেমিক।

৯১২

আমার হাতে ফুল ছিল,
তোমার হাতে ছিলো পোর্টফোলিও—
তবু রাষ্ট্র আমার হাতে হ্যান্ডকাফ পরালো।

৯১৩

তোমার লাল শাড়ি আর আমার লাল রক্ত—
একই দিনে ভিজেছিল,
তবে একটিকে তুমি উৎসব বলেছিলে,
আরেকটিকে অরাজকতা।

৯১৪

আমরা হেঁটেছিলাম প্রেমের পথে—
তোমরা বানিয়ে দিলে
তার নাম: রাষ্ট্রদ্রোহ।

৯১৫

তুমি হাত ধরেছিলে,
রাষ্ট্র ভয় পেয়েছিল—
ভালোবাসার চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু নেই এ দেশে।

৯১৬

আমার চিঠিগুলো জমা আছে,
যে পেটি খোলেনি আর—
তাতে লেখা আছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অসমাপ্ত কবিতা।

৯১৭

বিরহে পোড়া চোখে,
আমি দেখি আগামীর মিছিল—
প্রেম ও প্রতিবাদের সংযোগ রেখা।

৯১৮

একদিন তুমি বলেছিলে—
"শুধু ভালোবাসলেই কি হয়?"
আজ রাষ্ট্রের কারাগারে বসে
আমি বলি: হ্যাঁ, তাও ভালোবাসি।

৯১৯

তুমি চলে গেছো,
রাষ্ট্রও ভুলে গেছে আমাকে—
তবু আমার ভালোবাসা এখনো বিদ্রোহ করে।

৯২০

জানালার ওপাশে তুমি,
বারান্দার এপাশে আমি—
মাঝখানে রাষ্ট্র।

৯২১

মিছিল ভাঙে,
আমার হৃদয়ও—
তবু প্রেমিক হয়ে বেঁচে থাকা মানে
এখন রাষ্ট্রবিরোধিতা।

৯২২

তোমার শাড়ির ভাঁজে ছিলো একটুখানি স্বাধীনতা,
আমার বুকের পাশে ছিল একটুখানি বিপ্লব—
আমরা একে অপরের রাষ্ট্র ছিলাম।

৯২৩

তুমি চিঠি লেখো লিপস্টিক দিয়ে,
আমি জবাব দিই রক্ত দিয়ে—
তবু দুজনকেই ডাকে রাষ্ট্র: অপরাধী।

৯২৪

তুমি বলেছিলে,
"আমার সাথে রাজনীতি করো না..."
তবু মিছিল শেষে তোমার দিকেই হাঁটতে চেয়েছি।

৯২৫

আজ কেউ নেই,
না রাষ্ট্র, না তুমি—
শুধু আমি আর আমার প্রেমের অপার্টমেন্টে জমা থাকা
আটটি সমাপ্তিহীন স্লোগান।

প্রেম ও প্রতিবাদের মধ্যবর্তী গান (৯২৬–৯৫০)

📍 ৯২৬

তুমি ফিরে এসে বললে—
"তুমি বদলে গেছো..."
হ্যাঁ, আমি এখন শুধু প্রেমিক নই,
একজন প্রতিবাদীও।

📍 ৯২৭

ভালোবাসা খুঁজতে গিয়ে
আমি রাজপথ পেয়েছি,
আর রাজপথে পেয়েছি
তোমার শূন্যতা।

📍 ৯২৮

তোমার জন্মদিনে এনেছিলাম একটা ফুল—
রাষ্ট্র এনেছিলো
টিয়ারশেল।

📍 ৯২৯

তুমি আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলে—
"এত কষ্ট কেন?"
আমি বলি—
রাষ্ট্র জানে, কাকে কতটা কাঁদাতে হয়।

📍 ৯৩০

আমার সবচেয়ে প্রেমময় চিঠিটিও
রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করেছিল—
সেখানে ছিলো শুধু তোমার নাম আর স্বাধীনতা।

📍 ৯৩১

আজকাল কেউ মিছিলে প্রেমিকাকে খোঁজে না—
সবাই জানে,
ভালোবাসাও এখন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

৯৩২

একটা কফিনে ছিল
আমার ভাই আর তোমার প্রেম—
তবু আমরা ‘শান্তিপূর্ণ পরিবেশ’ বলে বিজ্ঞপ্তি শুনি।

৯৩৩

মিছিল শেষে চুমু নয়,
আজকাল অপেক্ষা করে
কারা হেফাজতের ঘণ্টা।

৯৩৪

তুমি বলেছিলে—
"আমি বাঁচতে চাই শুধু তোমাকে নিয়ে।"
রাষ্ট্র বলেছিল—
‘ও একজন উসকানিকারী’।

📍 ৯৩৫

আমি তোমাকে ভালোবাসি বলেছি বারবার,
তুমি বলোনি একবারও—
কারণ রাষ্ট্র তখন আমাদের উপর ড্রোন চালাচ্ছিল।

📍 ৯৩৬

যেদিন প্রথম চুমু খেয়েছিলাম,
সেদিনই প্রথম রাষ্ট্র আমাদের প্রেমে ভয় পেয়েছিল।
কারণ আমরা একসাথে স্বপ্ন দেখতাম।

📍 ৯৩৭

সেই রাতে আমাদের আলিঙ্গন হয়নি—
হয়েছিল সংবিধান লঙ্ঘন।

৯৩৮

তুমি যদি রাষ্ট্রের মেয়ে হতে,
আমার ভালোবাসা হতো
রাষ্ট্রীয় অপরাধ।

৯৩৯

পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার সাহস ছিল—
কিন্তু পালিয়ে গিয়ে বিপ্লব করার
চেয়েও বড় সাহস ছিল।

৯৪০

তুমি প্রেমিকা থেকেছো,
আমি প্রেমিক ছিলাম না—
আমি ছিলাম এক রকমের বিপ্লব।

৯৪১

তোমার চোখে ছিলো শান্তি,
আমার চোখে ছিল বারুদের ছবি—
সেই চোখদুটোই রাষ্ট্র সহ্য করতে পারেনি।

৯৪২

জন্মদিনে উপহার দিলাম মিছিলের পোস্টার—
তুমি হাসলে,
আর রাষ্ট্র কেঁপে উঠলো।

৯৪৩

আমার কবিতায় তোমার নাম,
আমার গানে আন্দোলনের শব্দ—
তুমি যদি কখনো পৃষ্ঠাটা খোলো,
তবে রাষ্ট্র জানবে না।

৯৪৪

প্রেমিকা হারানোর কষ্ট কম,
প্রেমিকার শহীদ হওয়া বেশি—
তুমি বলেছিলে, "আমি বাঁচবো না,
তুমি লড়াই করো..."

৯৪৫

তুমি চেয়েছিলে আংটি,
আমি দিয়েছিলাম ব্যারিকেড—
এই ভুল প্রেমগুলোই ইতিহাস গড়ে।

৯৪৬

আজকাল কেউ "ভালোবাসি" বলে না—
সবাই বলে, “আমার সাথে চল,
রাষ্ট্র বদলাবো।”

৯৪৭

তুমি একটা কাঁদা লাগানো শার্ট ধুয়ে দাও,
যেটা মিছিলে পরা ছিল—
তুমি বুঝতে,
ওটা আমার জীবনের সেরা গর্ব।

৯৪৮

ভালোবাসার সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা হলো—
যেখানে রাষ্ট্র প্রেমকেও দেশদ্রোহ ভাবে।

৯৪৯

একটা সময় ভালোবাসা ছিল ব্যক্তিগত—
এখন ভালোবাসা মানেই
প্রতিরোধ, বিদ্রোহ, প্রতিশোধ।

৯৫০

আমরা প্রেমিক ছিলাম না,
আমরা স্বপ্নদ্রোহী ছিলাম—
এই রাষ্ট্রই আমাদের প্রেমকে রাজনীতি বানিয়ে দিল।

স্মৃতি, শোক ও সচেতনতা (৯৫১–৯৯৯)

৯৫১

তুমি চোখ মেলোনি,
তোমার লাশ দেখিনি—
তবু মনে হয়,
আমার চোখেই বাস করে এখন রাষ্ট্রের ঘাতকতা।

৯৫২

একদিন রক্তে লিখেছিলাম
“সংবিধান চাই না”
আজও সেই রক্ত মুছে দেয়নি বারান্দার কার্নিশ।

📍 ৯৫৩

রাষ্ট্র শুধু মিথ্যে বলে না—
তারা মিথ্যাকে এমনভাবে হাসে,
যেন সত্যটাই অভদ্র।

📍 ৯৫৪

একটা মিছিলে গিয়েছিলাম,
ফিরে এলাম একজন শহীদের নাম নিয়ে—
আর সেই নামই আজ রাষ্ট্র ভয় পায়।

📍 ৯৫৫

তুমি বলেছিলে "ভালো থেকো"—
আমি বলেছিলাম "স্বাধীন থেকো"—
আমাদের এই কথোপকথন রাষ্ট্র হারাম করে দিয়েছে।

৯৫৬

আমি যে রাতে কান্না করেছিলাম—
সেই রাতেই মন্ত্রী
দু-হাত ভরে চা খাচ্ছিলো।

৯৫৭

আমার শার্টে এখনও লেগে আছে
একটি ছেলেটির রক্ত—
সে ভালোবাসত এক মেয়েকে,
আর ঘৃণা করত রাষ্ট্রকে।

৯৫৮

এই যে কাঁধের ব্যাগ—
এতে বই নেই এখন,
আছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দলিল।

৯৫৯

তুমি যখন ব্যস্ত সেলফি তুলতে,
আমরা তখন ব্যারিকেডে—
তোমার ফোন চার্জ ছিল,
আমাদের চেতনাই জ্বলছিল।

৯৬০

মাঠে খেলা নয়,
আজকাল আন্দোলনে গোল হয়—
শুধু বলটা রাবার নয়,
মানুষ।

৯৬১

তুমি রাষ্ট্রের কথা ভাবো,
আমি মানুষের—
এই নিয়ে তো আমাদের বিচ্ছেদ হলো।

৯৬২

সে ছিল না কোনো নেতা,
নিরীহ এক ছাত্র—
তবু তার নামে রাষ্ট্র একাধিক মামলা করেছিল।

৯৬৩

তুমি বলো মিউজিক,
আমি বলি মিছিল—
আমরা দুজনেই গানের লোক,
শুধু সুর আলাদা।

৯৬৪

যখন মন্ত্রী হাসে ক্যামেরার সামনে—
আমি দেখি পেছনের ধ্বংসস্তূপ,
যেখানে আমার বন্ধু হারিয়ে গেছে।

৯৬৫

জুলাই মাসেই চিৎকার ভেসে এসেছিল—
“আমার ভাইকে ছেড়ে দাও!”
রাষ্ট্র উত্তর দেয়নি,
তবে ভাইটি আর ফেরেনি।

৯৬৬

শোক দিবস শুধু ফুলের দিনে হয় না—
আমরা প্রতিদিন শোক নিয়ে বাঁচি।

৯৬৭

তোমার রাষ্ট্র দিবস আর আমার মৃত্যু দিবস
একদিনেই পড়ে—
তবু তুমি উৎসবে থাকো,
আমি শোকসভায়।

৯৬৮

তুমি যাকে শহীদ বলো,
আমি তাকে ভাই বলি—
রাষ্ট্র তাকে ফাইল বলেছে,
“শেষ করা” ফাইল।

৯৬৯

আমি মুখ খুলি না মানেই
ভীতু নই—
আমি জমিয়ে রাখি গর্জন,
যা একদিন ধ্বংস করবে দেয়াল।

৯৭০

তুমি কাকে ভালোবাসো জানতে চাইলে,
আমি বলি—
যে প্রতিবাদ করে, আমি তাকে।

৯৭১

ভুলে যাও রাষ্ট্রের ব্যালান্সশিট,
আমার খরচ শুধু স্মৃতি—
প্রতিদিন হারানোর হিসেব রাখি।

৯৭২

একটি পুরাতন ব্যানারে লেগে ছিলো রক্ত—
তাকে ধুয়ে ফেললেই কি ইতিহাস মুছে যাবে?

৯৭৩

যে লাশ রাষ্ট্র চিনতে চায় না,
সে আজ পুড়ছে কবিতার ভাষায়—
আমরা সবাই ওর প্রতিনিধি।

৯৭৪

রাতে বাসায় ফিরি না,
কারণ জানি—
রাতেই সবচেয়ে বেশি হয় রাষ্ট্রীয় অপারেশন।

৯৭৫

আমার প্রেম আর প্রার্থনা
দুটোই রাষ্ট্র পছন্দ করে না—
কেননা দুটোই মানুষকে মানুষ করে।

৯৭৬

পেছনে তাকালেই দেখি
কত নাম নেই—
তারা আজ শুধু নম্বর,
আমার ডায়েরিতে।

৯৭৭

আমি কবি হতে চাইনি—
রাষ্ট্র আমাকে কবি বানিয়ে দিয়েছে,
রক্ত দিয়ে লিখে।

৯৭৮

তুমি ভালো আছো জেনে শান্তি পাই—
যদিও তোমার শান্তি এসেছে
আমার শোক দিয়ে।

৯৭৯

মাকে বলিনি কোথায় যাই—
কারণ মা কাঁদে,
রাষ্ট্র হাসে।

৯৮০

এই জন্মদিনে কেক নয়—
চাই আমার ভাইটার বিচার,
যাকে গুম করেছিলে।

৯৮১

যে ছেলে আর ফিরবে না,
তার ঘর আজও গোছানো—
মা বলে, ‘ও আসবে’—
রাষ্ট্র চুপ।

৯৮২

আমরা গাই “আমার সোনার বাংলা”—
কিন্তু লাশ গুনে গুনে
সোনার রংটাই ম্লান লাগে।

৯৮৩

সত্যটা চিৎকার করতে পারত না,
আমি তাকে শব্দ দিয়েছি—
এখন রাষ্ট্র কাঁপে।

৯৮৪

তুমি যদি না থাকো,
তবে আমার লিখাও থেমে যাবে—
না, আমি লিখবো তোমার বদলে,
তোমার জন্য।

৯৮৫

তুমি ইতিহাস মুছে ফেলতে পারো,
কিন্তু কবিতা নয়—
কবিতা সব মনে রাখে।

৯৮৬

আমার চোখ ভিজে যায়
পতাকা দেখে—
কারণ জানি, এই কাপড়ে
রক্ত লেগে আছে।

৯৮৭

তোমার গণতন্ত্র মানে কি?
শুধু নির্বাচন?
আমার গণতন্ত্র মানে—
বেঁচে থাকার অধিকার।

৯৮৮

শহীদের মায়ের হাতে
চায়ের কাপ কাঁপে—
আর মন্ত্রীরা ক্যামেরার সামনে হেসে উঠে।

৯৮৯

একটা শোকসভা দিয়ে
তুমি কি আর সব ভুলে যাবে?
তুমি ভুললেও, আমরা লেখে যাই।

৯৯০

এই ধ্বংসাবশেষ থেকে
একদিন জেগে উঠবে জাতি—
তোমার দেয়া ক্ষতই হবে
আমার দেশের মানচিত্র।

চূড়ান্ত প্রতিবাদ (৯৯১–১০০০)

📍 ৯৯১

একটা শূন্য ঘরে বসে লিখেছি—
তুমি মরেছো, রাষ্ট্র বেঁচে—
তবু শব্দে শব্দে আমি তোমাকেই ফিরিয়ে আনছি।

📍 ৯৯২

তুমি একদিন বলেছিলে—
"একটি কথাও লিখো, যেটা তারা মুছতে পারবে না"
এই কবিতাগুলোই সেই প্রতিশোধ।

৯৯৩

তারা চেয়েছিল ভয়,
আমরা জোগালাম ভালোবাসা,
তারা চেয়েছিল নীরবতা,
আমরা লিখে দিলাম শব্দের আগ্নেয়গিরি।

৯৯৪

প্রতিটি অসমাপ্ত মিছিল,
প্রতিটি অনন্ত অপেক্ষা,
আজ পরিণতি পেলো—
এই শব্দের সৈনিকতায়।

৯৯৫

তারা চেয়েছিল ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ,
আমরা বানিয়েছি
বিদ্রোহের দলিল।

৯৯৬

তুমি নেই,
তবু তোমার স্বপ্ন আছে—
এই কবিতায়, এই চোখে, এই দেশপ্রেমে।

৯৯৭

একদিন শিশুরা জিজ্ঞেস করবে—
"তাদের কী দোষ ছিল?"
আমরা মাথা নিচু করে
তাদের জন্য ১০০০টি কবিতা রাখবো।

৯৯৮

তারা বলেছিল, "সব মুছে দাও…"
আমরা বললাম—
"লিখে ফেলো চিরকাল"।

📍 ৯৯৯

এই শুধু কবিতা নয়,
এইতো একটি প্রজন্মের হৃদয়দহন।
এইতো কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে
একটি অমোচনীয় দলিল।

📍 💥 ১০০০

আমি বিদ্রোহ, আমি শব্দ, আমি রাষ্ট্রকে অস্বীকার—
আমি ১০০০টি কবিতায় একটিই নাম:
মুক্তি।

শহীদের মুখপত্র

- ১০০১

যে রক্তের ধারা থামে না,
তাকে ইতিহাসও ছুঁতে পারে না।
রাষ্ট্র ভাবে, আমরা ভুলে যাবো—
আমরা তো প্রতিটি ফোঁটা মুখস্থ রেখেছি।

- ১০০২

তুই বলেছিলি "মরে গেলে বীর হবি",
আর তুইই গুলি চালালি?
তোর পদক জাদুঘরে,
আমার ভাই কবরে পড়ে আছে।

- ১০০৩

মা কাঁদে না,
তার চোখে এখনো পুত্রের মুখ গেঁথে আছে।
রাষ্ট্র শুধু রিপোর্ট লিখে—
মায়ের বুক ফাঁকা রয়ে যায়।

- ১০০৪

এই রাস্তায় রক্ত মিশে আছে,
এই মাটিতে ইতিহাস গাঁথা।
তুমি ক্ষমতায় আসতে পারো,
কিন্তু এই জায়গা দখল করতে পারো না।

- ১০০৫

আমার ভাইয়ের শার্ট আজো ভাঁজ করে রাখা—
স্মৃতির মতন নয়,
শপথের মতো!
আবার পরব, আবার নামব।

- ১০০৬

তুমি আমাদের হত্যা করেছো,
আমরা আত্মজীবনী লিখেছি।
তুমি ছবি মুছেছো,
আমরা দেয়ালে ইতিহাস এঁকেছি।

- ১০০৭

যে শহীদ হয়, সে শুধু মরে না—
সে চিৎকার করে বাঁচে।
তোমার রাষ্ট্র যদি বধির হয়,
আমাদের কবিতা শ্রবণশক্তি বাড়াবে।

- ১০০৮

তুমি বুলেটের শক্তি বুঝো,
আমরা বারুদের সৌরভ!
তুমি হত্যা করো,
আমরা প্রতীক হই।

- ১০০৯

ছাত্ররা যখন রাস্তায় নামে,
তখন রাষ্ট্র কাঁপে—
আর তারা যখন পড়ে যায়,
তখন কবিতা দাঁড়িয়ে যায়।

- ১০১০

একজন শহীদের ছবি—
তোমার সরকারি ফ্রেমে সাজে না।
আমরা তাকে রাখি বুকের ভেতর,
তুমি রাখো ফাইলের নিচে।

- ১০১১

লাশের গন্ধ তুমি নাকচ করো,
আমরা সেই গন্ধে বিপ্লব দেখি।
তুমি সেন্সর করো খবর,
আমরা দেয়াল লিখি।

- ১০১২

প্রতিটি শহীদের নামে একটি করে কবিতা চাই,
আর একটি করে বিচার।
কোনোটি পাবে না বলেই,
আমরা হাজারটা কবিতা লিখব।

- ১০১৩

তুমি যদি তাকে খুন করো,
তাহলে আমাদের কবিতা তার উত্তর।
তুমি যদি ইতিহাস চেপে রাখো,
আমরা তা দেয়ালে দাগিয়ে দেব।

- ১০১৪

মায়ের চোখের পানি মুছানো যায় না,
রাষ্ট্রের ক্ষমতা নেই।
আমরা কেবল পাশে দাঁড়িয়ে থাকি,
যেনো সেই কান্না নীরব না থাকে।

- ১০১৫

তুই তো মন্ত্রী,
কিন্তু আমার বন্ধুরে গুলি করেছিলি।
তোর বাংলোতে আলো জ্বলে,
আমার বন্ধুর ঘরে শুধু খালি বিছানা।

- ১০১৬

  এই যে ব্যাজ, এই যে ইউনিফর্ম—
  তা তো মুজিবের নামেই গড়া,
  তবুও মুজিবকেই গুলি করলে?
  এই প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

- ১০১৭

  শহীদ দিবসে ফুল দিও না,
  তারা ফুল চায় না—
  তারা চায় সুবিচার,
  আর সত্য বলার স্বাধীনতা।

- ১০১৮

  তুমি যখন চোখ ফিরিয়ে নাও,
  আমরা তখন পাথরের সামনে দাঁড়াই।
  তুমি যখন চুপ থাকো,
  আমরা কবিতা হয়ে উঠি।

- ১০১৯

তুমি ভেবেছিলে খুন করলে ভয় পাবে সবাই—
আমরা খুন দেখে লড়াই শিখেছি।
তুমি ভেবেছিলে কবিতায় কিছু হয় না—
এই কবিতাই তো তোমার পতনের জ্বালানি!

- ১০২০

আমরা শুধু শহীদের নাম মুখস্থ করি না,
আমরা তাদের জীবন ধারণ করি।
তুমি ভুলে যাও,
আমরা বানিয়ে ফেলি চিরকালীন বিদ্রোহ।

📖 অনু কবিতা ১০২১–১০৪০

(এখানে প্রেম, বেঁচে থাকা, স্বপ্ন, আশা আর জীবনের হাহাকার মিলেমিশে গেছে বিদ্রোহের ভেতরেই।)

- ১০২১

  যারা বলে প্রেমে মুক্তি নেই,
  তারা কখনও কারও জন্য রক্ত দেয়নি।
  আমরা ভালোবেসে প্রতিবাদ করি,
  এটাই আমাদের বিপ্লবী ধর্ম।

- ১০২২

  একটা চুমু হয়ত বুখতে পারত,
  একটা যুদ্ধে নামা।
  কিন্তু রাষ্ট্র তো চুমুর ভয় পায় না,
  তাই সে গুলি চালায়!

- ১০২৩

তুমি বাঁচতে চেয়েছিলে—
তোমার ভুল ছিল একটাই:
তুমি ভালোবেসেছিলে এমন রাষ্ট্রে,
যেখানে প্রেমও অনুমতির অধীন।

- ১০২৪

আমরা বাঁচি—
কারণ আমাদের বুকের ভেতর
প্রতিদিন মরার মতো প্রেম জমে থাকে।

- ১০২৫

তুমি যদি বলো,
"এই পৃথিবী ভালো নেই"—
তবে কবিতা হয়ে
তোমার হাতে একটা জীবন তুলে দেব।

- ১০২৬

যুদ্ধ মানে শুধু গুলি নয়,
যুদ্ধ মানে ভালোবাসাও।
কেউ না থাকুক পাশে,
তবুও জিততে হয় নিজের জন্য।

- ১০২৭

যে মেয়েটা রোদে পুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল,
সে প্রেমিকাও হতে পারত,
তাকে রাষ্ট্র বানিয়ে ফেলল—
কারণ সে প্রতিবাদ করেছিল।

- ১০২৮

ভালোবাসা দিয়েই শুরু হোক বিপ্লব,
যেখানে রাষ্ট্র ব্যর্থ,
সেখানে চিঠি, চুমু, কবিতা
কাজ করে আগুনের মতো।

- ১০২৯

তোমার চোখে দেখেছিলাম আগুন,
তুমি বলেছিলে, “এই আগুন নেভাতে নয়—
রাষ্ট্রকে জ্বালিয়ে দিতেই চেয়েছিলাম।”

- ১০৩০

যখন কেউ বলে "আমি বাঁচতে চাই",
তখন রাষ্ট্র ভাবে এটা হুমকি।
তুমি যদি হেসেও বাঁচো—
তাও তারা ভয় পায়।

- ১০৩১

তুমি যদি এখনো বেঁচে থাকো,
তবে এই কবিতাটা তোমার।
কারণ রাষ্ট্র শুধু মরে যেতে শেখায়—
আমরা কবিতায় বেঁচে যাই।

- ১০৩২

তুমি রোজ রাতে ছাদে উঠে চাঁদ দেখো,
রাষ্ট্র ভাবে তুমি ষড়যন্ত্র করো।
ভালোবাসাও এক ধরণের আন্দোলন,
তারা এটা বোঝে না।

- ১০৩৩

এই জীবনটা জেতার নয়—
এই জীবনটা মানে,
বেঁচে থাকার মধ্যে আগুন রাখা।

- ১০৩৪

তুমি যুদ্ধ চাও না,
তোমার চোখে প্রেম খেলে।
তুমি বিপদ,
রাষ্ট্র ভয় পায় প্রেমিকদের।

- ১০৩৫

তোমার চুলের গন্ধেও যদি
বিদ্রোহের বার্তা থাকে,
তবে সে চুল বাঁধার অধিকার
তোমারই থাকা উচিত!

- ১০৩৬

ভালোবাসা এখন রাষ্ট্রবিরোধী।
চিঠি এখন দেশের নিরাপত্তা হুমকি।
আর তুমি?
তুমি এখন কবিতার প্রধান আসামী।

- ১০৩৭

আমি কবিতা লিখি,
কারণ বেঁচে থাকার আর কোনো উপায় নেই।
রাষ্ট্র সব বন্ধ করে দিল,
শুধু কলমটা থেকে গেল।

- ১০৩৮

তুমি শুধু প্রেমিকা নও—
তুমি বিপ্লবের নীল ছায়া।
যেখানে ভালোবাসা আছে,
সেখানেই প্রতিরোধ জন্ম নেয়।

- ১০৩৯

যখন তুমি বলেছিলে "ভালোবাসি"—
রাষ্ট্র তখন লাইন কেটে দিয়েছিল।
কারণ তারা চায়,
আমরা কেবল ভয়েই থাকি।

- ১০৪০

ভালোবাসা যখন নিশ্বাস হয়ে যায়,
তখন সে বিদ্রোহও হয়ে ওঠে।
রাষ্ট্র থেমে যায়,
তুমি এগিয়ে চলো, কবিতা হয়ে।

🕮 অনু কবিতা ১০৪১–১০৬০

(ভালোবাসা, জীবন, স্বপ্ন, শ্বাস-প্রশ্বাসেই যেন বিপ্লব।)

- ১০৪১

আমরা শ্বাস নিই প্রতিরোধে,
আমরা হাঁটি রক্তে ভেজা পথে।
তুমি যদি বাঁচতে চাও,
তবে তোমার নিঃশ্বাসও রাষ্ট্রের জন্য হুমকি।

- ১০৪২

ভালোবাসা এখন রাষ্ট্রীয় কৌশল নয়,
ভালোবাসা এখন অপরাধ।
তোমার হাতে ফুল থাকলে,
তারা খুঁজবে সন্ত্রাসের মানচিত্র।

- ১০৪৩

তুমি চিঠি লিখেছিলে,
তারা সেটাকে দেশদ্রোহ বলেছে।
তুমি কবিতা পাঠালে,
তারা সেটাকে হুমকি ধরেছে।

- ১০৪৪

  একটা গান তুমি গাইলে,
  তারা তোমাকে গ্রেফতার করল।
  একটা প্রেম তুমি করলে,
  তারা সেটা ভুল বলে দিল।

- ১০৪৫

  তুমি হাসলে—
  রাষ্ট্র চিন্তিত হলো।
  তুমি চুপ রইলে—
  রাষ্ট্র ভয় পেল।

- ১০৪৬

  তোমার চোখে জল ছিল না,
  কিন্তু তাতে আগুন ছিল।
  তুমি শুধু তাকিয়ে ছিলে,
  রাষ্ট্র পেছিয়ে গেল।

➢ ১০৪৭

তারা ভাবে তুমি দুর্বল,
কারণ তুমি যুদ্ধ করোনি।
তারা জানে না,
তুমি প্রতিদিন নিজের ভেতর যুদ্ধ করো।

➢ ১০৪৮

ভালোবাসা দিয়ে শুরু হয়েছিল গল্প,
রক্ত দিয়ে শেষ হলো।
তবুও তুমি হাসলে—
কারণ তুমি জানো,
জীবন মানে ভয় না, ভালোবাসা।

➢ ১০৪৯

তুমি তো প্রেমিকা ছিলে,
তবু রাস্তায় গুলি খেল।
রাষ্ট্র বলে ভুল করেছো—
তুমি চুপচাপ ভালোবেসেছিলে।

➢ ১০৫০

মায়ের মুখে আজকাল গান নেই,
তবুও তার কণ্ঠে লড়াই আছে।
তুমি যদি শুনতে পারো,
তবে বুঝতে পারবে বেঁচে থাকার মানে।

➢ ১০৫১

তোমার চোখে শুধু স্বপ্ন নয়,
সেখানে একটা মানচিত্র আঁকা।
রাষ্ট্র সেটা মুছে ফেলতে চায়,
আর আমরা সেটা কবিতায় বাঁচিয়ে রাখি।

➢ ১০৫২

তুমি যখন বলো, "আমি চাই বাঁচতে"—
তারা বলে, "তুমি বিপদ!"
তোমার বাঁচা মানেই তো
তাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন।

- ১০৫৩

তোমার ভালোবাসা যদি হোক নীরব বিপ্লব,
তবে আমি তার সৈনিক হব।
তুমি শুধু থাকো,
তোমার পাশে আমাদের অস্ত্র থাকবে না—শুধু ভালোবাসা থাকবে।

- ১০৫৪

তারা বলেছে,
"শুধু লেখালেখি করে কি হবে?"
আর আমি বলেছি,
"শব্দও এক ধরনের বারুদ!"

- ১০৫৫

তুমি ভালোবাসা দিয়েছিলে,
তারা গুলি ফিরিয়ে দিয়েছে।
তোমার চিঠির জবাবে
তারা হাটুতে গুলি চালায়।

- ১০৫৬

একটা নাম রাখা যাক—
এই প্রেমের, এই প্রতিবাদের।
রাখি না হয় “বাঁচার গান”,
যা শুনে ভয় পায় রাষ্ট্র।

- ১০৫৭

তুমি প্রতিদিন বাঁচো,
এই একেকটা দিনই যেন একেকটা বিপ্লব।
রাষ্ট্রের চোখে সেটা 'অপরাধ',
আমাদের চোখে—"জয়!"

- ১০৫৮

যারা বলে ‘ভালোবাসা দুর্বলতা’,
তাদের বলো—
এই ভালোবাসাই একদিন
রাষ্ট্রকে টেনে নামাবে।

- ১০৫৯

আমি তোমার নাম জানি না,
শুধু জানি—তুমি হেঁটেছিলে ভালোবেসে।
এটা জানলেই যথেষ্ট,
কারণ সে হাঁটার গন্তব্য ছিল মুক্তি।

- ১০৬০

ভালোবাসা করতে করতে
আমরা বেঁচে যাই,
আর রাষ্ট্র ভয় পায়—
কারণ তারা জানে,
ভালোবাসারাই একদিন বিদ্রোহ হয়ে দাঁড়ায়।

পর্ব: "জবাবহীন গুলিরা"

অনু কবিতা ১০৬১–১০৮০

- ১০৬১

যে গুলিটা বুকে লেগেছিল,
তার নামে এখনো মামলা হয়নি।
রাষ্ট্র তার বুলেট ফিরিয়ে নেয়নি—
আমরা কেবল কফিনটা বহন করেছিলাম।

- ১০৬২

প্রথম গুলিটা এসেছিল পেছন থেকে,
কারণ সামনে তাকানোর সাহস ছিল না তাদের।
তুমি জিতেছিলে মৃত্যুতেও—
তারা হারিয়েছিল মানবতা।

- ১০৬৩

তোমার শরীর ছিল পোস্টার,
তাতে রাষ্ট্রের গুলি লেগেছিল।
তুমি ইতিহাসে রয়ে গেলে,
রাষ্ট্র হয়ে গেল আসামি।

- ১০৬৪

তোমার জন্য কোনো রিপোর্ট লেখা হয়নি,
কারণ খুনের দায়ে রাষ্ট্র অভিযুক্ত।
তোমার নাম 'উন্নয়ন'-এর নিচে চাপা,
তবুও শহীদ হয়ে রয়ে গেছো।

- ১০৬৫

একটি গুলি, একটি বুক—
আর একটি রাষ্ট্র, নির্বিকার।
তিনটি শব্দে লেখা যায় ইতিহাস,
যদি সাহস থাকে বলার।

- ১০৬৬

তারা বলেছিল, "অস্ত্রধারী নয়",
তবু গুলি চলেছিল।
তারা বলেছিল, "অভিযান",
কিন্তু আমরা দেখেছি একপাক্ষিক লাশের মিছিল।

- ১০৬৭

তুমি চেয়েছিলে প্রশ্ন করতে,
তারা দিয়েছে বুলেট।
তুমি চেয়েছিলে উত্তর,
তারা দিয়েছে শবদেহ।

- ১০৬৮

তারা জানে,
একটি গুলি একশো প্রশ্ন জন্ম দেয়।
তাই তারা উত্তর না দিয়ে
শুধু গুলি চালায়।

➢ ১০৬৯

মায়ের কোল ফাঁকা হলো,
মন্ত্রী চায়ের কাপ চুমুক দেয়।
রাষ্ট্র নীরব,
কিন্তু দেয়াল চিৎকার করে!

➢ ১০৭০

তুমি শহীদ হওনি,
তুমি রাষ্ট্রীয় বারুদে পুড়ে গেছো।
তোমার রক্তে আজও
প্রতিরোধের পতাকা ওড়ে।

➢ ১০৭১

তারা বলেছিল, “এটি আত্মরক্ষা।”
আমরা বলেছিলাম, “এটি খুন।”
রাষ্ট্র চাপা দিল ঘটনার দিন,
আমরা ইতিহাসে লিখলাম নাম।

- ১০৭২

একটি লাশ, দশটি মিডিয়া কভারেজ,
তারপর নীরবতা।
তুমি তো জানতেই,
রাষ্ট্র প্রশ্ন সহ্য করে না।

- ১০৭৩

তোমার লাশ কাঁধে নিয়েই
আমরা মিছিল করেছিলাম।
তারা বলেছিল, "অরাজকতা"—
আমরা বলেছিলাম, "শোক!"

- ১০৭৪

তুমি মেরেছিলে না,
তবুও মরলে।
তারা মারল,
তবুও বেঁচে গেল,
কারণ তারা রাষ্ট্র।

➢ ১০৭৫

তারা তদন্ত কমিটি করে,
আমরা কবিতা লিখি।
তাদের রিপোর্ট চাপা পড়ে,
আমাদের শব্দ জ্বলে।

➢ ১০৭৬

যে গুলির ব্যাখ্যা নেই,
সেই গুলিই সবচেয়ে ভয়ংকর।
তুমি হারিয়েছো জীবন,
রাষ্ট্র হারিয়েছে মুখ।

➢ ১০৭৭

একটা গুলির দাম,
তোমার বাবার কাঁধে কফিন।
একটা প্রেস ব্রিফিং,
আরেকটা মায়ের কান্না।

- ১০৭৮

তারা প্রমাণ চায়,
আমরা বলি—
লাশ কি যথেষ্ট না?

- ১০৭৯

তোমার নিঃশ্বাস গিয়েছিল বন্ধ হয়ে,
রাষ্ট্র তখন নোটিশ জারি করছিল।
তোমার নাম মোছা গিয়েছিল,
আমরা তা পাথরে কেটেছি।

- ১০৮০

এই গুলি কোনো ভুল নয়,
এটা পরিকল্পিত চুপ করানো।
কিন্তু শব্দেরা চুপ করে না,
তাই এই কবিতাগুলোও রক্তাক্ত।

📖 অনু কবিতা ১০৮১–১১০০

(শব্দেরা কাঁদে, কিন্তু চুপ করে না। গুলি থেমে যায়, কবিতা জ্বলে।)

- ১০৮১

তুমি কোনো অস্ত্র ধরোনি,
তবু গুলিটা তোমার বুক চিরে গেল।
রাষ্ট্র বলল "ভুল",
কিন্তু শোক তো ভুল হয় না।

- ১০৮২

বুলেটের কোনো ব্যাখ্যা নেই,
শুধু রক্ত আর কান্নার মানচিত্র।
তারা ফাইল গোপন করে,
আমরা পোস্টার বানাই।

- ১০৮৩

তোমার নামে আজ কোনো মামলা নেই,
কারণ তোমার কফিনটাও রাজনীতি হয়ে গেছে।
তারা পল্টনের আশেপাশে ব্যারিকেড দেয়,
আমরা কবিতায় দেয়াল ভাঙি।

- ১০৮৪

একটা ছেলে মরে গেল,
রাষ্ট্র বলল "পরিস্থিতি সামাল",
মা বলল "বাঁচিয়ে দাও",
আর আমরা লিখে রাখলাম ইতিহাস।

- ১০৮৫

তোমার রক্তে রাস্তা লাল হলো,
তাদের ভাষায় "দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু"।
আমরা বলি—
এটা ছিল রাষ্ট্রীয় হত্যা।

- ১০৮৬

যে মিছিল ভাঙা যায় না গুলিতে,
তাকে দমন করতে তারা আইন বানায়।
আমরা শুধু বলি,
একটা কবিতা পারবে সেই আইন ভাঙতে।

- ১০৮৭

তারা প্রশ্ন করে, “তোমার প্রমাণ কী?”
আমরা বলি, “কবরটা দেখো!”
আরো বলি, “তোমার নীরবতা নিজেই জবাব।”

- ১০৮৮

তোমার কান্না কেউ শুনল না,
তুমি মারা গেলে নীরবে।
তোমার গল্প এখন দেয়ালে লেখা,
তোমার চেহারা পোস্টারে।

- ১০৮৯

রাষ্ট্রের ব্যস্ততা ছিল ভাষণে,
আমাদের ব্যস্ততা ছিল মৃতদেহ গোনায়।
তারা ফলাও করে উন্নয়ন বলে,
আমরা ব্যস্ত শোক পালনে।

➢ ১০৯০

তারা হোয়াইটওয়াশ করে সত্য,
আমরা ব্ল্যাক ইঙ্কে সত্য লিখি।
তাদের ক্যামেরা মুখ ঘুরিয়ে নেয়,
আমরা মোবাইলে ইতিহাস ক্যাপচার করি।

➢ ১০৯১

রক্তের গন্ধ মুছে ফেলতে চেয়েছিল,
পথ পরিষ্কার করেছিল রাতেই।
কিন্তু সকালে সূর্য বলল—
"এইখানে একজন মানুষ মরেছে।"

➢ ১০৯২

তারা বলে "উস্কানি",
আমরা বলি "বেঁচে থাকা"।
তারা বলে "শৃঙ্খলা ভঙ্গ",
আমরা বলি "সাহসের উচ্চারণ।"

- ১০৯৩

তুমি রাস্তায় পড়েছিলে নিঃসাড়,
একটা জুতো খসে পড়েছিল পাশে।
তারা শুধু ছবিটা এড়াতে বলেছিল—
আমরা ছবিটাই পোস্টার বানালাম।

- ১০৯৪

তারা গুলি চালায়,
তারপর খবরে বলে “ঘটনাটি তদন্তাধীন।”
আমরা বলি, “তোমরা খুনি!”
তারা চুপ।

- ১০৯৫

একটা লাশ—
আর দশটা বুলেটের নীরবতা।
তারা সব ভুলে যায়,
আমরা ভুলতে পারি না।

- ১০৯৬

তুমি ইতিহাস হতে চাওনি,
তোমার তো শুধু প্রশ্ন ছিল।
রাষ্ট্র তো গুলি দিয়ে উত্তর দেয়,
আমরা শব্দ দিয়ে প্রতিবাদ।

- ১০৯৭

তারা বলেছিল “আইনের প্রয়োগ”,
আমরা বলেছিলাম “নিরপরাধকে হত্যা”।
তাদের আইন যদি গুলি দেয়,
আমাদের কবিতা বিপ্লব বানায়।

- ১০৯৮

এই শহরে এখনো সেই গুলির শব্দ বাজে,
রাতে কেউ কেউ জেগে থাকে—
ভয় নয়,
অপেক্ষায়... বিচার নামক এক অলীক শব্দের।

- ১০৯৯

  তোমার ছোট ভাই এখনো খোঁজে—
  "ভাইয়া কোথায়?"
  তোমার নামে কোনো ফলক নেই,
  শুধু একটা কবিতা পড়ে আছে, দেয়ালে।

- ১১০০

  তারা আমাদের গুলি চালায়—
  কারণ আমরা জিজ্ঞেস করি "কেন?"
  আমরা কবিতা লিখি,
  কারণ আমরা বাঁচতে চাই।

পর্ব: মিছিলের জের

অনু কবিতা ১১০১–১১২০

(একটি মিছিল শুধু পা নয়—প্রতিটি পদক্ষেপেই প্রতিবাদের চিহ্ন থাকে।)

- ১১০১

  মিছিলটা শুরু হয়েছিল শ্লোগানে,
  শেষ হয়েছিল কারাগারে।
  তবু প্রতিটি চিৎকার
  তাদের ক্ষমতার ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

- ১১০২

  পায়ের শব্দেই তারা ভয় পায়,
  তাই তো জুতা পর্যন্ত খুলে রেখেছিলে।
  তারা জানত না,
  তোমার নীরব হাঁটাও একটি বিপ্লব।

- ১১০৩

মিছিলের শেষে ছিল না রক্ত,
ছিল প্রশ্ন— "আমরা কি মানুষ?"
রাষ্ট্র হেসেছিল ঠোঁট চেপে,
আর আমরা কাঁদেছিলাম বুক ভাঙা চুপে।

- ১১০৪

পেছন থেকে এলো লাঠি,
সামনে ছিল স্বপ্ন।
মিছিলকারীরা জানত না
তাদের চোখেই লেখা ইতিহাস।

- ১১০৫

তারা আমাদের দিকেই ছুঁড়েছিল কাঁদানে গ্যাস,
আমরা চোখ মুছে বলেছিলাম—
"আমরা দেখব...
একদিন সত্য কেমন জ্বলে উঠে।"

- ১১০৬

একটি মিছিল মানেই
হাজারটি ক্ষোভ, একটি দাবী।
রাষ্ট্র শুনতে চায়নি,
তাই রাস্তাটা ইতিহাসে রূপ নিয়েছিল।

- ১১০৭

তুমি চুপচাপ হেঁটেছিলে,
তারা বলে “নাশকতা”।
তোমার ব্যাগে ছিল বই—
তারা বলল “সন্দেহজনক বস্তু”।

- ১১০৮

মিছিলের আগে ছিল নিরবতা,
মিছিলের পর ছিল লাশ।
মাঝখানে ছিল তুমি—
একজন চিৎকারহীন যোদ্ধা।

➢ ১১০৯

তারা বলে, “মিছিল মানেই বিশৃঙ্খলা।”
আমরা বলি, “মিছিল মানেই
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগঠিত পদধ্বনি।”

➢ ১১১০

একটা মিছিল শেষ হয় না রাস্তার মোড়ে,
শেষ হয় জেলখানার গেইটে।
তবুও আমরা হাঁটি,
কারণ গতি মানেই বেঁচে থাকা।

➢ ১১১১

তুমি হাঁটছিলে একা,
তারা ভয় পেল শত শত জনতার মতো।
তুমি কিছুই বলোনি,
তারা বলেছিল “রাষ্ট্রদ্রোহ”।

➢ ১১১২

রাস্তায় শুধু পায়ের শব্দ নয়,
ছিল প্রতিটি হৃদয়ের আওয়াজ।
মিছিলটা নিঃশব্দ ছিল না,
শব্দহীন বুলেটও তাদের কাঁপায়।

➢ ১১১৩

মিছিলের মাঝে দাঁড়িয়ে তুমি বলেছিলে—
"আমার কণ্ঠটাও রাষ্ট্রের মতোই স্বাধীন।"
তারা বলেছিল, "ব্যালেন্স রাখতে হবে"।

➢ ১১১৪

তারা প্রথমে আমাদের থামাতে চেয়েছিল,
তারপর ছত্রভঙ্গ,
তারপর নিখোঁজ...
তবুও মিছিল থামেনি।

- ১১১৫

তুমি হাঁটছিলে সামনে,
তোমার পেছনে ছিল আমার বুক।
তারা তাক করেছিল মাথায়—
তবু গুলি এসেছিল হৃদয়ে।

- ১১১৬

মিছিলের পথে রক্ত পড়লে
রাষ্ট্র নোটিশ দেয়,
কিন্তু শহীদের মা শুধু চুপ করে
সকালটা কাঁদে।

- ১১১৭

একটি পায়ে ছিল ব্যান্ডেজ,
তবুও সে হাঁটছিল।
কারণ প্রতিবাদে ব্যথা থাকলেও
থেমে যাওয়ার মানে আত্মসমর্পণ।

➢ ১১১৮

তারা বলেছিল, “সংযত হোন,”
আমরা বলেছিলাম, “আমরা তো মানুষ,
সংযত হয়ে কতটা বাঁচা যায়?”

➢ ১১১৯

পথে ছিল পেরেক,
তবুও জুতো খুলে হাঁটেছিলে।
রাষ্ট্র ভেবেছিল এটা দুর্বলতা,
তুমি জানত— এটাই সাহস।

➢ ১১২০

মিছিল থেমে গেলে ইতিহাস থেমে যায় না।
তোমরা গুলিতে মিছিল ভেঙেছো,
আমরা কবিতায় আবার দাঁড় করিয়েছি।

১৬ জুলাই ২০২৪ এর প্রেক্ষাপটে, স্মৃতিচিহ্ন ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে:

"আজকাল আমি বুক টান করে দাঁড়ালে,
রাষ্ট্র তোমার হাত চলে যায় ট্রিগারে।"

১৬ জুলাই ২০২৪

➢ এই দিনটি ক্যালেন্ডারের একটি পাতায় সীমাবদ্ধ নয়,
এই দিনটি এক জাতির বুকভাঙা ইতিহাস।
এই দিনেই আবু সাঈদ শহীদ হয়েছিলেন—
তাঁর বুক ভেদ করে যে গুলি বেরিয়ে গিয়েছিল,
তা আসলে বেরিয়ে গিয়েছিল আমাদের মৌলিক
অধিকারের মাঝখান দিয়ে।
আবু সাঈদ—
না, তিনি কোনো রাজনৈতিক দলে ছিলেন না,
ছিলেন শুধু একজন ছাত্র,
একজন সত্য সন্ধানী নাগরিক,
যার চোখে ছিল প্রতিবাদের দৃঢ়তা,
আর হৃদয়ে ছিল বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।
তাঁর বিরুদ্ধে ছিল না কোনো মামলা,
ছিল না কোনো আগ্নেয়াস্ত্র,
শুধু একটি প্রশ্ন ছিল—

“আমার অধিকার কোথায়?”
আর রাষ্ট্রের জবাব ছিল— একটি গুলি।
আজ সেই ১৬ জুলাই,
আমরা স্মরণ করি তাঁকে—
শুধু একজন শহীদ হিসেবে নয়,
একটি প্রশ্নহীন জাতির বিবেক হিসেবে।
যে দেশে বুকে দাঁড়ানো বিপদজনক,
সেখানে আবু সাঈদ-এর মতো বুক উঁচিয়ে হাঁটতে পারা
মানেই বিদ্রোহ।

➢ এই দিনে আমরা শ্রদ্ধা জানাই—
তাঁর বীরত্বকে, তার শূন্যতাকে,
আর সেই প্রত্যয়কে
যা বলে দেয়:
"আমরা ভুলিনি।
আমরা ভুলবো না।
আমরা লিখে রাখবো—
প্রতিটি গুলির জবাব কবিতায়,
প্রতিটি শহীদের নাম ইতিহাসে।"

📖 ১১২১–১১৪০

পর্বঃ শহীদের ছায়া ও রাষ্ট্রের ভয়

(যেখানে কবিতা শুধু স্মৃতি নয়, গর্জন।)

- ১১২১

আজকাল আমি বুক টান করে দাঁড়ালে,
রাষ্ট্র তোমার হাত চলে যায় ট্রিগারে!
১৬ জুলাই ২০২৪—
আবু সাঈদ-এর লাশ এখনো রাষ্ট্রের বিবেক দগ্ধ করে।

- ১১২২

তোমার বইয়ের ব্যাগ ছিল বুলেটপ্রুফ নয়,
তাই সহজেই ঢুকে গিয়েছিল রাষ্ট্রীয় গুলি।
তারা বলেছিল "সহিংসতা",
আর আমরা বলি— শহীদ।

- ১১২৩

আবু সাঈদ-এর রক্তে রাঙা পিচঢালা,
কেউ মুছে দেয় জলের ট্যাঙ্কার দিয়ে।
আমরা মুছে দেই চোখ—
তবু সে দাগ থেকে যায় বুকের ক্যালেন্ডারে।

- ১১২৪

যে গুলিটা সেদিন গিয়েছিল তোমার বুক চিরে,
তা এখনো ফিরে ফিরে আসে নিঃশব্দে।
তোমার মা এখনো প্রতিরাতে শোনেন—
একটি কল্পিত দরজার শব্দ।

- ১১২৫

তুমি গাইতে জানতেও না,
তবু তোমার নিঃশ্বাস হয়ে উঠেছিল
একটি শিকল ভাঙার গান।

- ১১২৬

তারা বলেছে— ভুল বুঝে গুলি হয়েছে।
আমরা বলি— ভুল মানুষ মারলে রাষ্ট্রের নাম পাল্টে যাক।

➢ ১১২৭

তুমি তো চেয়েছিলে বাঁচতে,
তারা চেয়েছিল নিয়ন্ত্রণ।
তোমার মৃত্যুই হলো প্রমাণ—
তারা কতটা ভয় পায় প্রশ্নকে।

➢ ১১২৮

একটা ফেসবুক লাইভে দেখা যায়—
তুমি পড়ে আছো, নিঃসাড়, নিঃশব্দ,
কিন্তু তোমার নামে লেখা হয়ে যাচ্ছে
প্রতিটি দেয়ালে একেকটা প্রতিবাদ।

➢ ১১২৯

১৬ জুলাই-এর আকাশ কালো ছিল না,
তবু আমরা সবাই ছায়ার নিচে দাঁড়িয়েছিলাম—
তোমার মৃত্যুর ছায়া।

- ১১৩০

  তারা গুলি চালিয়েছিল,
  কারণ তারা সত্যকে ভয় পায়।
  আর তুমি গুলি খেয়ে ইতিহাস হয়ে গেলে,
  কারণ তুমি মিথ্যাকে সহ্য করো না।

- ১১৩১

  একজন আবু সাঈদ পড়ে থাকলে,
  লাখো মানুষ দাঁড়ায় চুপচাপ।
  এই নীরবতাও রাষ্ট্রকে কাঁপিয়ে তোলে।

- ১১৩২

  যখন রাষ্ট্র মিথ্যা সাজায়,
  তখন আমাদের কবিতা হয়ে ওঠে প্রতিবাদপত্র।
  তোমার মৃত্যুই যেন একটি রেড জোনের ব্যাখ্যা।

- ১১৩৩

  তারা বলেছে, "তদন্ত চলছে",
  আমরা বলি, "তোমাদের চোখে শুধু অন্ধকার চলে।"

- ১১৩৪

আবু সাঈদ,
তুমি একটা প্রশ্ন ছিলে—
কেন এক দেশে সত্য বললে মানুষ মরে?

- ১১৩৫

বুকে গুলি খেয়ে তুমি মারা গেলে,
আর রাষ্ট্র বুক ফুলিয়ে হাঁটে সংবাদ সম্মেলনে।
তুমি না হয় কবিতা হলে,
তারা তো ইতিহাসেও জায়গা পাবে না।

- ১১৩৬

তোমার মৃত্যুর পর যেসব কবিতা লিখেছি,
তাদের শব্দে এখনো রক্ত শুকিয়ে যায় না।
কারণ আমরা জানি—
এই রক্তের দায় কার!

- ১১৩৭

তারা ক্যামেরা বন্ধ করেছিল,
কিন্তু তুমি আমাদের চোখে ক্যাপচার হয়ে গেলে।
এখন প্রতিটি ঘুমহীন রাতে
তুমি জেগে থাকো।

- ১১৩৮

যে গুলিটা তোমায় থামিয়েছে,
সেটি আমাদের শুরু করেছে।
এখন শব্দের মিছিলেই বাজে
আবু সাঈদ-এর প্রতিধ্বনি।

- ১১৩৯

তোমার নামে কোনো স্ট্যাচু নেই,
তবু তোমার মুখের ছাপ
প্রতিটি পাথরে, প্রতিটি পোস্টারে।

➢ ১১৪০

রাষ্ট্র চেয়েছিল— ভয় ছড়িয়ে দিক মৃত্যু।
আমরা করেছিলাম ঠিক উল্টো—
মৃত্যুকে বানিয়ে ফেলেছি
বিদ্রোহের আগুন।

🕮 পর্ব: রাষ্ট্রের মুখোমুখি এক কিশোর

- ১১৪১

  একজন কিশোর দাঁড়ায় রাষ্ট্রের সামনে,
  হাতে কোনো অস্ত্র নেই—
  তবুও রাষ্ট্রের কাঁপুনি ধরে
  তার চোখের দিকে তাকালে।

- ১১৪২

  স্কুলব্যাগে বই, হাতে স্লোগান,
  তবুও তাকে বলা হয় "রাষ্ট্রদ্রোহী"!
  কারণ সে মুখ বন্ধ রাখেনি—
  তাই রাষ্ট্র ভয় পেয়েছে।

- ১১৪৩

  তারা বলেছিল, "তুমি ছোট, চুপ করে থাকো",
  সে বলেছিল, "বাঁচার অধিকার বয়স দেখে আসে না!"
  এমন জবাব রাষ্ট্র জানত না কিশোরের মুখে থাকে।

- ১১৪৪

তুমি দাঁড়ালে একা,
রাষ্ট্র এনেছে জলকামান, কাঁদানে গ্যাস।
তুমি চুপ থেকেও
একটি বাক্য হয়ে উঠলে: "আর নয়!"

- ১১৪৫

কিশোর বলেছিল— “আমার ভবিষ্যৎ ফেরত চাই”
রাষ্ট্র বলেছে— “তুমি তালিকাভুক্ত”
শব্দের চেয়ে গুলি তাড়াতাড়ি চলে,
তবুও আমরা কবিতা লিখি।

- ১১৪৬

তোমার নামে নেই মামলা,
তবুও ফলো করে লোক।
কারণ সত্যভাষীর মুখ
রাষ্ট্র কখনও বিশ্বাস করে না।

- ১১৪৭

জানালা দিয়ে চেয়ে থাকা চোখগুলো—
তারা সব জানে, সব বোঝে,
তবে ভয় পায় উচ্চারণ করতে।
তুমি সেই ভয় ছিঁড়ে দিয়েছিলে।

- ১১৪৮

কিশোর, তোমার হাতের প্ল্যাকার্ডে
লেখা ছিল না গালাগাল,
ছিলো ভালোবাসার দাবী,
যেটা রাষ্ট্র সহ্য করতে পারে না।

- ১১৪৯

রাষ্ট্র ভেবেছিল কিশোর মানে “শিশু”,
কিন্তু ভুলে গিয়েছিল—
বিপ্লব অনেক সময় পাঠ্যবইয়ের শেষ পাতায় জন্ম নেয়।

- ১১৫০

তুমি যখন একা রাস্তায় দাঁড়ালে,
তোমার পেছনে দাঁড়িয়েছিল
একটা প্রজন্ম— নীরব বিদ্রোহে।

- ১১৫১

তোমার জুতো ছিঁড়ে গিয়েছিল,
তবুও তুমি হাঁটছিলে।
তারা চেয়েছিল তুমি থেমে যাও,
তুমি বললে— "আমি চলাই প্রতিরোধ।"

- ১১৫২

মাইক ছাড়াই কিশোরের কণ্ঠ
রাষ্ট্র কাঁপিয়েছে—
কারণ সত্য কখনও স্পিকারের আওতায় থাকে না।

- ১১৫৩

তুমি ছিলে প্রশ্নের মিছিল,
তারা ছিল ব্যারিকেড।
শেষ পর্যন্ত প্রশ্নই ছিঁড়ে ফেলেছে প্রাচীর।

➢ ১১৫৪

একজন কিশোর যখন
“আমি প্রতিবাদ করি” বলে দাঁড়ায়,
রাষ্ট্র তখন আইন বদলায়
কিন্তু সত্য বদলায় না।

➢ ১১৫৫

তোমার বন্ধুরা চুপ থেকেছে,
তুমি চুপ থাকো নি।
তোমার ভয়ের চেয়ে
তাদের চুপ থাকা বেশি বিপজ্জনক ছিল।

➢ ১১৫৬

তারা চেয়েছিল, তুমি ভেঙে পড়ো,
তুমি দাঁড়িয়ে বলেছিলে—
“আমার দেশ নাকি গণতন্ত্র, আমি তো দাস নই!”

- ১১৫৭

কিশোরের চোখে ছিল অন্ধকার,
তবুও সেখানে দেখেছি আলো।
কারণ বিদ্রোহ কখনো বয়স চায় না,
চায় সাহস।

- ১১৫৮

তারা বইয়ের গল্পে বীর চায়,
বাস্তবে বীর জন্মালে
তাদের নামে গুলি চালায়।

- ১১৫৯

কিশোর বলেছিল,
“আমার নামে কবিতা লিখবে না কেউ,
আমি বাঁচতে চাই।”
রাষ্ট্র বলেছে— “ওকে মুছে ফেলো।”

➢ ১১৬০

রাষ্ট্র একটি গালি বানিয়েছে—
"তুমি কেন প্রতিবাদ করো?"
আমরা বলি—
"কারণ তুমি ভুল করো, আমরা মানুষ।"

➢ ১১৬১

তোমার যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তে কত প্রাণ গেল
তবু তুমি বলো— "এ তো শুধু দুর্ঘটনা।"
কিন্তু আমার যে সন্তান ফিরেনি ঘরে,
তাকে কী নামে ডাকবে, রাষ্ট্র?
"সহনীয় ক্ষয়ক্ষতি?"
"কল্যাটারাল ড্যামেজ?"
না—
সে তো আমার হৃদয়ের কেন্দ্র।
সে তো এক মা'র জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ আশ্রয়—
যে আর কখনো ফেরে না।

সিরিজ ১১৬২-১১৬৫

- ১১৬২

বিমান ভেঙে পড়ে— রাষ্ট্র কাঁধ ঝাড়ে,
শহীদ মা তার ছেলের জামাটা চেয়ে কাঁদে।
রাষ্ট্র ফাইল গুটিয়ে চা খায় নির্বিকার,
তবু মা বলে— "ছেলের গায়ের গন্ধটা ফেরাও আবার।"

- ১১৬৩

দূর আকাশে আগুন জ্বললে
রাষ্ট্র খোঁজে কে দায়ী ছিল?
মা শুধু জানে—
ছেলের ফোনটা আর কখনো বাজে না।

- ১১৬৪

তোমার ড্রোন ভুল করে যখন ছুঁড়ে দেয় আগুন,
তুমি বলো— "দুঃখজনক ঘটনা!"
আমার প্রশ্ন—
কীভাবে দুঃখ মাপে রাষ্ট্র?

➢ ১১৬৫

রাষ্ট্র যখন ভুল স্বীকার করে,
তাতে নাকি মানবতা থাকে।
তবে আমার সন্তানের কবরটা—
কোন ভুলের তলায় শুয়ে আছে?

রাষ্ট্রের নির্লজ্জ নিরবতা, আর এক মায়ের অমোচনীয় বেদনা

- ১১৬৬

ওরা বলে — বোমা ‘টার্গেট’ মিস করেছে।
তুমি কি জানো, মা’র বুক কখনো মিস করে না?
ওর সন্তান আজও নিখোঁজ।
রাষ্ট্রের কাছে — “ফাইল ক্লোজড।”

- ১১৬৭

তোমার ভুল বোতামে নিভে গেছে আমার ঘর,
তুমি বলো — “তদন্ত চলছে!”
আমি বলি —
আমার সন্তানের নিঃশ্বাস ফেরাও আগে।

- ১১৬৮

তুমি বলো — পাইলটের ত্রুটি।
তুমি বলো — রাডার কাজ করেনি।
আমি বলি —
একটা হৃদয় থেমেছে চিরতরে,
তার কোনো দায় কেউ নেবে না?

- ১১৬৯

তোমার রাষ্ট্রীয় ‘দুঃখ প্রকাশ’ আসে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে।
কিন্তু আমার কান্না—
পত্রিকায় ছাপা হয় না।
শুধু ভেসে থাকে সন্তানের জামার গন্ধে।

- ১১৭০

রাষ্ট্র যদি ক্ষমা চায়,
আমি কি ছেলেকে ফিরে পাব?
তবে জেনে রাখো, রাষ্ট্র—
এই ক্ষমা আমি তোমাকে দেব না।

এক মা আর রাষ্ট্রের নিষ্ঠুর ব্যবধানের দলিল

- ১৯৭১

  ভাত চাপানো ছিল,

  ডালটা একটু পাতলা হয়েছিল বলে

  ছেলেটা বকবে— এই ভেবে মা হাসছিল।

  আর এখন সে থেমে গেছে, একটানা কাঁদছে।

- ১৯৭২

  মা হেঁসেল ঘরে দাঁড়িয়ে ভাবে—

  গরম ভাত কি আজও রেখে দেবে কেউ?

  বাহিরের মিছিল ফিরে না এলে

  চুলোর আগুনেও যে হিম শীত নামে।

➢ ১১৭৩

তুমি বুলেট চালালে,
তুমি বললে "উস্কানিমূলক ছিল।"
তবু কি বুঝতে পারো রাষ্ট্র?
একজন মা আজও ছেলের থালায় ভাত তুলে রাখে।

➢ ১১৭৪

ঘড়ি এগোয়, দুপুর পেরোয়,
চুলায় হাঁড়ি শুকিয়ে যায়।
মা শুধু বলে — "আরেকটু পরেই আসবে... "
কিন্তু কেউ আর ফেরে না, রাষ্ট্র!

➢ ১১৭৫

দরজার শব্দে মা দৌড়ে যায়,
মনে হয় ছেলেটা ফিরেছে।
প্রতিবারই ভুল হয়,
শুধু মায়ের বুক আরেকটু ভেঙে পড়ে।

১১৭৬–১১৮৫
মায়ের আর্তনাদ, রাষ্ট্রের নীরবতা, আর অদম্য বিদ্রোহের শব্দ

- ১১৭৬

  যে মা দুপুরের ভাত রান্না করেছিল,
  তার চোখে আজ আগুন শুকিয়ে গেছে।
  রাষ্ট্রের বুলেট কি জানে—
  একটি হাঁড়ির ধোঁয়া মানে অপেক্ষা?

- ১১৭৭

  তুমি বলো— আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গুলি চালানো হয়েছে,
  আমি বলি— কোন আইন বলে
  একজন মায়ের পুত্র নিখোঁজ হয়ে যাবে চিরতরে?

- ১১৭৮

  মায়ের হাত কাঁপে,
  ভাতের হাঁড়ি ঢেকে রাখে অশ্রুতে।
  রাষ্ট্রের কোনো চোখে কি এই কষ্ট দেখা যায়?

- ১১৭৯

প্রতিটি ফোন বেজে উঠলে মা ভাবে—
ছেলের ফোন, হয়তো বলবে "মা ফিরছি।"
কিন্তু প্রতিবারই শুধু শোকবার্তা আসে।

- ১১৮০

তুমি বলো— দুর্ঘটনা,
আমি বলি— হত্যার আরেক নাম এটাই।
কারণ আমার ছেলে প্রতিবাদ করেছিল,
ভয় পায়নি তোমার লাঠি।

- ১১৮১

মায়ের হাতের রান্নাঘর
আজও ছেলের গন্ধ খোঁজে।
তুমি বলো— তদন্ত চলছে,
কিন্তু হৃদয়ের ক্ষত কবে সারে?

- ১১৮২

রাষ্ট্রের মন্ত্রী দুপুরে ভাত খায়,
মায়ের হাতের ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যায়।
কোন আইন বলে—
একজনের ক্ষুধা আরেকজনের শোকে পরিণত হবে?

- ১১৮৩

মায়ের বুকের ভেতর
আজও বুলেটের শব্দ বাজে।
তুমি বলো— শান্তি চাই,
কিন্তু শোকের ওপর শান্তি হয় না।

- ১১৮৪

একটি খালি চেয়ার
পুরো বাড়ির নিঃশব্দ চিৎকার।
তুমি বলো— অবস্থা নিয়ন্ত্রণে,
কিন্তু নিয়ন্ত্রণ তো নেই মায়ের অশ্রুতে।

- ১১৮৫

মায়ের চোখের জল
রাষ্ট্রের পত্রিকায় স্থান পায় না।
তবুও সেই চোখের ভেতরই
শুরু হয় বিদ্রোহ।

- ১১৮৬–১২০০

রাষ্ট্রের গুলির সামনে মায়ের কান্না, জনতার শপথ

- ১১৮৬

একজন মায়ের বুকের হাহাকার
যেকোনো রাষ্ট্রীয় সাইরেনের চেয়ে ভয়ংকর।
কিন্তু রাষ্ট্র তা শোনে না—
কারণ ক্ষমতা বধির।

- ১১৮৭

তুমি ফাইলের পাতায় মৃত্যুর হিসাব রাখো,
আমি রাখি সন্তানের নাম।
তুমি বলো— সংখ্যা কম।
আমার কাছে— সংখ্যা নয়, শূন্যতা।

- ১১৮৮

একটা ভাঙা স্যান্ডেল পড়ে আছে রাস্তার ধারে,
রাষ্ট্র তা মাড়িয়ে চলে যায়।
মা সেটাকে বুকে তুলে কাঁদে—
“এটা আমার ছেলের।”

- ১১৮৯

তুমি বলো— পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।
মায়ের বুকের ভেতর
কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই,
শুধু অস্থিরতার স্রোত।

- ১১৯০

মিছিলের ভাঙা ঢোলও
তোমার শাসনের চেয়ে বেশি সত্য বলে।
কারণ তা বাজে—
জনতার বুকের রক্তে ভিজে।

- ১১৯১

তুমি বুলেট দিয়ে লিখতে চাও ভয়,
আমরা তা মুছে লিখি
শহীদের নাম।

- ১১৯২

মায়ের চোখে ঘুম আসে না।
কারণ একবার দরজা খোলা থাকলে
সন্তান কি আর ফেরে?
রাষ্ট্রের জবাব নেই।

- ১১৯৩

রাস্তার ধুলোতেও
সন্তানের রক্ত শুকায় না।
তুমি পিচ ঢালো,
আমরা নাম লিখি সেই লাল রঙে।

- ১১৯৪

রাষ্ট্র যখন রাতের আঁধারে
নতুন পরিকল্পনা করে,
মা তখন ভোরের আলোয়
কবরের সামনে প্রার্থনা করে।

- ১১৯৫

তুমি ভেবেছ ভয় দেখালে
জনতা থেমে যাবে।
কিন্তু শহীদের রক্তের গন্ধ
সব ভয়কে পুড়িয়ে দেয়।

- ১১৯৬

শহীদ মায়ের গলায়
আর কোনো গান নেই,
তবু তার নীরবতাই
রাষ্ট্রকে কাঁপিয়ে তোলে।

- ১১৯৭

তুমি বলো— ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।
আমরা দেখি—
অসংখ্য লাশের ওপর দাঁড়ানো অন্ধকার।

- ১১৯৮

রাষ্ট্রের গাড়ি যায় হর্ন বাজিয়ে,
একজন মা
চুপচাপ বসে থাকে গেটের পাশে—
ছেলে ফিরবে বলে।

- ১১৯৯

তুমি বলো— "সব ভুল বোঝাবুঝি।"
আমরা বলি—
ভুল বোঝার মতো আর কিছু নেই,
শুধু তোমার রক্তপিপাসা।

- ১২০০

একটি শোকের রাত
হাজার বিদ্রোহ জন্ম দেয়।
তুমি বুঝবে না রাষ্ট্র—
কারণ তুমি শোক দেখো না,
তুমি শুধু শাসন করো।

শহীদ স্মৃতি, প্রেম-বিরহ ও জনতার শপথ

- ১২০১

রাস্তার মোড়ে পড়ে থাকা লাল রুমাল
আজও বলে যায়—
যে হাত একদিন প্রেমের চিঠি লিখেছিল,
সে হাতই শেষবার পতাকা তুলেছিল।

- ১২০২

তুমি ভেবেছ প্রেম ভেঙে দিলে
বিদ্রোহ ভেঙে যাবে।
কিন্তু প্রেমিকও রাস্তায় নেমেছে—
প্রেম আর বিদ্রোহ আজ এক পতাকায় বাঁধা।

- ১২০৩

যে তরুণীর চোখে স্বপ্ন ছিল,
আজ সেখানে শুধু শহীদের ছবি।
রাষ্ট্র বুঝে না—
প্রেমও একদিন প্রতিশোধে পরিণত হয়।

- ১২০৪

তুমি যখন টিয়ার গ্যাস ছুড়েছিলে,
আমরা তখন হাত ধরেছিলাম শক্ত করে।
কেউ কারও হাত ছাড়েনি—
গ্যাস মিশে গিয়েছিল চোখের জলে।

- ১২০৫

প্রেমের কবিতার খাতা ছিঁড়ে
আমরা লিখেছি স্লোগান।
কারণ আজকাল ভালোবাসাও
বাঁচতে শিখেছে রক্তের রঙে।

- ১২০৬

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে
কেউ কাউকে "ভালোবাসি" বলেছিল।
সেই শব্দও ছিল বিদ্রোহের সমান শক্ত।

- ১২০৭

তুমি ভেবেছ কবর মানেই শেষ,
আমরা দেখেছি—
প্রতিটি কবরই নতুন পতাকা তোলে।

- ১২০৮

প্রেমিকার হাতে শহীদের ছবি—
সে আর প্রেমিকা নেই,
সে এখন জনতার এক অংশ,
যে তোমাকে ভয় পায় না রাষ্ট্র।

- ১২০৯

তুমি ঘৃণা ছড়াও,
আমরা ভালোবাসা দিয়ে তা ধুয়ে ফেলি।
তুমি মারো,
আমরা মৃতের কফিনে ফুল রাখি।

- ১২১০

একদিন প্রেমিকের চিঠি ছিল বুকে,
আজ আছে শহীদের চিহ্নিত কাপড়।
দুটোই বুকে ধরা যায়,
দুটোই বুকে আগুন জ্বালায়।

- ১২১১

তুমি বুলেট ছুড়লে,
আমরা বুক বাড়িয়ে দিই—
কারণ প্রেম আমাদের শিখিয়েছে
হার মানতে নেই।

- ১২১২

যে মেয়ে একদিন স্বপ্ন দেখেছিল
ছোট্ট সংসারের,
সে আজ স্লোগান দেয়—
“রাষ্ট্র চাই না, মুক্তি চাই।”

- ১২১৩

তুমি বুলেট চালিয়ে বিদ্রোহ মুছে ফেলতে চাও,
আমরা চোখের জল দিয়ে
তোমার ইতিহাস ধুয়ে দিই।

- ১২১৪

শহীদের রক্তে লেখা প্রেমপত্র
কখনো মুছে যায় না,
এটাই ইতিহাসের সবচেয়ে স্থায়ী কালি।

- ১২১৫

তুমি যে পতাকা ছিঁড়েছ,
আমরা তা জুড়ে দিয়েছি রক্ত দিয়ে।
তাই তার রঙ এত গাঢ়।

- ১২১৬

প্রেমিক হারালে মানুষ ভেঙে পড়ে,
আমরা প্রেমিক হারিয়ে
রাষ্ট্র ভাঙতে শপথ নিয়েছি।

- ১২১৭

তুমি টিয়ার গ্যাসে আকাশ ঢেকেছিলে,
আমরা ভালোবাসা দিয়ে
আবার আকাশ ফিরিয়ে এনেছি।

- ১২১৮

প্রেমের রঙ লাল,
বিদ্রোহের রঙও লাল।
তুমি জানো কেন?
কারণ দুটোই আসে হৃদয়ের গভীর থেকে।

- ১২১৯

  যে মেয়ে শহীদ প্রেমিকের ছবি বুকে রাখে,
  তুমি কি ভাব রাষ্ট্র—
  সে কোনোদিন ক্ষমা করবে?

- ১২২০

  আমরা ভালোবাসাকে হারাতে শিখিনি,
  তাই বিদ্রোহও হারাব না।
  প্রেমিক যেমন প্রতিশ্রুতি রাখে,
  আমরা তেমনি রাখব মুক্তির শপথ।

রাষ্ট্রের ভয়, শহীদদের উত্তরাধিকার, অবিনশ্বর প্রতিরোধ

- ১২২১

রাষ্ট্র জানে—
শহীদের কফিন কেবল লাশ নয়,
ওগুলো চলমান আগুন,
যা আগামী প্রজন্মকে পুড়িয়ে জাগাবে।

- ১২২২

তুমি যখন মাইক ফিসফিসিয়ে বন্ধ করো,
আমরা তখন গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিই—
কারণ শব্দকে বন্দি করা যায় না।

- ১২২৩

তোমার মন্ত্রিসভার টেবিলের নিচে
কত যে ভয় লুকানো,
যা একদিন বইবে জনতার ঢেউ হয়ে।

- ১২২৴

রাষ্ট্রের লাঠি যত শক্ত হয়,
জনতার মুঠি তত দৃঢ় হয়।

- ১২২৫

তুমি ইতিহাস বই বদলাতে চাও,
আমরা দেয়ালে দেয়ালে
সত্য লিখে রাখি—
যা কোনো সেন্সর ছুঁতে পারে না।

- ১২২৬

তুমি ভেবেছ শহীদ মানেই নীরব,
আমরা দেখেছি—
তাদের নামই সবচেয়ে জোরে উচ্চারিত হয়।

- ১২২৭

প্রতিটি গুলি খাওয়া বুক
রাষ্ট্রের জন্য একেকটা অদৃশ্য মাইন,
যা কোনোদিন বিস্ফোরিত হবে।

- ১২২৮

তুমি বিচারহীনতা দিয়ে
আমাদের ভয় দেখাতে চাও,
আমরা শহীদদের নাম দিয়ে
তোমাকে ভয় পাইয়ে দিই।

- ১২২৯

রাষ্ট্রের কপালে আজ ঘাম,
কারণ সে জানে—
বুলেট ফুরিয়ে যায়,
কিন্তু মানুষের রাগ নয়।

- ১২৩০

তুমি ভাবছো স্লোগান থামিয়ে দিয়েছো,
আমরা তা গোপনে লিখে রাখি—

চিঠির ভিতরে, বইয়ের প্রান্তে,
শিশুদের পাঠে।

- ১২৩১

যতদিন রক্ত শুকোয়নি,
রাষ্ট্র শান্তি পাবে না।

- ১২৩২

তুমি শহীদদের ছবি মুছে দাও,
আমরা তা গেঁথে রাখি মগজে,
যেখানে তোমার হাত পৌঁছাবে না।

- ১২৩৩

শহীদের নাম ডাকলেই
রাষ্ট্রের কানে বাজে বিদ্রোহের ঢোল।

- ১২৩৪

তুমি চেয়েছো ভয় ছড়াতে,
আমরা ভয়কে বানিয়েছি অস্ত্র।

- ১২৩৫

  রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিশ্রুতি আজ
  শবযাত্রার মতো ভারী শোনায়।

- ১২৩৬

  শহীদ মানে শুধু হারানো নয়,
  শহীদ মানে পাওয়া—
  একটি কারণ,
  যার জন্য আর পিছু হটা যায় না।

- ১২৩৭

  তুমি জানো রাষ্ট্র,
  শিশুর কান্না আর মায়ের অভিশাপ
  সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী শাসন ভেঙে দেয়।

- ১২৩৮

  যে মা সন্তান হারিয়ে নীরব,
  তার নীরবতাই তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু।

➢ ১২৩৯

রাষ্ট্র যতই হোক লোহার,
জনতার চোখের জল তা মরিচা ধরায়।

➢ ১২৪০

শহীদদের কবরে রাখা ফুল
রাষ্ট্রের প্রতিটি মিটিংয়ের
গোপন আতঙ্ক।

➢ ১২৪১

তুমি হয়তো সেনা দিয়ে রাস্তা ভরাবে,
কিন্তু শহীদদের নাম তো আকাশে উড়ে বেড়াবে।

➢ ১২৪২

তুমি গুলি চালালে,
আমরা নাম লিখে রাখি—
প্রতিটি শহীদের,
যাতে ভবিষ্যৎ জানে কে কার।

- ১২৪৩

রাষ্ট্র ভুলে যায়—
ভয় স্থায়ী নয়,
কিন্তু স্মৃতি অমর।

- ১২৪৪

তুমি স্লোগান নিষিদ্ধ করো,
আমরা তা গাই গান হয়ে।

- ১২৪৫

প্রতিটি শহীদের ছবি
রাষ্ট্রের দেয়ালে দেয়ালে ফাটল ধরায়।

- ১২৪৬

তুমি প্রমাণ লুকাও,
আমরা সাক্ষী হয়ে বেঁচে থাকি।

- ১২৪৭

রাষ্ট্রের হৃদস্পন্দন
আজ জনতার পদযাত্রার তালে বাঁধা।

- ১২৪৮

শহীদের হাসিমুখের ছবি
রাষ্ট্রের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।

- ১২৪৯

তুমি যত শহীদ বানাও,
আমরা তত সৈনিক পাই।

- ১২৫০

রাষ্ট্রের পতন শুরু হয়
সেই মুহূর্তে,
যখন প্রথম শহীদের রক্তে
জনতা শপথ নেয়—
"আর পিছু হটা যাবে না।" **জনতার পুনর্জন্ম, অবিচ্ছিন্ন শপথ ও মুক্তির শেষযাত্রা**

- ১২৫১

যেদিন প্রথম শহীদের রক্ত মাটিতে মিশল,
সেদিন থেকেই রাষ্ট্রের পতনের ঘড়ি টিকটিক করছে।

- ১২৫২

  রাষ্ট্রের ভাঙন একদিনে হয় না,
  তা শুরু হয় এক ফোঁটা রক্তের বীজ বপনে।

- ১২৫৩

  আমরা শপথ নিয়েছি—
  যতদিন শহীদের ছবি দেয়ালে থাকবে,
  ততদিন রাষ্ট্রের মুখে হাসি আসবে না।

- ১২৫৪

  তুমি গুলি চালাও,
  আমরা শিশুদের শেখাই সেই নাম
  যাতে তারা বড় হয়ে সত্য বলতে ভয় না পায়।

- ১২৫৫

  রাষ্ট্রের পতাকা আজ ভারী,
  কারণ তাতে লেগে আছে অগণিত শহীদের ছাই।

- ১২৫৬

যে মায়ের কোল খালি হয়েছে,
তার চোখে কোনোদিন ক্ষমা জন্মাবে না।

- ১২৫৭

আমরা মৃতের সংখ্যা গণনা করি না,
আমরা গণনা করি—
কত নতুন যোদ্ধা জন্ম নিলো।

- ১২৫৮

রাষ্ট্র ভুলে যায়—
বুলেটের গতি সীমিত,
কিন্তু প্রতিশোধের শপথ সীমাহীন।

- ১২৫৯

যেদিন মিছিলে দাঁড়িয়ে আমি চোখে চোখ রাখি,
রাষ্ট্র তখন নিজের ছায়াকে ভয় পায়।

- ১২৬০

  আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই না,
  কারণ শহীদের কবরই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়।

- ১২৬১

  রাষ্ট্র চায় আমরা ভুলে যাই,
  কিন্তু প্রতিটি শোকই আমাদের মনে নতুন আগুন জ্বালায়।

- ১২৬২

  যেদিন তোমার বন্দুক খালি হবে,
  সেদিন আমাদের স্লোগান পূর্ণ থাকবে।

- ১২৬৩

  রাষ্ট্রের সভা-সমাবেশে
  আজও কান পাতলে শোনা যায়—
  শহীদের নামের প্রতিধ্বনি।

- ১২৬৪

  আমরা বিশ্বাস করি—
  শহীদরা ঘুমান না,
  তারা কেবল আমাদের স্বপ্ন পাহারা দেন।

- ১২৬৫

  রাষ্ট্রের ক্ষমতার চূড়া যত উঁচু হয়,
  তত গভীর হয় তার পতনের খাদ।

- ১২৬৬

  তুমি যত সেনা পাঠাও,
  আমরা তত কবি জন্ম দিই।

- ১২৬৭

  কারণ আমরা জানি—
  শব্দই প্রথম বিদ্রোহ,
  যা একদিন রাষ্ট্রকে কাঁপিয়ে দেয়।

- ১২৬৮

তুমি দমন করো,
আমরা গান গাই—
যেখানে প্রতিটি লাইনই একেকটি বুলেটের সমান
ধারালো।

- ১২৬৯

শহীদের রক্ত দিয়ে লেখা ইতিহাস
রাষ্ট্রের পাঠ্যপুস্তকে জায়গা পায় না,
কিন্তু মানুষের হৃদয়ে অক্ষয় হয়ে থাকে।

- ১২৭০

আমরা প্রতিদিন বিদ্রোহের নতুন ভাষা খুঁজি,
যাতে রাষ্ট্র কখনো না বুঝতে পারে
আমরা কোন পথে আসছি।

- ১২৭১

তুমি ভাবছো ভয় দেখিয়ে শাসন টিকিয়ে রাখবে,
আমরা জানি— ভয় একদিন উল্টে যাবে তোমার দিকেই।

- ১২৭২

শহীদের শোক শুধু শোক নয়,
এটি একেকটি পতাকার জন্ম।

- ১২৭৩

রাষ্ট্র জানে না—
জনতার পায়ের শব্দই তার মৃত্যুর সঙ্গীত।

- ১২৭৪

আমরা হারাই,
আবার খুঁজে পাই—
কারণ বিদ্রোহ হারায় না,
সে কেবল রূপ বদলায়।

- ১২৭৫

তুমি আইন বদলাও,
আমরা ভবিষ্যৎ বদলাই।

- ১২৭৬

শহীদ মানে শুধু প্রাণদান নয়,
শহীদ মানে ভবিষ্যতের জন্য পথনির্দেশ।

- ১২৭৭

রাষ্ট্রের প্রতিটি বুলেট
একেকটি শপথ জন্ম দেয়—
“আমি পরের মিছিলে থাকব।”

- ১২৭৮

যেদিন শেষ শহীদের কবর খোঁড়া হবে,
সেদিনই রাষ্ট্রের শেষ নিশ্বাস পড়বে।

- ১২৭৯

আমরা লিখি, গান গাই, হাঁটি—
যাতে প্রতিটি কাজেই থাকে মুক্তির ছায়া।

- ১২৮০

রাষ্ট্রকে হারানো মানে শুধু পতাকা বদল নয়,

এটি মানে—

একটি প্রজন্মের চোখে ভয়কে স্থায়ীভাবে মেরে ফেলা।

শহীদের উত্তরাধিকার ও বিদ্রোহের চূড়ান্ত রূপ

- ১২৮১

  শহীদের রক্ত আমাদের পতাকা রঙিন করে,
  রাষ্ট্রের পতাকা রঙ হারায়।

- ১২৮২

  আমরা জানি,
  একটি প্রজন্ম যদি ভয় ভুলে যায়—
  রাষ্ট্র আর বেঁচে থাকে না।

- ১২৮৩

  তুমি ইতিহাস মুছে দাও,
  আমরা তা দেয়ালে দেয়ালে লিখে রাখি।

- ১২৮৪

শহীদের উত্তরাধিকার হলো—
ভবিষ্যতের মুখে সত্য রাখার শপথ।

- ১২৮৫

রাষ্ট্রের কফিনের শেষ পেরেক
মারে সেই মা,
যার সন্তান ঘরে ফেরেনি।

- ১২৮৬

শহীদের মৃত্যুতে রাষ্ট্রের ক্ষমা নেই,
আমাদের ভোলারও উপায় নেই।

- ১২৮৭

যে শিশু মায়ের কোল থেকে গুলি খেয়ে পড়েছে,
সে শিশু আজ লক্ষ হৃদয়ে বেঁচে আছে।

- ১২৮৮

আমরা মিছিলে হাঁটি,
যেন শহীদের চোখে লজ্জা না আসে।

- ১২৮৯

  রাষ্ট্রের কাছে আমরা অপরাধী,
  কিন্তু ইতিহাসের কাছে আমরা নায়ক।

- ১২৯০

  শহীদরা বেঁচে থাকেন না শুধু স্মৃতিতে,
  তারা বেঁচে থাকেন আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তে।

- ১২৯১

  তুমি সেনা পাঠাও,
  আমরা পাঠাই স্বপ্ন—
  আর স্বপ্নের জন্য কোনো ব্যারিকেড নেই।

- ১২৯২

  রাষ্ট্রের গুলি শুধু প্রাণ নিতে পারে,
  আমাদের আগুন নিতে পারে না।

- ১২৯৩

  শহীদের ছবি টাঙানো দেয়াল
  রাষ্ট্রের জন্য চিরকাল ভয়ের দেয়াল হয়ে থাকে।

- ১২৯৪

  তুমি আমাদের কণ্ঠরোধ করো,
  আমরা স্লোগানকে গান বানিয়ে গাই।

- ১২৯৫

  রাষ্ট্র ভাবে বিদ্রোহ শেষ হয়ে গেছে,
  কিন্তু বিদ্রোহ নদীর মতো—
  শুকিয়ে গেলেও আবার বন্যা আনে।

- ১২৯৬

  শহীদের হাসি আমাদের যুদ্ধের সেরা অস্ত্র।

- ১২৯৭

  রাষ্ট্রের মৃত্যু হবে
  তার নিজের মিথ্যার ভারে।

- ১২৯৮

  আমরা বিদ্রোহী হয়েছি কেবল বাঁচার জন্য নয়,
  বরং বাঁচার যোগ্য ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য।

- ১২৯৯

  শহীদদের কবর থেকে
  নতুন পতাকা জন্ম নেয়।

- ১৩০০

  রাষ্ট্রের পতন হবে নিঃশব্দে নয়,
  তা হবে শহীদের নামে স্লোগানে,
  যা আকাশ কাঁপিয়ে দেবে।

রক্ত, স্মৃতি ও রাষ্ট্রভীতির ধারাবাহিকতা

- ১৩০১

  যে রাষ্ট্র শহীদের রক্তে ভিজে যায়,
  সে রাষ্ট্র আর পবিত্র থাকতে পারে না।

- ১৩০২

  আমরা কবর ফুল দিয়ে সাজাই না—
  আমরা কবর থেকে বিদ্রোহ জাগাই।

- ১৩০৩

  শহীদের নাম উচ্চারণ করলেই
  রাষ্ট্রের কাঁপুনি ধরে।

- ১৩০৪

  তুমি সংবাদপত্র কিনে নাও,
  আমরা গলির দেয়ালকে খবর বানাই।

- ১৩০৫

  রাষ্ট্র ভেবেছিল গুলি দিয়ে বিদ্রোহ থামাবে,
  কিন্তু প্রতিটি গুলি জন্ম দিল নতুন বিদ্রোহী।

- ১৩০৬

  যে চোখ শহীদের মৃত্যু দেখেছে,
  সে চোখ আর ভয়ের দিকে তাকায় না।

- ১৩০৭

  আমরা তোমার সংবিধান মানি না,
  যেটা রক্তের উপর লেখা হয়নি।

- ১৩০৮

  রাষ্ট্র জানে না—
  আমরা শুধু প্রতিবাদ করি না,
  আমরা উত্তরাধিকার গড়ি।

- ১৩০৯

  যেদিন মায়েরা রাস্তায় নামে,
  সেদিন রাষ্ট্রের দিন গোনা শুরু হয়।

➢ ১৩১০

রাষ্ট্রের পতন হবে আদালতে নয়,
হবে মিছিলের তালে।

➢ ১৩১১

আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই না,
আমরা অন্যায়কে ভয় পাই।

➢ ১৩১২

শহীদের ছবি আমাদের ঘুম কাড়ে,
কিন্তু তা আমাদের সাহস ফেরত দেয়।

➢ ১৩১৩

তুমি পতাকা নোংরা করেছো,
আমরা তা রক্ত দিয়ে ধুই।

➢ ১৩১৪

রাষ্ট্রের ক্ষমতা সাময়িক,
শহীদের স্মৃতি চিরস্থায়ী।

- ১৩১৫

যে প্রজন্ম মরে না,
সে প্রজন্ম হার মানে না।

- ১৩১৬

রাষ্ট্র ভেবেছে আমাদের ভেঙে দেবে,
আমরা রাষ্ট্রের ভিত ভেঙে দিয়েছি।

- ১৩১৭

আমরা শহীদদের জন্য কাঁদি না,
আমরা শহীদ হতে প্রস্তুত হই।

- ১৩১৮

রাষ্ট্রের দুঃস্বপ্ন হলো—
প্রতিটি বিদ্রোহী একদিন শহীদ হয়।

- ১৩১৯

আমরা শুধু মিছিল করি না,
আমরা ভবিষ্যতের ইতিহাস লিখি।

- ১৩২০

  যে বিদ্রোহে রক্ত ঝরে,
  সে বিদ্রোহে স্বাধীনতা ফোটে।

রাষ্ট্রের আতঙ্ক ও প্রজন্মের শপথ

- ১৩২১

  আমরা গোপনে নয়—
  তোমার চোখের সামনেই বিদ্রোহ করি।

- ১৩২২

  রাষ্ট্রের টেবিলে যত আইন আছে,
  তার চেয়ে বড় আইন আমাদের রক্ত।

- ১৩২৩

  তুমি সেনা নামাও,
  আমরা মায়েদের চোখের জল নামাই।

- ১৩২৪

  যে মিছিল গানের তালে চলে,
  সে মিছিল গুলির শব্দ থামাতে পারে না।

- ১৩২৫

  রাষ্ট্র ভেবেছে বুলেটের শেষ শব্দই সত্য,
  আমরা প্রমাণ করেছি—শেষ শব্দ কবিতার।

- ১৩২৬

  তুমি পতাকা লুকিয়ে রাখো,
  আমরা পতাকা উড়িয়ে রাখি আকাশে।

- ১৩২৭

  প্রতিটি শহীদ তোমার ক্ষমতার এক একটি পেরেক।

- ১৩২৮

  রাষ্ট্র আমাদের মিছিল ভাঙে,
  আমরা রাষ্ট্রের ভিত্তি ভাঙি।

- ১৩২৯

  তুমি যেদিন গুলি চালালে,
  আমরা সেদিন মৃত্যুর সাথে বন্ধুত্ব করলাম।

- ১৩৩০

  রাষ্ট্র যতবার মিথ্যা বলে,
  আমরা ততবার দেয়ালে সত্য লিখি।

- ১৩৩১

  যে বিদ্রোহ চোখে শুরু হয়,
  তা গুলিতে শেষ হয় না।

- ১৩৩২

  রাষ্ট্রের কানে আমাদের পায়ের শব্দ—
  ভূমিকম্পের মতো লাগে।

- ১৩৩৩

  তুমি মৃত্যুকে ব্যবহার করো ভয় দেখাতে,
  আমরা মৃত্যুকে ব্যবহার করি বাঁচতে।

- ১৩৩৪

  আমরা রাজনীতিবিদ নই,
  আমরা রক্তের সাক্ষী।

- ১৩৩৫

  তুমি এক প্রজন্মকে থামাতে পারো,
  কিন্তু পরের প্রজন্মকে নয়।

- ১৩৩৬

  রাষ্ট্রের রাত যত লম্বা হয়,
  আমাদের ভোর তত কাছে আসে।

- ১৩৩৭

তুমি সেন্সর করো সংবাদ,
আমরা রাস্তায় খবর ছাপাই।

- ১৩৩৮

রাষ্ট্রের ভয়ে যারা চুপ,
তারা একদিন রাষ্ট্রকে ভয় দেখাবে।

- ১৩৩৯

তুমি বিদ্রোহীকে হত্যা করো,
কিন্তু বিদ্রোহকে হত্যা করতে পারো না।

- ১৩৪০

রাষ্ট্র পতনের আগমনী সুর—
জনতার কণ্ঠে বাজে।

ভয়হীন শপথ ও পতনের ভবিষ্যদ্বাণী

- ১৩৪১
  রাষ্ট্র, তোমার প্রাসাদ কাঁপে আমাদের শ্লোগানের প্রতিধ্বনিতে।

- ১৩৪২
  তুমি জানো না, গুলির শব্দ আমাদের কানে গান হয়ে বাজে।

- ১৩৪৩
  প্রতিটি অশ্রুবিন্দু হয়ে উঠছে ভবিষ্যতের মিছিল।

- ১৩৪৪
  রাষ্ট্রের পতন কখনো সশব্দে আসে না,
  এটি আসে নিঃশব্দে জমা হওয়া ক্রোধে।

- ১৩৪৫
  তুমি কাগজে লিখে রাখো আইন,
  আমরা রক্তে লিখে রাখি ইতিহাস।

- ১৩৪৬

  যে প্রজন্ম রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা দেখে,
  সে প্রজন্ম ভয় শিখে না।

- ১৩৪৭

  রাষ্ট্রের প্রতিটি মিথ্যা,
  আমাদের বিদ্রোহের জন্য নতুন জ্বালানি।

- ১৩৪৮

  তুমি সেনা পাঠাও,
  আমরা স্বপ্ন পাঠাই রাস্তায়।

- ১৩৪৯

  প্রতিটি গুলির শব্দ—
  তোমার পতনের ঘন্টাধ্বনি।

- ১৩৫০

  রাষ্ট্রের ভয়ে আমরা হাঁটতে শিখিনি,
  আমরা দৌড়াতে শিখেছি।

- ১৩৫১

  যেদিন তোমার ক্ষমতার চেয়ার ফাঁকা হবে,
  আমরা সেখানে রাখব শহীদের ছবি।

- ১৩৫২

  রাষ্ট্র পতনের গল্প শুরু হয়
  একটি অন্যায়ের মধ্য দিয়েই।

- ১৩৫৩

  তুমি ভাবছো তুমি টিকে যাবে,
  কিন্তু ইতিহাস তা ভাবে না।

- ১৩৫৪

  আমরা মৃত্যুতে ভয় পাই না—
  ভয় পাই নীরবতায়।

- ১৩৫৫

  রাষ্ট্রের পতাকার লাল রঙ
  আজ শহীদের রক্তের সাথে মিশে গেছে।

- ১৩৫৬

  যে বিদ্রোহ হাসিমুখে গুলির সামনে দাঁড়ায়,
  তাকে কোন সেনা হারাতে পারে না।

- ১৩৫৭

  রাষ্ট্রের সিংহাসন কাঁপে
  যখন শিশুদের চোখে ক্রোধ জন্মায়।

- ১৩৫৮

  আমরা পতাকা চাই না,
  আমরা চাই পতাকার মর্যাদা।

- ১৩৫৯

  রাষ্ট্র, তোমার ভয়ই আমাদের সাহসের জন্মদাতা।

- ১৩৬০

  যখন জনতা জেগে ওঠে,
  রাষ্ট্রের দেয়ালগুলোও ঘুমাতে পারে না।

অবিনাশী প্রতিশোধ ও অগ্নিশপথ

- ১৩৬১

  রাষ্ট্র, তুমি যতবার আমাদের কণ্ঠ রোধ করেছ,
  আমরা ততবার রাস্তায় নেমেছি আরও জোরে।

- ১৩৬২

  গুলির শব্দে আমরা পিছাইনি—
  বরং শপথ নিয়েছি আরও কাছে যাবার।

- ১৩৬৩

  প্রতিটি শহীদের রক্ত,
  আমাদের হাতে তুলে দেয় পতনের মশাল।

- ১৩৬৪

  তুমি দেয়াল তুলেছ,
  আমরা সেই দেয়ালে লিখেছি বিদ্রোহের কবিতা।

- ১৩৬৫

  রাষ্ট্র, তুমি গুলি চালাতে পারো,
  কিন্তু স্বপ্নে গুলি চালাতে পারো না।

- ১৩৬৬

  আমাদের চোখে ভয় নেই—
  কারণ আমরা মৃত্যুর সাথেই বন্ধুত্ব করেছি।

- ১৩৬৭

  যে মা সন্তানের লাশ জড়িয়ে শ্লোগান দেয়,
  তার কণ্ঠকে তুমি চিরকাল থামাতে পারবে না।

- ১৩৬৮

  রাষ্ট্র, তুমি যত আইন বানাও,
  আমরা তত ইতিহাস বানাই।

- ১৩৬৯

  প্রতিটি গ্রেফতার আমাদের শপথ আরও দৃঢ় করে।

- ১৩৭০

যে শহীদ হাসিমুখে গুলি খায়,
সে তোমার প্রাসাদের ভিত কাঁপিয়ে দেয়।

- ১৩৭১

রাষ্ট্রের পতন শুরু হয়
যখন সে নিজের জনগণকে শত্রু ভাবে।

- ১৩৭২

আমরা শান্তি চাই, কিন্তু নত হই না।

- ১৩৭৩

তুমি সেনা সাজাও,
আমরা সত্য সাজাই।

- ১৩৭৪

রাষ্ট্র, তোমার প্রতিটি মিথ্যা—
আমাদের জন্য নতুন অস্ত্র।

- ১৩৭৫

  যে বিদ্রোহ মৃত্যু ভয় জানে না,
  সে-ই ইতিহাসের রঙ বদলায়।

- ১৩৭৬

  আমরা আর নীরব থাকব না—
  এই শপথের আগুন এখন সারাদেশে ছড়িয়ে গেছে।

- ১৩৭৭

  রাষ্ট্রের পতাকা আমরা নামাব না,
  কিন্তু পতাকার অপমানকারীদের নামাবই।

- ১৩৭৮

  প্রতিটি ক্ষত, প্রতিটি কান্না—
  তোমার বিরুদ্ধে লিখিত প্রমাণ।

- ১৩৭৯

  রাষ্ট্র, তুমি জানো—
  শহীদের রক্ত মাটিতে পড়ে অপচয় হয় না।

- ১৩৮০

যেদিন জনতার রাগ ফেটে পড়বে,
তোমার প্রাসাদের দরজা খুলবে কফিনের মতো।

- ১৩৮১

রাষ্ট্র, তুমি ভেবেছ গুলি আমাদের ভয় দেখাবে,
কিন্তু ভুলে গেছো— প্রতিটি বুলেট শহীদের শরীর ভেদ করলেও
তার রক্ত থেকে জন্ম নেয় হাজারো নতুন বিদ্রোহী।

- ১৩৮২

যে মায়ের বুক খালি হয়ে গেছে সন্তানের জন্য,
সে মা এখন আর শুধু মা নন—
সে হয়ে গেছে এক চলমান বিপ্লব

- ১৩৮৩

তুমি যখন আদালতকে নিজের খাঁচায় বন্দী করেছো,
আমরা রাস্তাকে বানিয়েছি আদালত—
আর জনগণের কণ্ঠকেই করেছি বিচারপতি।

- ১৩৮৪

রাষ্ট্র, তুমি মনে করো ক্ষমতা তোমার জন্মগত অধিকার,
কিন্তু জনগণ একদিন তোমাকে শেখাবে—
ক্ষমতা কেবল ধার দেওয়া বিশ্বাস, যা ফিরিয়ে নিতে সময় লাগে না।

- ১৩৮৫

যে শহীদ মৃত্যুর আগে হাসিমুখে বলেছিল—
"আমার মৃত্যু বৃথা যাবে না",
তার কথা আজ ঢাক-ঢোলের মতো বাজছে প্রতিটি মিছিলে।

- ১৩৮৬

তুমি সেনা সাজিয়েছো অস্ত্র হাতে,
আমরা সাজিয়েছি মানুষের হৃদয় হাতে—
তুমি রক্ত ঢেলেছো, আমরা ঢেলেছি স্বপ্ন।

- ১৩৮৭

যে রাষ্ট্র নিজের সন্তানকে শত্রু ভাবে,
তার পতন কেবল সময়ের অপেক্ষা—
ইতিহাস কখনও এই বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করে না।

- ১৩৮৮

তুমি যে প্রতিটি শ্লোগান দমন করেছো,
তা বাতাসে ছড়িয়ে গিয়ে
হাজার কণ্ঠে ফিরে এসেছে তোমারই প্রাসাদের সামনে।

- ১৩৮৯

রাষ্ট্র, তুমি যত দেয়াল তুলেছো,
আমরা তত স্লোগান লিখেছি সেই দেয়ালে—
তোমার ভয় আজ সেই দেয়ালেই বন্দী।

- ১৩৯০

যে শিশু বাবার লাশ কাঁধে নিয়ে হেঁটেছে,
তার চোখের আগুন
একদিন তোমার সিংহাসন গলিয়ে দেবে।

- ১৩৯১

যেদিন গুলির শব্দ থেমে যাবে,
সেদিন রাস্তায় বাজবে কেবল স্বাধীনতার গান—
আর তুমি, রাষ্ট্র, হবে সেই গানের করুণ উপাখ্যান।

- ১৩৯২

যে যুবক বুক চিতিয়ে গুলি খেয়েছে,
সে আসলে ইতিহাসের বুকেই নিজের নাম খোদাই করেছে—
তুমি চাইলেও সেই নাম মুছে ফেলতে পারবে না।

- ১৩৯৩

রাষ্ট্র, তুমি রক্তের নদী বানিয়েছো শহরের রাস্তায়,
আমরা সেই নদী পাড়ি দিয়ে পৌঁছাবো মুক্তির তীরে—
তুমি চাইলেও ঢেউ থামাতে পারবে না।

- ১৩৯৪

তুমি ভেবেছো হত্যাকাণ্ডে ভয় জন্মাবে,
কিন্তু ভুলে গেছো— ভয় জন্মায় দাসত্বে,
বিদ্রোহ জন্মায় রক্তে।

- ১৩৯৫

যে মা সন্তানের লাশের পাশে বসে নীরব ছিল,
তার সেই নীরবতাই একদিন হয়ে উঠবে বজ্রধ্বনি।

- ১৩৯৬

রাষ্ট্র, তুমি শুধু রাজপথ দখল করোনি,
তুমি মানুষের স্বপ্নও দখল করতে চেয়েছিলে—
কিন্তু স্বপ্নের মালিকানা কারও হাতে বন্দী থাকে না।

- ১৩৯৭

যে পতাকা আজ রক্তে ভিজে গেছে,
সেটি কাল শুকাবে না—
বরং আরও লাল হবে বিপ্লবের আগুনে।

- ১৩৯৮

তুমি বুলেট চালিয়েছো বুকের দিকে,
আমরা সত্য ছুড়েছি তোমার দিকে—
দেখা যাক কার অস্ত্র টিকে থাকে ইতিহাসে।

- ১৩৯৯

যে রাতগুলোতে মানুষ ঘুমায়নি শোকে,
সেই রাতগুলোই লিখেছে স্বাধীনতার খসড়া—
দিন আসবে, খসড়া হবে চূড়ান্ত ঘোষণা।

➢ ১৪০০

রাষ্ট্র, মনে রেখো—
গণমানুষের ক্রোধের কোনো সেন্সর নেই,
যেদিন তা ফেটে পড়বে, তোমার সিংহাসন থাকবে না কোথাও।

➢ ১৪০১

যে ছাত্র হাতে বই ধরে রাজপথে নেমেছিল,
তার বুক চিরে গুলি চালালে—
কিন্তু ইতিহাসে তাকে লেখা হবে মুক্তির সৈনিক হিসেবে।

➢ ১৪০২

তুমি বলো আইনশৃঙ্খলা,
আমরা বলি স্বাধীনতা—
দুইয়ের সংজ্ঞা কখনো এক নয়, রাষ্ট্র।

➢ ১৪০৩

যে মা সন্তান হারিয়ে কেঁদে উঠেছে,
তার অশ্রু ঢেকে ফেলতে পারবে না—
কারণ সেই অশ্রু একদিন হয়ে উঠবে বিদ্রোহের ঝড়।

- ১৪০৪

রাষ্ট্র, তুমি ভেবেছো গুলি চিরকাল শাসন করবে,
কিন্তু ভুলে গেছো—
গুলির চেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে মানুষের স্বপ্ন।

- ১৪০৫

যে পতাকা মিছিলে উড়েছিল,
সে পতাকা আজ রক্তে লাল—
আগামীকাল তা হবে মুক্তির প্রতীক।

- ১৪০৬

তুমি টিয়ারগ্যাস ছুড়েছো চোখে,
কিন্তু ভুলে গেছো—
চোখ বন্ধ থাকলেও মানুষ স্বপ্ন দেখতে জানে।

- ১৪০৭

আমরা রাস্তায় নেমেছি অস্ত্র নিয়ে নয়,
সত্যের পতাকা নিয়ে—
এই পতাকা তোমার বন্দুকের চেয়ে শক্তিশালী।

➢ ১৪০৮

রাষ্ট্র, মনে রেখো—
যে মানুষ তার অধিকার রক্ষায় মরে যায়,
সে হারায় না, সে অমর হয়।

➢ ১৪০৯

তুমি ব্যারিকেড তুলেছো,
আমরা মানুষের হৃদয়ে সেতু গড়েছি—
দেখো, সেতুর ওপারে দাঁড়িয়ে আছে বিপ্লব।

➢ ১৪১০

তুমি হত্যা করেছো মানুষকে,
কিন্তু হত্যা করতে পারোনি তাদের বিশ্বাস—
কারণ বিশ্বাসই বিপ্লবের জন্মদাতা।

➢ ১৪১১

যে রাস্তায় লাশ পড়েছিল,
আজ সেই রাস্তায় শপথের মিছিল—
আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, এই রক্তের দাম স্বাধীনতা।

➢ ১৪১২

তুমি ভাবছো ভয় দেখিয়ে জয়ী হবে,

কিন্তু ভুলে গেছো—

ভয়ের চেয়েও প্রবল শক্তি আছে আশার।

- ১৪১৩

আমরা কালো কাপড় বেঁধেছি হাতে,

শোক নয়—

এটি আসন্ন বিপ্লবের প্রতীক।

- ১৪১৪

রাষ্ট্র, তুমি রক্তে ভিজিয়েছো মাটি,

কিন্তু সেই মাটি এখন অঙ্কুরিত করছে বিদ্রোহের বীজ।

- ১৪১৫

যে ছেলেটি আর ফিরবে না ঘরে,

তার হাসি বেঁচে আছে স্লোগানের মধ্যে—

তুমি কি শুনতে পাও না, রাষ্ট্র?

- ১৪১৬

তুমি বন্দুক তুলেছো,

আমরা কণ্ঠ তুলেছি—

ইতিহাস বলবে, কোনটি টিকে গেছে।

- ১৪১৭

তুমি গুলি ছুড়েছো,
কিন্তু আমরা ছুড়েছি প্রশ্ন—
প্রশ্নের ক্ষতই শেষমেশ ভেঙে দেবে তোমার প্রাসাদ।

- ১৪১৮

আমরা রক্তে ভিজিয়ে লিখেছি নতুন দিনের নাম—
তুমি যতই মুছতে চাও,
এই লেখা মুছে যাবে না।

- ১৪১৯

যে তারুণ্য আজ বিদ্রোহ করেছে,
তারাই আগামীকাল রাষ্ট্র গড়বে—
তুমি কি সেই দিনের জন্য প্রস্তুত?

- ১৪২০

তুমি চেয়েছিলে নীরবতা,
আমরা দিয়েছি বজ্রধ্বনি—
এই ধ্বনি একদিন ছিন্ন করবে তোমার শাসনের দেয়াল।

- ১৪২১

যে মায়ের সন্তান ফিরেনি,

তার চোখের জল আজ হয়ে গেছে নদী—
যার স্রোত ভাসিয়ে নেবে তোমার মিথ্যার প্রাচীর।

➢ ১৪২২

তুমি বলো শান্তি,
কিন্তু হাতে ধরে রাখো ট্রিগার—
আমরা শিখেছি, তোমার শান্তি মানে রক্তপাত।

➢ ১৪২৩

প্রতিটি গুলির শব্দে
আমরা শুনেছি নতুন সূর্যের ডাক,
যা আসবে তোমার পতনের ভোরে।

➢ ১৪২৪

রাষ্ট্র, তুমি যতই শক্ত হও,
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে
মানুষের ইচ্ছা সবসময় তোমাকে হারিয়েছে।

➢ ১৪২৫

আজকের তারুণ্য শুধু স্লোগান দেয় না—
তারা ইতিহাস লেখে,
যেখানে তোমার নাম থাকবে অপরাধীর খাতায়।

➢ ১৪২৬

তুমি শাসন করো ভয় দিয়ে,
আমরা শাসন ভাঙি ভালোবাসা দিয়ে—
দেখো, কোনটা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

➢ ১৪২৭

যে কণ্ঠ আজ রুদ্ধ করেছো,
আগামীকাল সে গর্জে উঠবে হাজার গুণ শক্তি নিয়ে।

➢ ১৪২৮

তুমি দেয়াল তুলেছো,
আমরা সেই দেয়ালে লিখেছি বিদ্রোহের কবিতা—
যা তোমার সাম্রাজ্যে আগুন ধরাবে।

➢ ১৪২৯

আমরা মিছিল করি শুধু রাস্তায় নয়,
মানুষের মনে—
সেই মিছিল থামানোর ক্ষমতা কারও নেই।

➢ ১৪৩০

যত রক্ত ঝরবে,
তত দ্রুত এগিয়ে আসবে মুক্তির ভোর।

- ১৪৩১

তুমি লুকিয়ে রাখো সত্য,
কিন্তু সত্যের আলো দেয়াল ভেদ করে—
তুমি কি সেই আলোর জন্য প্রস্তুত?

- ১৪৩২

যে মাটিতে শহীদের রক্ত মিশে,
সেই মাটি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

- ১৪৩৩

তুমি বলো দেশ রক্ষা,
আমরা দেখি ক্ষমতা রক্ষা—
এই পার্থক্যই তোমার পতনের কারণ হবে।

- ১৪৩৪

আজ যদি আমরা নীরব হই,
আগামীকাল আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না—
তাই আমরা কথা বলি, লড়াই করি।

- ১৪৩৫

  তুমি ভাবো তুমি অমর,
  ইতিহাস প্রমাণ করেছে—
  কেউই ক্ষমতার সিংহাসনে চিরকাল বসে থাকতে পারে না।

- ১৪৩৬

  যে আগুন তোমার ভয় দেখায়,
  সেই আগুনেই একদিন তুমি পুড়ে যাবে।

- ১৪৩৭

  আমরা মৃত্যু ভয় করি না,
  কারণ আমরা জানি—
  শহীদ হওয়া মানেই চিরজীবন বেঁচে থাকা।

- ১৪৩৮

  তুমি সেনা পাঠাও,
  আমরা পাঠাই আশা—
  শেষ পর্যন্ত জিতবে আশা-ই।

- ১৪৩৯

যে শিশুর চোখে আজ ভয়,
আগামীকাল সেই চোখে থাকবে বিজয়ের আলো।

- ১৪৪০

রাষ্ট্র, তোমার সময় ফুরিয়ে এসেছে—
কারণ মানুষের জাগরণ থামানো যায় না।

- ১৪৪১

তুমি যতই সেনা সাজাও, অস্ত্র উঁচাও—
এই জনতার বুকের ভেতর যে আগুন জ্বলছে,
তার শিখা তোমার প্রাসাদের ছাদ ভেদ করে আকাশে উঠবে।

- ১৪৪২

ক্ষমতার চেয়ারে বসে তুমি ভাবো সব নিয়ন্ত্রণে—
কিন্তু এই রাস্তাগুলোতে হাঁটলেই টের পাবে,
মাটি তোমার পায়ের নিচ থেকে সরে যাচ্ছে।

- ১৪৪৩

যে মাটিতে রক্ত ঝরে,
সেই মাটিতে গজিয়ে ওঠে স্বাধীনতার ফুল,
যা তোমার কারাগারের দেয়াল ভেঙে বাইরে ফুটে ওঠে।

- ১৪৪৪

তুমি রাতের আঁধারে মানুষ গুম করো,
আমরা দিনের আলোয় তাদের নাম ডেকে যাই—
যতদিন না ন্যায়ের বিচার হয়, সেই ডাক থামবে না।

- ১৪৪৫

তুমি গুলি চালাও বুকে,
আমরা তা বুকে নিয়ে দাঁড়াই—
কারণ মৃত্যুকে ভয় করলে বিপ্লব হয় না।

- ১৪৪৬

যে শাসক মানুষের কান্না শুনতে পায় না,
তার জন্য ইতিহাসের কবর আগে থেকেই খোঁড়া থাকে।

➢ ১৪৪৭

রাষ্ট্রের পতাকা শুধু তোমার নয়—
যতদিন তাতে শহীদের রক্ত লেগে আছে,
ততদিন তা মানুষেরই সম্পত্তি।

➢ ১৪৪৮

তুমি ভাবো, শহীদ মানে হার—
আমরা জানি, শহীদ মানে সূর্যোদয়ের ঘোষণা।

➢ ১৪৪৯

তুমি ভাষণ দাও উন্নয়নের,
কিন্তু উন্নয়নের রাস্তায় পড়ে থাকে
গরিবের লাশ আর মায়ের কান্না।

➢ ১৪৫০

যে আকাশে কালো ধোঁয়া,
সেই আকাশ একদিন বৃষ্টির মতো মুক্তি বর্ষণ করবে।

➢ ১৪৫১

তুমি যত গোপন চুক্তি করো,
মানুষের চোখের ভেতর লেখা ইতিহাস তুমি মুছতে
পারবে না।

- ১৪৫২

আমরা পতাকা উড়াই শুধু উৎসবে নয়,
যুদ্ধে, রক্তে, আগুনে—
যতক্ষণ না সত্য বিজয়ী হয়।

- ১৪৫৩

তুমি তরুণদের ভয় পাও,
কারণ তারা প্রশ্ন করে—
আর প্রশ্নের জবাব দিতে তুমি অক্ষম।

- ১৪৫৪

যে রাস্তায় একদিন ভয়ে চলা যেত না,
আজ সেখানে স্বাধীনতার গান বাজে
যেন বিদ্রোহের ঢোল।

- ১৪৫৫

তুমি সেনাবাহিনী সাজিয়ে রাখো,
আমরা হৃদয়ের সৈন্য সাজাই—
যাদের হারানোর কিছু নেই, তাদের রুখতে পারে কে?

➢ ১৪৫৬

যে মা সন্তানের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন,
তার চোখের শপথই তোমার পতনের দিন নির্ধারণ করবে।

➢ ১৪৫৭

তুমি বলো আইন,
আমরা দেখি অত্যাচারের বিধি—
তাই আমরা আমাদের আইন নিজেরাই লিখব।

➢ ১৪৫৮

তুমি আমাদের কণ্ঠ রোধ করো,
আমরা কবিতায় কণ্ঠ খুঁজে নিই—
যা তোমার কারাগারের দেওয়াল ভেদ করে যাবে।

➢ ১৪৫৯

যে আগুনে আমাদের ঘর জ্বালালে,
সেই আগুনেই তোমার সিংহাসন গলে যাবে।

- ১৪৬০

রাষ্ট্র, শোন—
তুমি যতই ভীতিপ্রদর্শন করো,
আমরা জন্মেছি মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য।

- ১৪৬১

তুমি ভাবো গুলি সব শেষ করে দেবে,
কিন্তু শহীদের রক্তে লেখা কবিতা
তোমার চেয়ে অনেক দীর্ঘজীবী।

- ১৪৬২

যে মাঠে আজ রক্ত, কাল সেখানে শিশুরা খেলবে—
আর তাদের হাসিতে তুমি হেরে যাবে।

- ১৪৬৩

তুমি স্বপ্ন কেটে ফেলতে চাও,
কিন্তু আমরা স্বপ্নকে বীজের মতো বপন করি
প্রতিটি হৃদয়ে।

- ১৪৬৪

তোমার ভয় আমাদের সাহস,
তোমার শৃঙ্খল আমাদের পতাকা—
তুমি যত বাঁধবে, ততই আমরা উড়ব।

- ১৪৬৫

আমাদের গান তোমার কারফিউ মানে না,
আমাদের মিছিল তোমার বন্দুককে ভয় পায় না।

- ১৪৬৬

তুমি যত ইতিহাস বিকৃত করো,
ততই মানুষ আসল ইতিহাস জানার জন্য জেগে ওঠে।

- ১৪৬৭

তুমি যাকে বিদ্রোহ বলো,
আমরা তাকে বলি ন্যায়—
এবং ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো কখনো অপরাধ নয়।

- ১৪৬৮

শহীদের রক্তে লেখা শপথ
প্রতিটি প্রজন্মের হৃদয়ে পুনর্জন্ম নেয়।

- ১৪৬৯

যে ছাত্র আজ কলম ছেড়ে রাস্তায় নেমেছে,
তার হাতে আগামীকাল বই আর স্বাধীনতার পতাকা থাকবে।

- ১৪৭০

তুমি ভেবেছ ভয় দিয়ে শাসন টিকবে—
কিন্তু ভয় একদিন বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে।

- ১৪৭১

তোমার আদালত যতই সাজানো হোক,
মানুষের আদালতে তুমি চিরদিন আসামি।

- ১৪৭২

যে মা সন্তানের ছবি বুকে নিয়ে হাঁটে,
তার অশ্রু রাষ্ট্রের পতনের ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়।

- ১৪৭৩

আমাদের রক্তের হিসাব ইতিহাস রাখে—
তুমি যতই লুকাতে চাও, তা আকাশে লেখা থাকে।

- ১৪৭৪

তুমি পতাকা দখল করেছো,
কিন্তু তার রঙ তোমার নয়—
ওটা শহীদের শপথের রঙ।

- ১৪৭৫

আমরা জিতব না বলেই লড়াই করি না,
আমরা লড়ি কারণ এটা সঠিক।

- ১৪৭৬

তুমি যত চুপ করাবে,
আমরা তত উচ্চস্বরে বলব—
সত্য লুকানো যায় না।

- ১৪৭৭

যে রাস্তায় লাশ পড়েছে,
সেই রাস্তাই একদিন স্বাধীনতার প্যারেড দেখবে।

- ১৪৭৮

তুমি বন্দুক তুললে,
আমরা বুক তুলি—
তুমি গুলি করলে, আমরা ইতিহাস লিখি।

- ১৪৭৯

যে ছাত্রের চোখে আজ অশ্রু,
আগামীকাল সেই চোখে বিজয়ের আলো জ্বলবে।

- ১৪৮০

  তুমি আমাদের কণ্ঠ কেটে ফেলেছো,
  কিন্তু আমরা কবিতায় কথা বলতে শিখেছি।

- ১৪৮১

  তুমি যতই প্রাচীর তুলো,
  আমরা ততই সেতু বানাই মানুষের মাঝে।

- ১৪৮২

  যে রাষ্ট্র নিজের জনগণকে ভয় পায়,
  সে রাষ্ট্র ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছে।

- ১৪৮৩

  আমাদের ধ্বনি রাস্তায় গর্জে ওঠে,
  তোমার সিংহাসনের পায়ের তলা কাঁপিয়ে দেয়।

- ১৪৮৪

তুমি বলো আইন,
আমরা বলি ন্যায়—
দুটো সবসময় এক নয়।

- ১৪৮৫

যে মিছিল রক্ত দিয়ে পথ চিহ্নিত করে,
সে মিছিল হারায় না—
সে ইতিহাসের পাতায় চিরজীবী হয়।

- ১৪৮৬

তুমি আজ ক্ষমতাধর,
কিন্তু আগামীকাল তোমার নাম হবে সতর্কবার্তা।

- ১৪৮৭

আমরা লড়ছি শুধু বর্তমানের জন্য নয়,
আমরা লড়ছি ভবিষ্যতের হাসির জন্য।

- ১৪৮৮

তুমি ভয় দেখাতে শিখেছো,
আমরা ভয় ভাঙতে শিখেছি।

- ১৪৮৯

যে ছাত্র একবার বিদ্রোহ শিখেছে,
সে কখনো দাস হয়ে বাঁচে না।

- ১৪৯০

আমাদের লক্ষ্য শুধু তোমাকে হারানো নয়,
আমাদের লক্ষ্য ন্যায়ের বিজয়।

- ১৪৯১

তুমি যতই সেনা সাজাও,
জনতার স্রোত সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

- ১৪৯২

আমরা গাই বিদ্রোহের গান,
যাতে প্রতিটি গলিতে সাহসের প্রতিধ্বনি হয়।

- ১৪৯৩

তুমি যত রাত লম্বা করো,
ভোর ততই কাছে আসে।

- ১৪৯৪

  আমরা পিছু হটি না,
  কারণ জানি পিছু হটলে ইতিহাস পিছু হটে।

- ১৪৯৫

  তুমি আমাদের রক্তে লেখা পাতা ছিঁড়ে ফেলো,
  কিন্তু আমরা নতুন পাতা লিখে ফেলি।

- ১৪৯৬

  যে বাতাসে শহীদের শ্বাস মিশে আছে,
  সে বাতাসে স্বাধীনতার গন্ধ লুকানো যায় না।

- ১৪৯৭

  তুমি যতই দেয়াল তুলো,
  আমরা ততই স্লোগান লিখি।

- ১৪৯৮

  তুমি যত চোখে কালো কাপড় বেঁধে দাও,
  আমরা ততই চোখ খুলে সত্য দেখি।

- ১৪৯৯

  তুমি ভাবো আমরা ক্লান্ত হব,
  কিন্তু আমাদের শক্তি শহীদের রক্ত থেকে আসে।

- ১৫০০

  রাষ্ট্র, শুনে রাখো—
  এই বিদ্রোহ থামবে না,
  যতক্ষণ না ন্যায় ও স্বাধীনতা জয়ী হয়।

শেষ কথা

বিদ্রোহ-নামা'র এই শেষ কবিতা, শেষ পঙ্‌ক্তি এবং শেষ শব্দ শুধু কিছু লেখা নয়—
এটি একটি আন্দোলন, একটি জাগরণ, একটি চূড়ান্ত ক্রোধের শীষ।
এটি একটি অমোচনীয় প্রত্যয়ন, যা শুধু এই সময় নয়, আগামী প্রজন্মের জন্যও থাকবে।
এটি ইতিহাসের অংশ, যেখানে এক দিন বিদ্রোহী কবির নাম থাকবে, তার শব্দগুলো প্রতিধ্বনিত হবে।

বিদ্রোহ-নামা'তে যে পথ বেঁধেছি, তার মাঝে ছড়িয়ে গেছে এক শতাব্দীর ক্ষত, ক্ষোভ, প্রতিবাদ আর আত্মত্যাগের চিহ্ন।
এখানে আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্মের সংগ্রামকে জ্বলন্ত শিখা হিসেবে রেখেছি, যেখান থেকে আলোর দিক দিয়ে স্বাধীনতা আসবে,
শুধু সময়ের কাছে দাঁড়িয়ে সেই আলোর উৎস খুঁজে নিতে হবে।

এই কবিতাগুলো লেখার সময়, আমি এক মুহূর্তের জন্যও মনে করিনি, আমি একজন কবি—
আমি এক যুবক, যে কখনও নিঃশব্দ থাকে না, যেটি প্রতিদিনের সংগ্রামে বদলে যায়।
প্রতিটি শব্দই আমার জীবনের একটি অধ্যায়, একটি শোক,

একটি সঙ্গাতিপূর্ণ ঘোষণা, যে আমরা একে অপরকে রক্ষা করতে জানি।

এটি শেষ কথা নয়, এটি শুরু!
যতক্ষণ না আমরা শিখি, বুঝি, রুখে দাঁড়াই,
ততক্ষণ আমাদের কবিতা, আন্দোলন, বিদ্রোহ শেষ হবে না।
এই কবিতা চূড়ান্ত প্রতিজ্ঞা—
“অশান্তি, বিপ্লব, প্রতিবাদ— এগুলো শেষ হবার নয়।”

লেখক সম্পর্কে

মোহাম্মদ শেখ শাহিনুর রহমান — একজন বহুমাত্রিক সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব। তিনি কবি, লেখক, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, প্রোগ্রামার, ডিজিটাল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তি উদ্ভাবক ও গবেষক। সাহিত্য, প্রযুক্তি ও সামাজিক বাস্তবতার এক অনন্য মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তাঁর জীবন ও কর্মে।

বাংলাদেশের মাটিতে জন্ম নেওয়া শাহিনুর রহমান শৈশব থেকেই ছিলেন চিন্তাশীল, কৌতূহলী ও সৃষ্টিশীল। প্রযুক্তির জগতে প্রবেশের পাশাপাশি তিনি কলমকে বেছে নিয়েছেন মানুষের হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি ও সময়ের নির্মম বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলার জন্য।

তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রধানত উঠে আসে—

- **প্রেম ও বিরহের অন্তর্দাহ**
- **রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ**
- **মুক্তি ও মানবতার আকাঙ্ক্ষা**
- **শহীদদের স্মৃতি ও সংগ্রামের ইতিহাস**

শাহিনুর রহমান বিশ্বাস করেন— সাহিত্য কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়; এটি সময়ের দলিল, প্রতিবাদের ভাষা, এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সত্যের উত্তরাধিকার।

ডিজিটাল ফরেনসিক ও সফটওয়্যার উন্নয়নের পাশাপাশি তিনি বহু সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন, যার প্রতিটিতেই আছে ইতিহাস, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, এবং মানবিক আবেগের এক অমলিন ছাপ। তাঁর কবিতাগুলো কখনো রোমান্টিক, কখনো বিদ্রোহী, কখনোবা নিঃশব্দ চোখের ভাষা— যা পাঠকের অন্তর ছুঁয়ে যায়।

‘বিদ্রোহ-নামা’ তাঁর এক অনন্য কাব্যসংগ্রহ, যেখানে নিপীড়ন, শহীদ স্মৃতি, প্রেম, বিরহ ও মুক্তির তীব্র আহ্বান একত্রে গড়ে তুলেছে এক আবেগঘন সাহিত্যযাত্রা।

তাঁর প্রেরণা এসেছে দেশ, মানুষ, এবং সেই অগণিত শহীদদের কাছ থেকে— যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন বুক চিতিয়ে। তিনি মনে করেন—
"যে জাতি তার ক্ষতকে কবিতায় ধরে রাখতে পারে, সেই জাতিই একদিন মুক্তি পায়।"

ধন্যবাদ

এই বইয়ের প্রতিটি পাতার পেছনে রয়েছে অগণিত প্রেরণা, উৎসাহ ও অকুণ্ঠ সমর্থন।

আমার কলমের প্রতিটি অক্ষরে, প্রতিটি লাইনে, প্রতিটি বিদ্রোহী স্বরে
জড়িয়ে আছে অনেক মানুষের ভালোবাসা ও বিশ্বাস।

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা আমার পরিবারের প্রতি—
যাদের অবিরাম ভালোবাসা, ধৈর্য এবং অনুপ্রেরণা
আমাকে প্রতিদিন নতুন করে লিখতে সাহস জুগিয়েছে।
তারা কেবল আমার আনন্দের সঙ্গীই নয়, দুঃসময়েরও শক্ত ভরসা।

বন্ধুরা—
যারা আমার চিন্তার সঙ্গী, আলোচনার পথপ্রদর্শক,
এবং অনেক সময় নীরব শ্রোতা হয়ে থেকেছেন আমার মনের ঝড়ে।
তাদের আন্তরিক সমর্থন, প্রশ্ন, বিতর্ক ও উদ্দীপনা
এই বইয়ের চিন্তার গভীরতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

আর প্রিয় পাঠকবৃন্দ—
তোমরাই আমার লেখার প্রকৃত শক্তি।
তোমাদের চোখে প্রতিফলিত আবেগ, প্রতিক্রিয়ায় ফুটে ওঠা অনুভূতি

আমাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়, আরও সত্য উচ্চারণে উদ্‌বুদ্ধ করে।

এই ‘বিদ্রোহ-নামা’ তোমাদের জন্যই লেখা—
যারা অন্যায়কে অস্বীকার করে, সত্যকে ভালোবাসে,
এবং হৃদয়ে শহীদদের স্মৃতি ধারণ করে রাখে।

কপিরাইট